সিয়ারুস সাহাবা

প্রথম খণ্ড

দারুল মুসান্নিফিনের ইতিহাস, অভিমত,
ভূমিকা ও নির্ঘণ্ট

ইত্তিহাদ

শতবর্ষী দীনি এদারা, জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগরের মহাপরিচালক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর, মুহিউস সুন্নাহ আবরারুল হক হারদুয়ি রহ.-এর সুযোগ্য খলিফা, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী দা.বা. এর

অভিব্যক্তি ও দুআ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، وبعد

সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণ হলেন মানবজাতির ইতিহাসে তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। তাদের সময়কে হাদিস শরিফে খাইরুল কুরুন উপাধিতে অভিহিত করা হয়েছে। এ সময়ের মানুষগুলো ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপম আদর্শ। যাদের ন্যায়নিষ্ঠতা, নির্মোহতা ও অবিশ্রান্ত সাধনা আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে। উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে পালন করে তারা প্রত্যেকেই মহান রবের দরবারে পাড়ি জমিয়েছেন আরও বহুকাল আগে। কিন্তু অতিক্রান্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক তাদেরকে পুরোপুরিভাবে মুছে ফেলতে পারেনি ইতিহাসের ধূসর পাতা থেকে। আমাদের যাপিত সময়ের নানা অনুষঙ্গে তারা এখনো প্রবল অনুকরণীয়, আলোচিত ও প্রাসঙ্গিক। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানান শাখায় তাদের অপরিসীম অবদান অবিস্মরণীয় । এমনকি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়ে তারা মিশে আছেন ওতপ্রোতভাবে। তারা আমাদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা। তাদের জীবন-ইতিহাসের প্রতি নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য। আমাদের অধঃপতনের সূচনা। তাদের উজ্জ্বল জীবন যতটা চর্চিত ও বিবৃত হওয়ার কথা; ততটা হয়নি কোনোকালেই। তাদের জীবনকাহিনি বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে রূপকথার গল্পের মতো মনে হয়। এটা আমাদের জন্য চরম সংকট ও অপূরণীয় শূন্যতা। এই শূন্যতা আমাদের কাটিয়ে ওঠা চাই। আমাদের সাধ্যের মাঝে থাকা সব রকমের উপায়-উপকরণ দিয়ে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করা চাই। তাদের জীবনালেখ্য নিয়ে আরবি, উর্দু ও ফারসি

প্রবীণ লেখক ও অনুবাদক এবং বরেণ্য সম্পাদক,
মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী হাফি.-এর

মূল্যবান অভিমত

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيْمْ اَمَّا بَعْدُ

এই গতমাসেই (১৫ই জৈষ্ঠ্য, ২৯ মে, ২০২৩ সাল) সৌর হিসাবে ৮২তম এবং চান্দ্র হিসাবে ৮৫তম বছরে পদার্পণ করেছি। তাই লেখক-অনুবাদক-প্রকাশকরা যখন তাদের প্রকাশিতব্য পুস্তকাদিতে একটি বাণী লিখে দেওয়ার দাবি নিয়ে গরিবালয়ে উপস্থিত হন, তখন কেন যেন মনে হয়, জীবনের পালা সাঙ্গ হতে যাচ্ছে মনে করেই তারা বাণী ও দু'আ গ্রহণের বাহানায় আমাকে সেই চিরসত্যটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ মহান দান ও অফুরন্ত নেয়ামতের শোকরিয়া আমি কী করে আদায় করবো যে, এখনো তিনি আমাকে এতটুকু সুস্থতা-সক্ষমতা দিয়ে সচল ও সক্রিয় রেখেছেন, এই গতকালমাত্র 'তাফসীরে জিলানী আরবী'-এর প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ৪র্থ খণ্ডের স্বকৃত অনুবাদের ফাইনাল প্রুফ দেখে দিলাম। গত তিন বছরের মধ্যে সহস্রাধিক (১০৫০) পৃষ্ঠার হযরত উমর ফারূক রা., প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠার হাদীসগ্রন্থ ইমাম সাগানী রহ.-এর 'মাশারিকুল আনওয়ার (বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত কওলী হাদীসসমূহের সংকলন), ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম উর্দু তাফসীরগ্রন্থ– যা সৌভাগ্যক্রমে আমাদেরই ফরিদপুরের মধুখালির মাকরাইল গ্রামের মুফতী মুরাদুল্লাহ রহ. (১৭৫০-১৮৩০) এর 'তাফসীরে মুরাদিয়্যা' (৪৫০ পৃষ্ঠা) এবং ডক্টর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ (প্যারিস : ১৯০৮-২০০২) এর ইংরেজী ভাষায় লিখিত অনন্য সাধারণ সীরাতগ্রন্থ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (৩৮৭ পৃষ্ঠা) এবং প্রায় একই কলেবরের দুটি গ্রন্থ– 'সম্রাট আলমগীর হিন্দুদের দৃষ্টিতে' ও 'মুসলিম শাসনামলে হিন্দু জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন'-এর অনুবাদগ্রন্থ তৈরী

সাহাবায়ে কেরাম মানবজাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছেন তার নবী ও রাসুলগণ, যারা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, এবং তাদের পরেই সাহাবায়ে কেরাম, যারা দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও সর্বোত্তম রোলমডেল হলেন স্বয়ং মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, তিনি পবিত্র কুরআন-সুন্নতের শিক্ষাধারার একটি জীবন্ত ও বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার পাশাপাশি তাদের পুরো জীবন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো ও দেখানো পথে জানমাল উৎসর্গ করেছেন।

মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবিগণ ইসলামের কল্যাণধর্মী, সুন্দর ও শ্বাশত বাণী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াকে তাদের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সর্বাধিক সন্তুষ্ট, সাহাবিদের অনুসরণ করার মাধ্যমে মানবজাতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন এবং হবেন।

মানুষ মাত্রই অনুপ্রেরণা চায়। মানুষ রোলমডেলের সন্ধান করে, এমন মনীষীর সন্ধান করে, যাদেরকে গভীরভাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায় এবং জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করা যায়। হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ ছিলেন ঠিক রোলমডেল; মানবজাতির ইতিহাসে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম ইসলামকে প্রচার ও হেফাজত করেছিলেন। রাসুলের ওফাতের পরও ইসলামকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার মেহনত করে গেছেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাতিলের কোমর ভেঙে দিয়েছেন।

মুসলিমদের অবিকল্প আদর্শ

মনযূর আহমাদ

নবীজির জীবনী পাঠ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে—প্রত্যেক সাহাবি-ই স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে ভাস্বর ছিলেন। তাদের অভীষ্ট গন্তব্য এক হলেও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রে তাঁরা আকাশের তারকার মতো ছিলেন—একেকটির জ্যোতি ও অবয়ব-অস্তিত্ব ভিন্ন আলোকে ভাস্বর। তাঁরা প্রতিজন কোনো এক শুভ সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমা বলয়ে হাজির হয়েছেন—তাঁর করকমলে নিজেকে সোপর্দ করেছেন।

সিরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত যতটুকু স্থান জুড়ে আছে, তা সাহাবিদের ইসলামের দিকে আবর্তন সম্পর্কিত। এটি তাদের আবর্তন কেন্দ্র। তাই এ কথা বলা যায় যে সিরাতে রাসুল মানে বিস্তৃত এক সময় ও বিপুল আলোকিত মানুষের কাঙ্ক্ষিত কেন্দ্রীয় এক চরিত্র—যাকে বলা হয় 'খুলুকিন আজিম'।

সাফওয়ান আরব ভূখণ্ডেরই একজন লোক, যিনি ২০ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপেক্ষা করেছেন। অন্যদিকে সালমান এ ভূখণ্ডের বাইরের একজন লোক, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাবার জন্য ২০ বছর প্রতীক্ষা করেছেন। তাদের উভয়ের পথ-পরিক্রমা ভিন্ন হলেও যখনই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানতে ও বুঝতে নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন তখনই তাদের জীবন নাটকীয়ভাবে বদলে গিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক প্রভাবের এই তাৎপর্যটি তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরেই ঘটেছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই হালিমার বদান্যতায়, খাদিজার কোমলতায়, আলি ও হামজার আনুগত্যে, আবু বকরের বিশ্বস্ততায়, তালহার সাহসিকতায়, উম্মে সালামার প্রজ্ঞায়, জাফরের ধৈর্যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পরিবর্তনে এবং অবশ্যই আনসারগণের নিঃস্বার্থ উদারতায়।

সিয়ারুস সাহাবা : একটি ভূমিকা

মুসা আল হাফিজ

মহান সেই জামাত সম্পর্কে কী বলা যায়, যাদের সম্পর্কে রব্বে কারিমের ঘোষণা- حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ (আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন)। ঈমান ছিল সাহাবায়ে কেরামের সত্তার সারসত্য। তাদের পছন্দ-অপছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতির চরিত্র নির্দেশক। ঈমান তাদের সত্তায় সুন্দরতম পাপড়িগুলো মেলেছিল। যার সাক্ষ্য রয়েছে আল্লাহর কালামে। তিনি বলেন, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (মহান আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন)। ঈমান যে মাত্রায় তাদের মধ্যে বিভূষিত ছিল, সেই মাত্রায় যাবতীয় মন্দ, পাপাচার, অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির আসক্তি দূরীভূত ছিল তাদের থেকে। সেসব ছিল তাদের কাছে সত্তাগত ঘৃণ্য। সাহাবিদের লক্ষ্য করে যার ঘোষণায় কুরআনের ভাষ্য হলো-وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (তিনি কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন।) অতএব তারাই সত্য ও সঠিকতার সত্যিকার ধারক ও বাহক, নববি হেদায়েতের প্রকৃত প্রতিনিধি। সেই ঘোষণাও দিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক :

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

'তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।'[৫]

তাদের পূর্ববর্তী, পরবর্তী সকলের বিষয়ে আল্লাহর ঘোষণা-وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (আল্লাহ উভয় রকমের সাহাবিদের কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।)[৬] কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সমস্ত কিছুতে তারা সর্বোচ্চ মাত্রায় সন্তুষ্ট, তৃপ্ত ও নিবেদিত। মহান আল্লাহও সন্তুষ্ট তাদের উপর। এটিও ঘোষিত আল্লাহর জবানে- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।) তাদের পরকালীন পুরস্কার

[৫] সুরা হুজুরাত : ৭
[৬] সুরা হাদিদ : ১০

দারুল মুসান্নিফিন শিবলি একাডেমি

পরিচয়, ইতিহাস ও অবদান

গ্রন্থনা
শাব্বীর মুহাম্মদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দারুল মুসান্নিফিন শিবলি একাডেমি ৩৯
প্রতিষ্ঠা : প্রেক্ষাপট ও সূচনা ৩৯
শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন ৪১
মজলিসে ইখওয়ানুস সাফা ৪২
যারা জমি দিয়েছিলেন ৪৩
প্রথম কিতাব প্রকাশের উদ্যোগ ৪৩
প্রচার ৪৩
প্রথম জলসা ৪৪
নাম রেজিস্টার ৪৪
প্রাথমিক অবস্থা ৪৫
পরিচালনা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ৪৫
স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা ৪৫
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৪৬
বৈশিষ্ট্যাবলি ৪৭
মূল্যায়ন ৫০
ইলমি ও তাহকিকি খেদমত ৫২
নিজ দেশে ইসলামের অধিকার আদায় ৫৫
এক নজরে দারুল মুসান্নিফিনের সদস্য-তালিকা ৫৬
প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ৫৬
যারা 'কার্য পরিচালনা পরিষদের প্রধান' ছিলেন ৫৬
যারা 'কার্য নির্বাহী পরিষদের প্রধান' ছিলেন ৫৬
যারা 'নাজেম' ছিলেন ৫৭
যারা 'মুহতামিম' ছিলেন ৫৭

যারা 'রফিক' ছিলেন ৫৭
যারা 'রফিক আজিজ' ছিলেন ৫৮
যারা 'সাহায্যকারী ও শুভানুদ্ধায়ী' ছিলেন ৫৮
যারা 'রোকন' ছিলেন ৫৮
কয়েকটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৬১
দারুল মুসান্নিফিনের উপর লিখিত গ্রন্থাবলি ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারুল মুসান্নিফিনের বিভাগসমূহ : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যপ্রণালী ৬৫
দারুল মুসান্নিফিনের বিভাগ ৬৫
১. সিগায়ে সিরাতে নববি—সিরাত বিভাগ ৬৬
সেমিনার ৬৮
২. দারুত তালিফ ওয়াত তাসনিফ—রচনা-সংকলন বিভাগ ৬৮
কর্মীগণ ৬৯
বার্ষিক রিপোর্ট ৭০
নতুন নেজাম ৭০
ধারাবাহিক কার্যক্রম ৭১
মাওলানা মুঈনুদ্দিন আহমাদ নদভি রহ.-এর যুগ ৭১
সাইয়েদ সবাহুদ্দিন আবদুর রহমান রহ. এর যুগ ৭২
মাওলানা জিয়াউদ্দিন ইসলাহি রহ.-এর যুগ ৭৩
প্রফেসর ইশতিয়াক আহমাদ জিল্লির যুগ ৭৪
৩. সিগায়ে তামিরাত—নির্মাণ বিভাগ : ৭৫
কুতুবখানা নির্মাণ ৭৬
মসজিদ নির্মাণ ৭৮
৪. দারুল কুতুব—কুতুবখানা বা লাইব্রেরি ৮০
হস্তলিখিত দুর্লভ ফারসি গ্রন্থ ৮৫
মিউজিয়াম ৮৭
৫. দারুল ইশাআত—প্রকাশনা বিভাগ ৮৯
৬. দারুত তবাআত—মুদ্রণ বিভাগ ৯১
পুরোনো কিতাবের নতুন এডিশন ৯৩
৭. শোবায়ে মাআরিফ—মাআরিফ পত্রিকা বিভাগ ৯৩

যারা সম্পাদকীয় লিখেছেন ৯৫
মাআরিফের প্রথম সম্পাদনা পরিষদ ১০০
অনলাইন সংস্করণ ১০১
৮. দফতরে ইহতেমাম—অফিস বিভাগ ১০১
৯. শোবায়ে কম্পিউটার—কম্পিউটার বিভাগ ১০৩
ওয়েবসাইট ১০৪
১০. শোবায়ে মুরাসালাত—যোগাযোগ বিভাগ ১০৪

তৃতীয় অধ্যায়

সিয়ারুস সাহাবা এবং দারুল মুসান্নিফিনের বিষয়ভিত্তিক কিছু গ্রন্থ: পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ১০৬
১. সিরাত—নবী চরিত ১০৬
২. সিয়ারুস সাহাবা—সাহাবা চরিত ১০৬
সিয়ারুস সাহাবা : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০৬
সিয়ারুস সাহাবার বৈশিষ্ট্যাবলি ১১০
সাইয়েদ সুলাইমান নদভি রহ. এর মূল্যায়ন ১১০
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ.-এর মূল্যায়ন ১১১
মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানি রহ.-এর মূল্যায়ন ১১২
মাওলানা আব্দুল মাজেদ দারিয়াবাদি রহ.-এর মূল্যায়ন ১১২
৩. মনীষীদের জীবনী ১১৩
৪. তারিখে ইসলাম—ইসলামের ইতিহাস সিরিজ ১১৫
মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দিন আহমাদ নদভি কর্তৃক সংকলিত বিখ্যাত গ্রন্থ ১১৬
৫. তারিখে হিন্দ সিরিজ ১১৮
৬. ইতিহাস দর্শন ১২০
৭. ফিকহশাস্ত্র ১২০
৮. ফালসাফা ও কালাম ১২০
৯. আদাবিয়্যাত—সাহিত্য ১২১
১০. কুরআনবিষয়ক ১২৩
১১. উলুম ও ফুনুন ১২৩
১২. খুতুবাত ও মাকালাত তথা বয়ান ও রচনাসমগ্র ১২৪
১৩. সফরনামা—ভ্রমণসাহিত্য ১২৫

১৪. গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন প্রসঙ্গ ১২৫
১৫. নির্ঘণ্ট ও সূচি ১২৫
১৬. ইংরেজি ১২৬
১৭. আরবি ১২৬
১৮. হিন্দি ১২৬
১৯. ইসলাম ও প্রাচ্যবিদগণ ১২৭
২০. ফতোয়া ও প্রশ্নের জবাব ১২৭
চতুর্থ অধ্যায় ১২৯
আল্লামা শিবলি নোমানি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৩০
জন্ম ১৩০
শিক্ষাজীবন ১৩০
সৃজনশীল কর্মজীবন লেখালেখি ১৩১
শিবলি মঞ্জিল ১৩৪
পিতার মৃত্যু এবং জীবনের নতুন ধাপ ১৩৫
নদওয়ার জীবন ১৩৬
মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ১৩৬
আন-নদওয়া পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ১৩৭
পা কেটে ফেলা ১৩৭
নদওয়াতুল উলামায় অবদান ১৪০
নদওয়ার মধ্যে মতানৈক্য ১৪০
ইস্তফা পরবর্তী জীবন ১৪১
দারুল মুসান্নিফিন ১৪১
রচনাবলি ১৪২
জীবনীবিষয়ক গ্রন্থাবলি ১৪৪
মাওলানা মাসউদ আলি নদভি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৪৫
জন্ম ১৪৫
শিক্ষাজীবন ১৪৫
কর্মজীবন ১৪৫
দারুল মুসান্নিফিনে যোগদান ১৪৫
অভিজাত রুচি ১৪৬
রাজনীতি ১৪৬

আল্লামা শিবলির সাথে গভীর সম্পর্ক ১৪৭
জীবন সায়াহ্নে ১৪৮
আমলি জিন্দেগি ১৪৮
ইন্তেকাল ১৪৯
মাওলানা হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৫০
জন্ম ১৫০
শিক্ষাজীবন ১৫০
দারুল মুসান্নিফিনে যোগদান ১৫০
কুতুবখানার খেদমত ও বর্ণিল জীবন ১৫১
মাদরাসার প্রিন্সিপাল ১৫১
স্বভাব-তবিয়ত ১৫১
হজ পালন এবং হাজি নামে প্রসিদ্ধি লাভ ১৫১
ইংরেজি শিক্ষা ১৫১
হাদিসের পাঠদান ১৫২
রচনাবলি ১৫২
ইন্তেকাল ১৫২
মাওলানা হামিদুদ্দিন ফারাহি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৫৩
নাম ও পরিচয় ১৫৩
শিক্ষাজীবন : প্রথম ধাপ ১৫৩
দ্বিতীয় ধাপ ১৫৩
আরবি-ফারসি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা ১৫৪
সৃজনশীল অবদান মুখর কর্মজীবন : শিক্ষকতা ১৫৪
বড়দের মূল্যায়ন ১৫৪
প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ ১৫৪
ভাইসরয়ের সাথে অনুবাদক হিসেবে সফর ১৫৫
আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ ১৫৫
ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা ১৫৫
লেখালেখি ১৫৫
মাদরাসাতুল ইসলাহে খেদমত ১৫৬
মাওলানা শিবলির সঙ্গে হৃদ্যতা ১৫৬
দারুল মুসান্নিফিনে তার খেদমত ও অবদান ১৫৭

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান ১৫৮
ইন্তেকাল ১৫৯
কুরআনের আশেক মাওলানা ফারাহি ১৫৯
রচনাবলি ১৫৯

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৬২
নাম ১৬২
জন্ম ও বংশ ১৬২
প্রাথমিক শিক্ষা ১৬৩
প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা এবং নদওয়াতে আগমন ১৬৩
ছাত্রজীবনের কিছু সোনালি স্মৃতি ১৬৪
আন-নদওয়া পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ১৬৬
নাদওয়াতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান ১৬৬
আল হেলালে যোগদান ১৬৭
মাকাতিবে শিবলি প্রকাশ ১৬৮
মাআরিফ পত্রিকা প্রকাশ ১৬৯
ইউরোপ ও লন্ডন সফর ১৭০
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ১৭০
হায়াতে শিবলি গ্রন্থ প্রকাশ ১৭৩
হজ আদায় ১৭৪
ইন্তেকাল ১৭৫
মাওলানা আবদুস সালাম নদভি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৭৭
জন্ম ও বংশ ১৭৭
প্রাথমিক শিক্ষা ১৭৭
মাধ্যমিক শিক্ষা ১৭৮
উচ্চতর শিক্ষা ও শিক্ষকতা ১৭৮
সৃজনশীল কর্মজীবন ১৭৮
বড়দের মূল্যায়ন ১৭৯
রচনাবলি ১৮১
স্বভাব-তবিয়ত ও চরিত্র-মাধুর্য ১৮২

ইন্তেকাল ১৮৪
জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ ১৮৪
মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দিন আহমাদ নদভি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৮৬
জন্ম ১৮৬
শিক্ষা ১৮৬
দারুল মুসান্নিফিনে যোগদান ও অবদান ১৮৬
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ ১৮৭
দারুল মুসান্নিফিনের যিম্মাদারি এবং নতুন ব্যবস্থাপনার আবেদন ১৮৭
ব্যবস্থাপনার খসড়া ১৮৭
নাজেম হওয়া এবং সাইয়েদ সাহেবের সম্মতি ১৮৮
বড়দের মূল্যায়ন ১৮৯
নতুন সম্পাদনা পরিষদ গঠন ১৮৯
অতুলনীয় বিনয় ১৮৯
নাজেম হওয়ার পরের খেদমত ও আবেদন ১৯০
রচনাবলি ১৯১
ইন্তেকাল ১৯১
মাওলানা সাঈদ আনসারি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৯২
নাম ও পরিবার ১৯২
শিক্ষাজীবন ১৯২
কর্মজীবন ১৯২
দেশ বিভাগ ও পাকিস্তানের গমন ১৯৩
ইন্তেকাল ১৯৩
রচনাবলি ১৯৩
মাওলানা মুজিবুল্লাহ নদভি রহ. : জীবন ও কর্ম ১৯৫
জন্ম ১৯৫
প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৫
আরবি শিক্ষা ১৯৬
নদওয়াতে ভর্তি ১৯৬
শিক্ষা সমাপন ১৯৭
দারুল মুসান্নিফিনে যোগদান ১৯৭
জামিয়াতুর রাশাদ প্রতিষ্ঠা ১৯৮

তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতা ১৯৮
ইলমি খেদমত ১৯৮
লেখার শৈলী ও বিষয়বস্তু ১৯৯
বড়দের মূল্যায়ন ১৯৯
আন্তর্জাতিক সেমিনার ২০০
গ্রন্থাবলি ২০০
ইন্তেকাল ২০১
হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম সিদ্দিকি নদভি: জীবন ও কর্ম ২০২
জন্ম ২০২
শিক্ষাজীবন ২০২
ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ ২০২
দেশ পরিবর্তন ২০৩
তার জীবনে শাহ মুঈনুদ্দিন নদভির অবদান ২০৩
যাদের মূল্যায়নে তিনি ধন্য হয়েছেন ২০৪
তাবে-তাবেয়িদের জীবনচরিত রচনা ২০৪
গ্রন্থাবলি ২০৫
নির্ঘণ্ট ২০৭

সিয়ারুস সাহাবা

দ্বিতীয় খণ্ড

(খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনকথা)

রচনা ও বিন্যাস
মাওলানা হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি রহ.
সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
অনূদিত

ইত্তিহাদ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

পরকথা, সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর চলার জন্য শুধু কুরআন বা হাদিস যথেষ্ট নয়; বরং এর পাশাপাশি রিজালুল্লাহর সংশ্লেষ জরুরি। অন্যথায় পদস্খলনের আশঙ্কা রয়েছে বেশ। রিজালুল্লাহর সোহবত এবং তাদের মাসলাক-মানহাজ থেকে যে ব্যক্তি দূরত্ব অবলম্বন করবে, তাদের তাবিল ও তাফসিরের প্রতি নাক সিটকাবে, সে সুনিশ্চিত গোমরাহির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। যদি আমরা আমাদের যাপিত ইসলামের প্রতিই দৃষ্টি দিই, তাহলে বিষয়টি সহজে বুঝতে পারব। দেখতে পাব, তা এসেছে সোনালি তিন প্রজন্মের মাধ্যমে। যাদের এক প্রজন্ম অপর প্রজন্ম থেকে কুরআন-হাদিসের মূল টেক্সট গ্রহণ করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাও শিখেছেন। তারা কেউই রিজাল বাদ দিয়ে এবং তাদের মাসলাক-মানহাজ উপেক্ষা করে সরাসরি কুরআন-হাদিস নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেননি।

এ সোনালি ধারার প্রথম প্রজন্ম সাহাবিগণ সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন-হাদিস শিখেছেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বদৌলতে যে স্বচ্ছ বোধ লাভ করেছেন, সেই আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রজন্ম–তাবেয়িগণ কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবিদের ব্যাখ্যার আলোকে ইজতিহাদ করে উদ্ভূত নতুন নতুন বিষয় সমাধানের এক চমৎকার ধারা তৈরি করে দিয়েছেন। তৃতীয় প্রজন্ম– তাবে-তাবেয়িগণ এ ধারাকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। তারা ঈমান-আকিদা, ইবাদাত-লেনদেন, রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতিসহ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের খুঁটিনাটি বিষয়ের সুসংকলিত একটি রূপ দিয়েছেন। বর্তমানে ইসলামের প্রতিটি অধ্যায়ের যে সুবিন্যস্ত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা তাদেরই অবদান।

সূচিপত্র

গ্রন্থ পরিচিতি **২১**
লেখকের ভূমিকা **২৪**

খলিফাতুর রাসুল আবু বকর সিদ্দিক রা.

নাম ও বংশ ৩৩
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর পিতা ৩৩
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর মাতা ৩৪
ইসলাম-পূর্ব জীবন ৩৫
ইসলাম গ্রহণ ৩৫
ইসলাম প্রচার ৩৬
মক্কি-জীবন ৩৭
হাবাশায় হিজরতের ইচ্ছা ও প্রত্যাবর্তন ৩৮
মদিনায় হিজরত ও নবীজির খেদমত ৪০
ভ্রাতৃবন্ধন ৪৫
মসজিদ নির্মাণ ৪৫
গাজওয়া ৪৬
বদর যুদ্ধ ৪৬
উহুদ যুদ্ধ ৪৭
বনু মুস্তালিক যুদ্ধ এবং ইফকের ঘটনা ৪৮
হুদাইবিয়ার ঘটনা ৫০
হজের নেতৃত্ব প্রদান ৫২
সিদ্দিকে আকবার রা.-এর খেলাফত **৫৩**
সাকিফায়ে বনু সায়েদা ৫৫
আলি রা.-এর বাইয়াত ৫৭
খেলাফত **৫৮**
উসামা ইবনে জায়েদ রা.-এর অভিযান ৫৮

নবুওয়াত দাবিদারদের দমন ৫৯
মুরতাদদের দমন ৬০
জাকাত অস্বীকারকারীদের সতর্কীকরণ ৬১
কুরআন সংকলন ও বিন্যস্তকরণ ৬১
একটি ভ্রান্তি নিরসন ৬২
কুরআনের আয়াত নবীযুগেই ধারাবাহিকভাবে সংকলিত হয়েছিল ৬২
সিদ্দিক রা. কুরআনের বিক্ষিপ্তাংশকে একটি কিতাবে রূপ দিয়েছিলেন ৬৩
কতদিন পর্যন্ত সিদ্দিক রা.-এর এই সহিফা সংরক্ষিত ছিল? ৬৩
বিজয়সমূহ ৬৪
ইরাক যুদ্ধ ৬৬
শাম অভিযান ৬৭
বিবিধ বিজয় ৬৮
মৃত্যুশয্যা এবং উমর ফারুক রা.-এর স্থলাভিষিক্তি ৬৮
কীর্তি ও অবদান ৭১
খেলাফতব্যবস্থা ৭২
রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিমালা ৭২
শাসকদের নেগরানি ৭৪
শাস্তি ও দণ্ডবিধি ৭৫
আর্থিক বিষয়াদি ৭৭
সামরিক ব্যবস্থাপনা ৭৮
সৈন্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ ৭৮
যুদ্ধ সরঞ্জামের ব্যবস্থাকরণ ৭৯
সেনাছাউনি পর্যবেক্ষণ ৭৯
বিদআতের দ্বার রুদ্ধকরণ ৮০
হাদিসের খেদমত ৮০
ফাতাওয়া বিভাগ ৮১
ইসলাম প্রচার-প্রসার ৮২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়াদা পূরণ ৮৩
আহলে বায়াতের প্রতি সদাচরণ ৮৩
অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ৮৪
ফজিলত ও মর্যাদা ৮৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার অবস্থান ৮৬

ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব ৮৮
কাব্যপ্রীতি ৮৮
ভাষণ ৮৯
বংশজ্ঞান ৯০
স্বপ্নের ব্যাখ্যা ৯১
ইলমুত তাফসির ৯২
হাদিস ৯৪
ইমামত ও ইজতিহাদ ৯৫
ইজতিহাদের নীতিমালা ৯৫
কিয়াসি মাসআলা-মাসাইল বের করার ক্ষেত্রে তার ভীতি ৯৬
একটি কিয়াসি মাসআলা ৯৬
আখলাক ও অভ্যাস ৯৮
তাকওয়া তথা খোদাভীতি ৯৮
জুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা ১০০
বিনয় ১০১
আল্লাহর রাস্তায় দান ১০৩
সৃষ্টির সেবা ১০৫
ধর্মীয় জীবন ১০৬
পারিবারিক জীবন ১০৭
আতিথ্য ১০৭
পোশাক ও খাবারদাবার ১০৭
জীবিকানির্বাহ ১০৮
জায়গির ১০৯
শারীরিক গঠন ১০৯
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ১০৯

আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক রা.

নাম ও বংশ ১১০
ফারুকে আজম রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ১১১
ইসলাম গ্রহণ ১১৬
হিজরত ১২০
যুদ্ধ এবং অন্যান্য অবস্থা ১২২

খেলাফত ও বিজয়াভিযান ১২৯
ইরাক বিজয় ১২৯
কাদিসিয়ার চূড়ান্ত যুদ্ধ ১৩৪
ব্যাপক সেনা অভিযান ১৩৭
শামের বিজয় ১৩৮
ইয়ারমুকের ময়দান এবং শামের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণ ১৩৯
বাইতুল মাকদিস ১৪১
বাইতুল মাকদিস সফর ১৪১
বিচ্ছিন্ন কতিপয় যুদ্ধ ও বিজয় ১৪২
মিসর বিজয় ১৪২
শাহাদাত ১৪৩
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ১৪৪
ফারুকে আজমের অবদান **১৪৫**
একনজরে বিজয়সমূহ ১৪৫
খেলাফতব্যবস্থা ১৪৬
জবাবদিহিতা ১৫০
রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ১৫৩
বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ১৫৫
নির্মাণ ও স্থাপনা ১৫৬
আবাসনব্যবস্থা ১৫৭
বসরা ১৫৭
কুফা ১৫৮
ফুসতাত ১৫৮
মুসেল ১৫৯
জিজাহ ১৫৯
সামরিক ব্যবস্থাপনা ১৫৯
ধর্মীয় অবদান ১৬৩
বিবিধ ব্যবস্থাপনা ১৬৬
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ১৬৮
ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৭০
আখলাক ও আচার-আচরণ ১৭৪
আল্লাহ তায়ালার ভয় ১৭৪

নবীজির ভালোবাসা এবং সুন্নাতের অনুসরণ ১৭৬
দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টি ১৮০
বিনয় ও নম্রতা ১৮৬
কঠোরতা ও নম্রতা ১৮৭
ক্ষমা ১৯০
জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ১৯১
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ১৯২
সমতা রক্ষা ১৯৩
আত্মমর্যাদাবোধ ১৯৩
পারিবারিক জীবন ১৯৪

আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনে আফফান জুননুরাইন রা.

নাম ও বংশ ১৯৬
ইসলাম গ্রহণ ১৯৭
বিয়ে ১৯৮
হাবশায় হিজরত ১৯৮
মদিনার পথে ১৯৯
রুমা কূপ ক্রয় ১৯৯
যুদ্ধ ও অন্যান্য অবস্থা ২০০
বদর যুদ্ধ এবং রুকাইয়া রা.-এর অসুস্থতা ২০০
উহুদ যুদ্ধ ২০২
অন্যান্য যুদ্ধ ২০২
দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন ২০৩
তাবুক যুদ্ধ এবং জাইশুল উসরার ব্যবস্থাপনা ২০৪
খেলাফত ও বিজয় ২০৬
ত্রিপোলি বিজয় ২০৮
আফ্রিকা বিজয় ২০৯
স্পেনে অভিযান ২০৯
আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহকে পুরস্কার প্রদান ২০৯
কুবরুস (সাইপ্রাস) বিজয় ২১০
বসরার গভর্নরের পদচ্যুতি ২১১
তাবারিস্তান বিজয় ২১১

বিশাল সমুদ্র যুদ্ধ ২১২
বিবিধ বিজয় ২১৩
বিদ্রোহের প্রচেষ্টা এবং উসমান রা.-এর শাহাদাত ২১৩
বিশৃঙ্খলা বন্ধ ও সংশোধনের শেষ প্রয়াস ২৩২
কুফার ফেতনাবাজ লোকদের মনস্তুষ্টি ২৩৩
অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী প্রতিনিধিদল ২৩৪
বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ২৩৪
খেলাফত থেকে পদত্যাগের দাবি ২৩৬
অবরোধ ২৩৬
উসমান রা. কর্তৃক বিদ্রোহীদের বোঝানোর প্রয়াস ২৩৭
প্রাণোৎসর্গকারী সাথি-সঙ্গীদের পরামর্শ এবং অনুমতি প্রার্থনা ২৩৯
শাহাদাতের প্রস্তুতি ২৪০
শাহাদাত ২৪১
উসমান রা.-এর জন্য শোকাহত মুসলিম বিশ্ব ২৪৮
হজরত উসমান রা. কীর্তি ও অবদান ২৫০
একনজরে বিজয়সমূহ ২৫০
বিজয়ের পরিধি সম্প্রসারণ ২৫১
খেলাফতব্যবস্থা ২৫১
গভর্নরদের মজলিসে শুরা ২৫২
প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ২৫২
ক্ষমতা বণ্টন ২৫৩
গভর্নরদের জবাবদিহিতা ২৫৩
রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাব্যবস্থা ২৫৪
বাইতুল মাল ২৫৪
নির্মাণ প্রকল্প ২৫৪
মাহজুর বাধ ২৫৫
মসজিদে নববি নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ২৫৫
সামরিক ব্যবস্থা ২৫৬
নৌ-অভিযান ২৫৭
ধর্মীয় অবদান ২৫৭
শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি ২৫৯

পড়ালেখা ২৫৯
ওহি লিপিবদ্ধকরণ ২৫৯
লেখার শৈলী ২৫৯
ভাষণ ২৬০
কুরআনুল কারিম ২৬১
হাদিস শরিফ ২৬১
ফিকহ ও ইজতিহাদ ২৬২
ফারায়েজশাস্ত্র ২৬৪
আচার-ব্যবহার ২৬৪
তাকওয়া (খোদাভীতি) ২৬৫
নবীজির প্রতি ভালোবাসা ২৬৫
নবীজির প্রতি সম্মান ২৬৫
সুন্নাতের অনুসরণ ২৬৬
লজ্জা ২৬৭
দুনিয়াবিমুখতা ২৬৭
বিনয় ২৬৭
আত্মত্যাগ ২৬৮
দানশীলতা ২৬৮
নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সদাচার ২৬৯
ধৈর্য ও ক্ষমা ২৭০
ধর্মীয় জীবন ২৭০
ব্যক্তিগত অবস্থা ২৭১
বাসস্থান ২৭১
জীবিকানির্বাহ ২৭১
জায়গির ২৭১
কৃষি ২৭১
খাবারদাবার ২৭২
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ২৭২
পোশাক-আশাক ২৭২
গঠনাকৃতি ২৭২
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ২৭২

আমিরুল মুমিনিন আলি মুরতাজা রা.

নাম ও বংশ ২৭৪
ইসলাম গ্রহণ ২৭৬
মক্কিজীবন ২৭৬
দাওয়াত প্রদান ২৭৭
হিজরত ২৭৯
প্রাণ উৎসর্গের বিরল দৃষ্টান্ত ২৭৯
মসজিদ নির্মাণ ২৮০
যুদ্ধ ও অন্যান্য অবস্থা ২৮১
বদর যুদ্ধ ২৮১
ফাতেমা রা.-এর সঙ্গে বিয়ে ২৮২
ফাতেমা রা. আলি রা.-এর ঘরে ২৮২
উপঢৌকন ২৮২
ওলিমার দাওয়াত ২৮৩
উহুদ যুদ্ধ ২৮৩
বনু নাজির ২৮৪
খন্দক যুদ্ধ ২৮৪
বনু কুরায়জা ২৮৪
বনু সাআদকে দমন ২৮৫
হুদাইবিয়া সন্ধি ২৮৫
খায়বার বিজয় ২৮৬
মারহাব ২৮৬
মক্কা বিজয় ২৮৭
একটি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ২৮৯
হুনাইন যুদ্ধ ২৯০
আহলে বাইতের হেফাজত ২৯০
নবীজি সা.-এর নির্দেশ প্রচার ২৯০
ইয়ামানে ইসলাম প্রচার ২৯১
বিদায় হজে অংশগ্রহণ ২৯১
হৃদয় ছেঁড়া বেদনা ২৯২
প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর হাতে বাইয়াত হতে বিলম্বের কারণ ২৯২
খেলাফতের বাইয়াত ২৯৫

কিসাসের দাবিতে আয়েশা রা. ২৯৬
ইরাক সফর ২৯৭
হাসান রা.-এর কুফা সফর ২৯৮
জঙ্গে জামাল ২৯৯
সন্ধি প্রস্তাব ৩০৩
জঙ্গে সিফফিন ৩০৪
পানি নিয়ে দ্বন্দ্ব ৩০৪
যুদ্ধের ময়দানে সন্ধির সর্বশেষ প্রচেষ্টা ৩০৬
যুদ্ধের সূচনা ৩০৭
খারেজি দলের বুনিয়াদ ৩১০
সালিশের ফলাফল ৩১১
খারেজিদের অবাধ্যতা ৩১৩
নাহরাওয়ান যুদ্ধ ৩১৪
মিসরের সমস্যা ৩১৫
বিদ্রোহের মূলোৎপাটন ৩১৭
কিরমান ও পারস্যের বিদ্রোহ দমন ৩১৭
বিজয়ধারায় বাধা ৩১৭
হজরত আলি রা.-এর শাহাদাত ৩১৮
কীর্তি ও অবদান ৩১৯
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ৩১৯
গভর্নরদের নেগরানি ৩২০
কর বিভাগ ৩২১
প্রজাদের সঙ্গে সদাচার ৩২১
সামরিক ব্যবস্থাপনা ৩২১
ধর্মীয় অবদান ৩২২
তাজির (সতর্কতামূলক শাস্তি) ৩২৪
শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি ৩২৪
তাফসির ও উলুমুল কুরআন ৩২৫
হাদিসশাস্ত্র ৩২৭
ফিকহ ও ইজতিহাদ ৩২৯
বিচারকার্য ৩৩২
হেকমত ও রহস্যবিদ্যা ৩৩৭

তাসাউফ ৩৩৯
ভাষণ ও খুতবা ৩৪০
কাব্য ৩৪২
ইলমে নাহুর উদ্ভাবন ৩৪২
আখলাক ও ব্যক্তিগত জীবন ৩৪৩
বিশ্বস্ততা ও দীনদারি ৩৪৩
দুনিয়াবিমুখতা ৩৪৪
ইবাদত-বন্দেগি ৩৪৬
আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা ৩৪৭
বিনয় ৩৪৮
বীরত্ব ও সাহসিকতা ৩৪৮
শত্রুদের প্রতি সদাচার ৩৫০
সঠিক মতামত ৩৫১
পারিবারিক জীবন ৩৫৮
খাবারদাবার ও পোশাক-আশাক ৩৬০
শারীরিক গঠন ৩৬১
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ৩৬১
গ্রন্থপঞ্জি ৩৬৩
হাদিসের কিতাব ৩৬৩
তারাজিম, তাবাকাত, তারিখ ও অন্যান্য কিতাব ৩৬৫

গ্রন্থ পরিচিতি

দারুল মুসান্নিফিন থেকে ইতিপূর্বে সিরাতুন্নবী বের হয়েছে। দারুল মুসান্নিফিনের দায়িত্বশীলগণ সিরাতের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের জীবনী গ্রন্থনার উদ্যোগ নেন। কেননা তারা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদীক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদের জীবনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চিত্র মুসলমানদের সামনে ফুটিয়ে তোলা ছিল দারুল মুসান্নিফিনের দায়িত্বশীলগণের উদ্দেশ্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কিছু সাথি এ পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে একে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন।

মোটাদাগে সাহাবিগণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, মুহাজিরিন ও আনসার। এই ভিত্তিতেই আমরা সিয়ারুল মুহাজিরিন ও সিয়ারুল আনসার নামে দুই অংশে সাহাবিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। আনসার সাহাবিগণের জীবনী কয়েক বছর পূর্বে দুই খণ্ডে 'সিয়ারুল আনসার' নামে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি নারী মুহাজির ও নারী আনসার সাহাবিগণের জীবনীও আলাদা খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের দীনি, চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনাচার-সংক্রান্ত দুই খণ্ডের একটি সংকলন 'উসওয়ায়ে সাহাবা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

মোটকথা, ইতিপূর্বে সাহাবিগণ সম্পর্কে দারুল মুসান্নিফিন থেকে নিম্নোক্ত খণ্ডগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

১. **সিয়ারুল আনসার (প্রথম খণ্ড) :** এতে আরবি হরফের ক্রমধারা অনুযায়ী আলিফ থেকে সিন পর্যন্ত সকল প্রসিদ্ধ আনসার সাহাবিদের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। শুরুতে তাদের ইসলাম-পূর্ব যুগের জীবনেতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।[৫]

[৫] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র পঞ্চম খণ্ড।

২. **সিয়ারুল আনসার (দ্বিতীয় খণ্ড) :** এতে আরবি অক্ষর শিন থেকে ইয়া পর্যন্ত তাবৎ শীর্ষ আনসার সাহাবির জীবনী আলোচিত হয়েছে।[৬]

৩. **সিয়ারুস সাহাবিয়াত :** এতে মুহাজির ও আনসার-নির্বিশেষে সকল নারী সাহাবির জীবনী আলোচিত হয়েছে।[৭]

৪. **উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম খণ্ড) :** এতে সাহাবিগণের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, আচার-ব্যবহার এবং তাদের মর্যাদার বাস্তব উদাহরণসহ সংকলিত করা হয়েছে।[৮]

৫. **উসওয়ায়ে সাহাবা (দ্বিতীয় খণ্ড) :** এতে সাহাবিগণের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, পাঠদান, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কীর্তি ও অবদানসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।[৯]

আমাদের সহকর্মী বন্ধু হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি সাহেব মুহাজিরদের অবস্থা, জীবনী-বিন্যাস ও সংকলনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেন। কিন্তু অর্ধেক কাজ শেষ হতে না হতেই নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানার সূচি তৈরির জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়। সেখান থেকে ভাগ্য তাকে এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল পাঠাগারের অধীনে প্রথমে কলকাতা ও এরপর পাবলিক ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি পাটনায় নিয়ে যায়। দায়িত্বের ধকল তাকে সিয়ারুল মুহাজিরিনের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে দেয়নি। অগ্যতা অসমাপ্ত অবস্থায়ই এ দায়িত্বটি ছেড়ে দিতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য; ঘটনাচক্রে অসমাপ্ত কাজটি আঞ্জাম দিতে তারই নামের এক মাদরাজি ভাইকে আমরা পেয়ে যাই। তিনি দক্ষতার সঙ্গে পুর্ণোদ্দমে এই কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

সিয়ারুল মুহাজিরিন ইনশাআল্লাহ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এখন 'খুলাফায়ে রাশেদিন' নামে প্রথম খণ্ডটি আপনাদের সামনে রয়েছে। মহান এই চার সাহাবির জীবনী ইসলামি ইতিহাসে ভিন্ন মর্যাদার দাবি রাখে। তাই এ খণ্ডে অন্য কোনো মুহাজির সাহাবির জীবনালোচনা করা হয়নি। অন্যদের জীবনালোচনার মতো এখানে হরফ-ক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এ খণ্ডে উঠে এসেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিক– তাদের জীবনাচার, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য। পাশাপাশি চলে এসেছে তাদের আমলের রাষ্ট্রীয়

[৬] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র ষষ্ঠ খণ্ড।
[৭] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র একাদশ খণ্ড।
[৮] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র নবম খণ্ড।
[৯] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র দশম খণ্ড।

এবং প্রশাসনিক ইতিহাসও। তাই এই গ্রন্থটি খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনী হওয়ার পাশাপাশি তাদের পরিপূর্ণ ইতিহাসও বটে।

লেখক যথাসম্ভব হাদিসের গ্রন্থাদি থেকেই সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হাদিসের গ্রন্থে কোনো বিষয় না পেলে তিনি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি–আখবারুত তিওয়াল, তারিখে তাবারি, তারিখে ইবনে আসির, তারিখে ইবনে খালদুন ও তারিখুল খুলাফা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তবে তিনি তুলনামূলকভাবে ইতিহাস থেকে সাহায্য খুব কম নিয়েছেন।

সাইয়েদ সুলাইমান নদভি
নাজেম, দারুন মুসান্নিফিন
৫ই সফর, ১৩৪৬ হিজরি

লেখকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক নবীগণের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পবিত্র পরিবার-পরিজন ও খুলাফায়ে রাশেদিনের উপর।

খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনালোচনা অধ্যয়নের পূর্বে খেলাফতে রাশেদার মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত। খেলাফতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থলাভিষিক্ততা, কারও শূন্যস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া। শব্দটি নিজেই এভাবে তার মর্ম প্রকাশ করছে যে, সে হচ্ছে একটি মৌলের ছায়া, আয়নার প্রতিবিম্ব এবং কোনো দায়িত্বের প্রতিনিধি। খেলাফতকে ইমামত শব্দেও ব্যক্ত করা হয়। 'ইমাম ও খলিফা' শব্দ দুটি একই ব্যক্তির ভিন্ন দুটি অবস্থান ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি পূর্ববর্তী কারও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খলিফা; আর আপন অনুসারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম। এর ভিত্তিতে বলা যায়—খেলাফত ও ইমামত প্রকৃতপক্ষে নবীদের স্থলাভিষিক্তি এবং তাদের অবর্তমানে উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদান। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'তোমাদের আগে বনি ইসরাইলের নবীগণ রাষ্ট্রপরিচালনা করতেন। এক নবী মারা গেলে অপর নবী জন্ম নিতেন। কিন্তু এখন নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ; এখন তোমাদের মধ্যে (নেতা হবেন) খলিফাগণ।'[১০]

এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, খেলাফত হলো নবীদের স্থলাভিষিক্ততা ও প্রতিনিধিত্ব। ইসলামে নবুওয়াতের পর এটিই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। এ কারণে যেসব ক্ষেত্রে নবীর নির্দেশনা অনুপস্থিত, সেখানে উম্মাহর জন্য খলিফাগণ অবশ্য-আনুগত্যনীয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পর তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাদের অনুসরণ করবে।'[১১]

---

[১০] সহিহ বুখারি : ৩৪৫৫; সহিহ মুসলিম : ১৮৪২

[১১] জামে তিরমিজি : ২৬৭৬; সুনানে আবু দাউদ : ৪৬০৭; ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

এজন্য খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার মধ্যে পরিচালনাগত বিষয়ের তুলনায় ইলম, আখলাক, ফজিলত, মর্যাদা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো তালাশ করা উচিত। আমাদের আলোচ্য চার খলিফার জীবনীতে রয়েছে এসবের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা।

ইসলামে খেলাফতের দায়িত্ব এতই বিস্তর ও সর্বব্যাপী যে, পার্থিব, অপার্থিব সব বিষয়ই এর আওতাধীন। তবে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে, নবীদের কাজ প্রতিষ্ঠা করা ও বহাল রাখা। অবাঞ্ছিত সবকিছু থেকে একে পবিত্র রাখা। এর প্রবৃদ্ধি ঘটানো। এ কথাগুলো যে বাক্যে ধারণ করা যায় সেটি হচ্ছে 'একামতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠা। শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর মধ্যে সকল দীনি ও দুনিয়াবি বিষয় চলে আসে। ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান যেমন, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সৎকাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ, জিহাদ, বিচারক-নিয়োগ, দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন, ওয়াজ-নসিহত, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেই ব্যয় হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন। এ উদ্দেশ্য পূরণেই নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দেন তার পরবর্তী খলিফাগণ। তবে শুধু খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগেই নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তি নির্ধারিত ছিলেন। যেমন, নামাজের ইমামতি, সদকা ও জাকাত উসুল, মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান, বিচার বিভাগ পরিচালনা ও কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নির্ধারিত ছিলেন। কিন্তু খেলাফতের সংজ্ঞা উল্লিখিত সকল বিষয়কে সমন্বিত করে থাকে। উক্ত দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে আলাদাভাবে যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, একজন খলিফার মধ্যে একসঙ্গে সবগুলো গুণ থাকা দরকার। এই বাহ্যিক গুণাবলির পাশাপাশি রুহানি যোগ্যতাও থাকা উচিত। যার মাধ্যমে তারা পূর্ণ উদ্যমতার সঙ্গে নবীদের শিক্ষাদীক্ষা ও নুর বহাল রাখতে পারেন। নবীগণ যাদের মধ্যে এই ধরনের যোগ্যতা দেখে থাকেন, ইশারা-ইঙ্গিতে তাদেরকে আপন খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করে থাকেন।

যুগের পরিবর্তন ও অবস্থার ভিন্নতা–মাত্র চল্লিশ বছর পর থেকেই ইসলামের আসল অবয়ব বদলে ফেলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে খেলাফত এমনসব লোকের হাতে চলে যেতে থাকে, যারা আসলে ভেতরগত ও আধ্যাত্মিকভাবে দায়িত্বের খুব বেশি উপযুক্ত ছিলেন না। যাদেরকে বাহ্যিক বিশ্বস্ত, দীনদার,

পবিত্র চরিত্রের অধিকারী দেখেই খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। অপরদিকে, একজন নবীর দৃষ্টি শুধু এসকল বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ব্যক্তির মধ্যকার আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও গুণাবলির প্রতিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তিনি এসব গুণাবলির ভিত্তিতেই বিভিন্ন ব্যক্তিদের ব্যাপারে খেলাফতের ইঙ্গিত প্রদান করে থাকেন। এর ভিত্তিতেই কুরআন-হাদিসে এমন কিছু ইঙ্গিত-ইশারা পাওয়া যায়; যার মাধ্যমে বুঝা যায়—সাহাবিগণই হবেন নববি খেলাফতের উত্তম নমুনা। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত,

'আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকেই সর্বোত্তম পান। তাই তাকে নবী নির্বাচন করে পাঠান। এরপর তিনি বান্দাদের প্রতি নজর দিলে সাহাবিদের অন্তরকে সর্বোত্তম পান। তাই তাদেরকে নবীর সাথি হিসেবে নির্বাচন করেন। যারা তার ধর্মের হেফাজতের জন্য যুদ্ধ করে থাকেন।'[১২]

বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই খলিফা ছিলেন না; বরং নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলির অধিকারী সাহাবায়ে কেরামই হয়েছেন খলিফা। সেসব গুণাবলির অধিকারীগণই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তার রাসুলের খলিফা ছিলেন। তারাই নির্দেশিত সঠিক পন্থায় খেলাফত পরিচালনা করেছেন। খেলাফত পরিচালনার জন্য ব্যক্তির মধ্যে বেশকিছু গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। কুরআন-হাদিসের আলোকে সেসব গুণাবলির কয়েকটা উল্লেখ করা হলো।

ক. খলিফা হবেন হিজরতে অগ্রগামী সাহাবিগণ। যারা হুদাইবিয়ার সন্ধি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যেমন বদরের যুদ্ধ ও তাবুক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

খ. যারা সুরা নুর অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা শুরুর দিকে হিজরতকারীদের ব্যাপারে বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

'যাদেরকে আমি জমিনে শাসনক্ষমতা প্রদান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে।'[১৩]

---

[১২] মুসনাদে আহমাদ : ৩৬০০, হাসান।

[১৩] সুরা হজ : ৪১

এসব বিষয়ই খেলাফতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, আর যারা তার সঙ্গে রয়েছেন তারা (আল্লাহর নাফরমান) কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর।'[১৪]

এই আয়াত প্রমাণ করে, এদের মাধ্যমে ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর দীন ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কাজটি সম্পন্ন হবে। যা খেলাফতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ. যারা সুরা নুর অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিলেন তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

'যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, অবশ্যই তিনি ভূপৃষ্ঠে তাদেরকে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন। তিনি তাদের জন্য যে ধর্ম পছন্দ করেছেন, তাকে শক্তিশালী করবেন।'[১৫]

আয়াতে مِنْكُمْ শব্দ দ্বারা কেবল তারাই উদ্দিষ্ট, যারা তখন সেখানে ছিলেন। সাধারণ যেকোনো মুমিন উদ্দেশ্য হবে না। কেননা, তা উদ্দেশ্য হলে 'তোমাদের মধ্যে' শর্তটি অর্থহীন হয়ে যায়। মোটকথা, এই আয়াত প্রমাণ করে, আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের এই বিশেষ শ্রেণির বেলায়ই খেলাফতের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এদের মাধ্যমেই তিনি দীনকে মজবুত করবেন। বদর ও তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদার বর্ণনায়ও এমন কতিপয় আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়—খেলাফতের জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার, তাদের মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান ছিল।

১. যিনি খলিফা হবেন, তিনি হবেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

২. তিনি গোটা উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণি তথা সিদ্দিক, শহিদ, সালেহ ও মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। জান্নাতে হবেন সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

[১৪] সুরা ফাতহ : ২৯

[১৫] সুরা নুর : ৫৫

৩. তার সঙ্গে রাসুলের আচার-আচরণ হবে ঠিক তেমন, যেমনটি একজন খলিফার সঙ্গে হওয়ার কথা। যেমন, তিনি তার ব্যাপারে বিভিন্ন ইঙ্গিত প্রদান করে গিয়েছেন। যার মাধ্যমে বিচক্ষণ সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পেরেছেন যে, নবীজি কাউকে খলিফা বানালে তাকেই বানাতেন। কারণ তিনি তার জীবদ্দশায় নবুওয়াতি কাজ সম্পাদন করেছেন।

৪. আল্লাহ তার রাসুলের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন, তার মাধ্যমে পূর্ণতা পাবে।

৫. তার কথা হবে দলিলের পর্যায়ভুক্ত।

পৃথকভাবে এসব গুণ অন্যান্য সাহাবির মধ্যে পাওয়া গেলেও সামষ্টিকভাবে তা শুধু খলিফা চতুষ্টয়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এসবের একটি গুণও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল না। তারা ছিলেন প্রথম সারির মুহাজির। ছিলেন হুদাইবিয়ার সন্ধিসহ বদর, উহুদ ও তাবুকের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। ছিলেন সুরা নুর অবতীর্ণকালের সারথি। ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। সর্বোপরি উম্মাহর সকল শ্রেণির মর্যাদার শীর্ষে।

হাদিসে এসেছে, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, তালহা ও জুবায়ের রা.-কে নিয়ে একটি পাহাড়ে আরোহণ করেন। তখন পাহাড়টি কম্পন শুরু করলে তিনি বলেন, থামো হে! তোমার উপর তো রয়েছেন নবী, সিদ্দিক ও শহিদগণ।[১৬]

খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রত্যেকের ব্যাপারেও আলাদাভাবে এই ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়—তারা ছিলেন উম্মাহর মধ্যে মর্যাদায় সবার শীর্ষে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রা. সম্পর্কে বলেছেন, 'তুমি কি আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি নও? তুমি হবে হাওজে কাউসারে আমার সাথি। তুমি ছিলে আমার গারে সাওরের সঙ্গী।'[১৭]

উমর ফারুক রা.-এর ব্যাপারে বলেছেন, 'পূর্ববর্তী জাতিসমূহে মুহাদ্দিসগণ (আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরে হক ঢেলে দিয়ে থাকেন) ছিলেন, আমার

[১৬] সহিহ মুসলিম : ২৪১৭; জামে তিরমিজি : ৩৬৯৬; মুসনাদে আহমাদ : ৯৪৩০

[১৭] সুনানে আবু দাউদ : ৪৬৫২; জামে তিরমিজি : ৩৬৭০

উম্মতের কেউ যদি মুহাদ্দিস হয়ে থাকে, তাহলে সে হবে উমর।[১৮] কুরআনের বেশ কটি আয়াত উমরের অভিমতের অনুকূলে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলোও প্রমাণ করে, সত্যিই হজরত উমর রা. ছিলেন উল্লিখিত হাদিসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি।[১৯]

উসমান রা.-এর ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফেরেশতারা যার প্রতি লজ্জাবোধ করে, আমি কি তার প্রতি লজ্জাবোধ করব না? প্রত্যেক নবীর একজন সঙ্গী থাকে, জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে উসমান।'[২০]

একইভাবে আলি রা. সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমার কি এটা পছন্দ নয় যে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে হারুনের সঙ্গে মুসার সম্পর্কের মতো? আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝান্ডা প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলও তাকে ভালোবাসেন।'[২১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে এমন গুণাবলি উল্লেখ করেছেন, যা প্রমাণ করে—তারাই ছিলেন খেলাফতের প্রকৃত হকদার। যেমন, তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর, আল্লাহর হকের বিষয়ে সর্বাধিক সত্যকণ্ঠ উমর, সবচেয়ে লজ্জাশীল উসমান এবং সবচেয়ে বড় বিচারক আলি ইবনে আবু তালেব।'[২২]

হাদিসে বলা হয়েছে, 'তোমরা আবু বকরকে আমির নির্ধারণ করলে তাকে দেখতে পাবে, তিনি দুনিয়াকে সর্বাধিক তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আখেরাতের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। উমরকে আমির বানালে তোমরা তাকে এমন দৃঢ়চেতা বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে পাবে, যে আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারের পরোয়া করে না। যদি আলিকে আমির বানাও (তবে আমার মনে হয় না তোমরা এমনটি করবে), তাহলে তোমরা তাকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবেই পাবে।[২৩]

---

[১৮] সহিহ বুখারি : ৩৪৬৯, ৩৬৮৯; মুসনাদে আহমাদ : ৮৪৬৮

[১৯] হজরত উমর রা.-এর জীবনীতে তার বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

[২০] সহিহ মুসলিম : ২৪০১; মুসনাদে আহমাদ : ৫১৪

[২১] সহিহ মুসলিম : ২৪০৪; সহিহ বুখারি : ৪৪১৬

[২২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৫৪; জামে তিরমিজি : ৩৭৯০; জামে তিরমিজিতে আলি রা.-এর প্রসঙ্গ আসেনি। সহিহ বুখারিতে (৪৪৮১) হজরত উমর রা. থেকে আলি রা.-এর প্রসঙ্গটি এসেছে 'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলি রা.' শব্দে।

[২৩] মুসনাদে আহমাদ : ৮৫৯; মুসতাদরাকে হাকেম : ৪৪৩৪, সমার্থক বর্ণনা : ৪৪৩৫; মুখতাসার তালখিসে জাহাবি, ইবনে মুলাক্কিন : ৩/১১৭০, হাদিস : ৪৯৬ মুনকার, প্রমাণিত নয়।

তাদের মধ্যে এসব গুণ ছিল বিধায় নবীজি তার জীবদ্দশায় তাদের মাধ্যমে নবুওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু কাজ আদায় করিয়ে নিয়েছিলেন। যেমন, একাধিক সময় আবু বকর রা.-কে নিজের স্থানে ইমাম নিয়োগ দিয়েছেন।[২৪] হজের আমির নিযুক্ত করেছেন।[২৫] মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যায় আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন।[২৬] উমর রা.-কে কয়েকটি যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ দিয়েছেন।[২৭] জাকাত উসুলের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে উসমান রা.-এর মাধ্যমে দূতের কাজ নিয়েছেন। আলি রা.-কে ইয়েমেনের কাজি পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

আল্লাহ তার রাসুলকে যে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন, তা তাদের সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। যেমন, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেওয়া, সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা। ইসলামকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করা। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْكُمْ দ্বারা করা হয়েছিল। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের পরাজয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -এর সুসংবাদ। আর বিজয়ের ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণতা দান করেছে مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ আয়াতে উল্লিখিত অঙ্গীকারের কল্যাণ। اٰيَةٌ مِنْ اٰيَةٍ مِنْكُمْ এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর যুগে মুরতাদদের যুদ্ধের ব্যাপারে এবং اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ আয়াতের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা.-এর প্রচেষ্টায় কুরআন সংকলনের দিকে। একইভাবে খারেজিদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, নবীজি বলেন, 'আমি তাদের পেলে আদ জাতিকে হত্যা করার মতো করে হত্যা করতাম।'[২৮] আলি রা. এদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

নবীজির বক্তব্যমতেই দীনি ব্যাপারে তাদের কথা ও কাজ ছিল শরিয়তের দলিল। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত অনুসরণ করা ফরজ।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হুজাইফা রা. থেকে

[২৪] সহিহ বুখারি : ৬৩৮, ৭১২; সহিহ মুসলিম : ৪১৮, ৪২০
[২৫] সহিহ বুখারি : ১৬২২; সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭
[২৬] সহিহ বুখারি : ৪১৭৯; সহিহ মুসলিম : ১৭৬৩; জামে তিরমিজি : ২০৮
[২৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৫৮
[২৮] সহিহ বুখারি : ৩৬১০, ৭৪৩২; সহিহ মুসলিম : ১০৬৪

বর্ণিত, 'আমার পরবর্তী লোকেরা যেন আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করে।'[২৯]

মোটকথা, তাদের এই ধরনের অগণিত ফজিলত রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, খলিফা চতুষ্টয়ই ছিলেন আল্লাহ ও তার রাসুলের চাহিদা মোতাবেক খেলাফতের প্রকৃত হকদার। এই কিতাবে তাদের জীবনী এবং অবদানসমূহ আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, তারাই খেলাফতের যোগ্যতার পাত্র ছিলেন।

মুঈনুদ্দিন নদভি
রফিক, দারুন মুসান্নিফিন, আজমগড়।

[২৯] জামে তিরমিজি : ৩৭৯৯; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯৭; মুসনাদে আহমাদ : ২৩২৪৫ (হাসান)।

খলিফাতুর রাসুল আবু বকর সিদ্দিক রা.

(৫১ হিজরিপূর্ব-১৩ হিজরি : ৫৭৩-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)[৩০]

নাম ও বংশ

নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু বকর। উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। পিতার নাম উসমান। উপনাম আবু কুহাফা। মায়ের নাম সালমা, উপনাম উম্মুল খায়ের। পিতার দিক থেকে বংশতালিকা হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে আমর ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুয়াই আল-কুরাশি আত-তামিমি। মায়ের দিকের বংশতালিকা হচ্ছে, উম্মুল খায়ের বিনতে সাখার ইবনে আমের ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম ইবনে মুররা।[৩১] এভাবে ষষ্ঠ পুরুষে গিয়ে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশতালিকা নবীজির বংশতালিকার সঙ্গে মিলে যায়।

আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর পিতা

আবু কুহাফা উসমান ইবনে মুররা ছিলেন মক্কার একজন সম্মানিত ও বয়স্ক ব্যক্তি। অন্যান্য বৃদ্ধরা শুরুর দিকে যেমন ইসলামকে ছেলেখেলা ভাবত, তেমনই তিনিও তা ভাবতেন। আবদুল্লাহ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করলে আমি তার খোঁজে আবু বকরের ঘরে আসি। সেখানে তার পিতা আবু কুহাফা ছিলেন। তিনি একটি মোটা লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। আমাকে দেখার পর তিনি লাঠি নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে বলেন, 'এসকল ধর্মত্যাগীরাই আমার সন্তানকে নষ্ট করেছে।'[৩২]

মক্কা বিজয় পর্যন্ত আবু কুহাফা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে পিতৃপুরুষের ধর্মের উপর অটল থাকেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে অবস্থানকালে তিনি আপন সৌভাগ্যবান সন্তান আবু বকর

---

[৩০] আল-আলাম গ্রন্থকার (৪/ ১০২) আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর নাম এভাবে লেখেন,
عبد الله بن أبي قُحَافَة عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي

[৩১] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১২৫

[৩২] আল ইসাবাহ : ৪/৩৭৪

সিদ্দিক রা.-এর সঙ্গে রাসুলের নিকটে উপস্থিত হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা দেখে বলেন, তাকে কেন কষ্ট দিলে? আমিই তার কাছে যেতাম! এরপর তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে আবু কুহাফার বুকে হাত বুলিয়ে তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা শিখিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নেন। আবু কুহাফা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রা.-এর পরও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে চৌদ্দ হিজরিতে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৩৩]

আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর মাতা

তার সম্মানিতা মা সালমা বিনতে সাখার শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। তার পূর্বে মাত্র ৩৯ ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই ছোট্ট দল প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে পারছিলেন না। কাফের-মুশরিকদের প্রবল প্রতাপের দরুন তারা সুস্পষ্ট দীন ইসলামের দাওয়াতও দিতে পারছিলেন না। এই অসহায়ত্ব আবু বকর রা.-এর অন্তরকে পীড়া দিত। একদিন তিনি অনেক পীড়াপীড়ি করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি নিয়ে জনসম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য তুলে ধরেন। তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কাফের-মুশরিকদের কান তো এমন সুন্দর কথার সঙ্গে অপরিচিত। ফলে তারা ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। তাকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে। তার গোত্র বনু তাইম যদিও মুশরিক ছিল, কিন্তু নিজ গোত্রের একজন সম্মানিত লোকের এ অবস্থা দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা আবু বকর রা.-কে ওদের কবল থেকে মুক্ত করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এই কষ্টের ভেতরেও রাতে আবু বকর আপন পিতা এবং গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজ নিয়ে মাকে সঙ্গে করে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম রা.-এর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেন, আমার মা উপস্থিত। তাকে আপনি সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।[৩৪]

---

[৩৩] আল ইসাবাহ : ৪/৩৭৫

[৩৪] আল ইসাবাহ : ৮/৩৮৬

সিয়ারুস সাহাবা

তৃতীয় খণ্ড

(মুহাজির সাহাবিদের জীবনকথা : প্রথম অংশ)

রচনা ও বিন্যাস

মাওলানা হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি রহ.

মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দিন আহমাদ নদভি রহ.

সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

মুহাম্মাদ নূরুয্যামান

অনূদিত

ইত্তিহাদ

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার দরবারে অসংখ্য শোকর ও সুজুদ, তিনি 'সিয়ারুস সাহাবা' কিতাবের বর্তমান খণ্ডটির কাজ সমাপ্ত করার তাওফিক দিয়েছেন। আমার অনুবাদের অংশটি ছিল মুহাজির সাহাবিদের জীবনীবিষয়ক। এখানে প্রায় আটত্রিশজন মুহাজির সাহাবির জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তেইশ বছরের নবুওয়াতের জীবনে ওহির পূর্ণ তত্ত্বাবধানে মানবসভ্যতার জন্য যে মহান কাফেলা তৈরি করেছিলেন, তারাই হলেন 'সাহাবায়ে কেরাম'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতের বরকতে তারা প্রত্যেকেই ছিলেন নফস ও প্রবৃত্তিসহ সব রকম মলিনতা থেকে পবিত্র। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে জিহাদের ময়দানে তারা ছিলেন উৎসর্গিত। ইকামাতে দীন তথা পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানি তারা দিয়েছেন, যে অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন তারা সয়েছেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতেগড়া এই সাহাবায়ে কেরাম তার ওফাতের পর ঈমান ও সত্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দুনিয়া জুড়ে। তাই তো ইস্তাম্বুল থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের কবর পাওয়া যায়। সাহাবিদের এই মহান ত্যাগ ও কুরবানির বদৌলতে আমরা দীন পেয়েছি। পেয়েছি ঈমান ও তাওহিদের আলো। কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের প্রতি তাদের ইহসান অপরিসীম। হেদায়াত ও সরল পথের দিশা পেতে হলে আমাদের অনুসরণ করতে হবে এই মহামানবদের জীবনাদর্শ। কেননা তারাই হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু

সূচিপত্র

আরব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৩
বায়েদাহ ৩৩
আরেবাহ ৩৩
মুসতা'রেবাহ ৩৩
মুহাজিরদের বংশের উৎস ৩৪
প্রথম যুগ ৩৫
ইসমাইল আ. থেকে আদনান পর্যন্ত ৩৫
আমাদের ইতিহাসে ইসমাইলি বংশের আলোচনা ৩৭
দ্বিতীয় যুগ ৪০
আদনান থেকে ফেহের পর্যন্ত ৪০
ইসমাইল থেকে আদনান পর্যন্ত মধ্যবর্তী পুরুষদের সংখ্যা ৪০
আদনানের বংশধর ও তাদের গোত্র ৪১
আনমার ও ইয়াদ ৪২
রবিআ ইবনে নিজার ৪২
কুযাআহ ৪২
মুজার ৪৩
খানদাফ ইবনে ইলয়াস ইবনে মুজারের শাখাগোত্র ৪৩
কামআহ ৪৩
তাবিখা ৪৩
মুদরেকাহ ৪৪
কায়স আয়লানের শাখাগোত্র ৪৪
আদনানের শাসনক্ষমতা ৪৫
আদনানের বাণিজ্য ৪৭
আদনানের বংশধরদের ধর্মীয় অবস্থা ৪৭
আদনানের সভ্যতা বা ঐতিহ্য ৪৯
অন্যান্য গোত্রের সাথে আদনানের বংশধরদের লড়াই ৪৯

আদনানের গৃহযুদ্ধ ৫০
বনু বকর ও বনু তাগলিবের যুদ্ধ ৫০
আব্‌স ও যুবয়ান গোত্র ৫০
রবিআহ ও মুজার গোত্রের লড়াই ৫১
বনু আমেরের লড়াই ৫১
অন্যান্য প্রসিদ্ধ লড়াই ৫১
তৃতীয় যুগ **৫৩**
কুরাইশ ৫৩
কুরাইশের উৎপত্তি ও নামকরণ ৫৩
কুরাইশের শাখাগোত্র ও তাদের প্রসিদ্ধ বংশাবলি ৫৩
দশ গোত্রের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ ৫৪
কুরাইশের যুদ্ধ-বিগ্রহ ৫৬
প্রথম ফিজার যুদ্ধ ৫৬
দ্বিতীয় ফিজার যুদ্ধ ৫৭
হস্তীবাহিনীর ঘটনা ৫৯
একটি যুদ্ধ ৬০
যাতু নাকিফ ৬০
পবিত্র কাবাঘরের সংস্কার ৬১
কুরাইশের রাজনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ৬২
কুসাই এর জন্ম ও কুরাইশের সামাজিক সূচনা ৬৩
কুরাইশের সভ্যতা **৬৫**
সামরিক নীতিমালা ৬৫
বিচারিক নীতিমালা ৬৫
ধর্মীয় নীতিমালা ৬৬
খাবার সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা ৬৬
পবিত্র কাবাগৃহের দেখাশোনা ৬৭
কাবাগৃহের চাবি সংরক্ষণ ৬৭
শুভাশুভ নির্ণয় ৬৭
উৎসর্গিত সম্পদ দেখাশোনা ৬৭
পরামর্শসভা ৬৮
পরামর্শ ৬৮
হিলফুল ফুজুল ৬৮

হিলফুল ফুজুল গঠনের প্রেক্ষাপট ৬৮
কুরাইশের ধর্ম ৭০
মক্কায় মূর্তিপূজার সূচনা ৭০
অসাফ নায়েলাহ ৭১
লাত ৭১
উজ্জা ৭১
মানাত ৭১
হুবল ৭২
হজ-সংক্রান্ত বিদআত ৭৩
এক মহান কুরাইশির ইতিকথা ৭৫
সভ্যতার সুফল ৭৭
বাণিজ্য ৭৭
কয়েকজন ব্যবসায়ী সাহাবি ৭৮
ব্যবসার ধরন ৮০
জ্ঞান ও গুণ-গরিমা ৮১
জনসেবা ৮২
মক্কা শহরের অভ্যন্তরে খননকৃত কূপ ৮৩
মক্কার বাইরে খননকৃত কূপ ৮৩
ইসলামের আগমন ৮৪
আবু তালেবের ত্যাগ ৮৪
প্রলোভন ৮৫
জুলুম-নির্যাতন ৮৬
নবীজি সা.-এর উপর জুলুম ৮৭
বেলাল রা. ৮৮
আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ৮৮
খাব্বাব ইবনে আরাত রা. ৮৯
সুহাইব রা. ৮৯
নারী সাহাবিদের উপর জুলুম ৮৯
সম্মানিতরাও বাদ যায়নি ৯০
প্রথম হিজরত ৯১
হাবশার প্রথম হিজরত ৯১
হাবশা থেকে মুসলমানদের বের করার অপচেষ্টা ৯২

নাজাশির উত্তর ৯৩
যাচাইয়ের জন্য নাজাশির দরবারে মুসলমানদের তলব ৯৩
নাজাশির উপর কুরআনের প্রভাব ও ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি ৯৪
মক্কার প্রতিনিধিদলের দ্বিতীয় চক্রান্ত ৯৫
আবারও বাদশাহর দরবারে মুসলমানদের তলব ৯৫
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ৯৫
দ্বিতীয় হিজরত ৯৭
হাবশার দ্বিতীয় হিজরত ৯৭
খাদিজা রা. ও আবু তালেবের মৃত্যু ১০১
কুরাইশের নির্যাতন ১০১
ইসলাম প্রচার ও তায়েফের সফর ১০২
মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও মুতঈম ইবনে আদির নিরাপত্তা প্রদান ১০২
মুতঈম ইবনে আদির ঘর ও ইসলামের প্রচার ১০৩
বিভিন্ন গোত্রে দাওয়াতের ফলাফল ১০৩
দাওস গোত্রের আকাঙ্ক্ষা ১০৮
মদিনার স্বপ্ন ১০৯
মদিনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ ১০৯
আনসার সাহাবিদের প্রথম বাইআত ১১০
আনসারদের দ্বিতীয় বাইআত ১১০
উন্মুক্ত হিজরতের ঘোষণা ১১১
হিজরত কত দিন অব্যাহত ছিল এবং কেন? ১১৩
মুহাজিরদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ১১৫
পবিত্র কুরআনে মুহাজিরদের প্রসঙ্গ ১১৫
মুহাজিরদের সম্পর্কে হাদিস ১২১
মুহাজির সাহাবিদের জীবন চরিত ১২৯
হজরত জুবাইর ইবনে আওয়াম রা. ১৩০
বংশ ও গোত্র ১৩০
ইসলাম গ্রহণ ১৩১
হিজরত ১৩২
'মুওয়াখাত' বা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ১৩৩
জিহাদে অংশগ্রহণ ১৩৩
উহুদ যুদ্ধ ১৩৪

খন্দক যুদ্ধ ১৩৫
খায়বার যুদ্ধ ১৩৬
মক্কাবিজয় ১৩৭
অন্যান্য যুদ্ধ ১৩৭
ইয়ারমুক যুদ্ধে বিস্ময়কর কীর্তিগাথা ১৩৮
ফুসতাত জয় ১৩৯
আলেকজান্দ্রিয়া পদানত ১৪০
বিজিত দেশ বণ্টনের দাবি ১৪০
জঙ্গে জামাল ও জুবাইর রা.-এর ন্যায়পরায়ণতা ১৪৫
জুবাইর ইবনে আওয়াম রা. এর শাহাদাত ১৪৭
স্বভাব ও চরিত্র ১৪৭
আল্লাহর ভয় ১৪৮
হাদিস কম বর্ণনার কারণ ১৪৯
সাম্যপ্রিয়তা ১৪৯
দৃঢ়তা ও অবিচলতা ১৫০
আমানত ও বিশ্বস্ততা ১৫০
উদারতা ও দানশীলতা ১৫০
জীবিকা উপার্জন ও প্রাচুর্য ১৫১
ঋণ ও পরিশোধের চিন্তা ১৫১
জমিজমা ও চাষাবাদ ১৫২
সন্তান-সন্ততির প্রতি মমতা ১৫৩
পানাহার ও পোশাক ১৫৩
দৈহিক গঠন ১৫৪
স্ত্রী ও সন্তানাদি ১৫৪
হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. **১৫৬**
নাম ও বংশপরিচয় ১৫৬
ইসলাম গ্রহণ ১৫৭
হিজরত ১৫৮
জিহাদ ও চলমান জীবন ১৫৮
উহুদ যুদ্ধ ১৫৯
অন্যান্য যুদ্ধ ১৬০
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামল ১৬২

উমর ফারুক রা.-এর শাসনামল ১৬২
উসমান রা.-এর শাসনামল ১৬৩
অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলি রা.-এর হাতে বাইআত ১৬৫
ক্ষমতাসীন খলিফার সময় সংশোধনী আন্দোলন ও তার কারণ ১৬৫
বসরা দখল ১৬৬
সংশোধনের উদ্দেশ্যে অভিযান ১৬৬
শাহাদাত ১৬৬
জানাজা ও দাফন-কাফন ১৬৭
অভ্যাস ও চরিত্র-মাধুর্য ১৬৭
উত্তম আচরণ ১৭১
জীবিকা উপার্জন ১৭১
ধন-সম্পদ ১৭২
খাদ্য ও পোশাক ১৭২
দৈহিক গঠন ১৭৩
সন্তানাদি ও স্ত্রী ১৭৩
হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. **১৭৪**
নামা ও বংশপরিচয় ১৭৪
ইসলাম গ্রহণ ১৭৪
হিজরত ১৭৫
ভ্রাতৃত্ববন্ধন ১৭৫
জিহাদে অংশগ্রহণ ১৭৬
দাওমাতুল জান্দালের অভিযান ১৭৬
মক্কাবিজয় ১৭৭
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর যুগ ১৭৮
উমর রা.-এর যুগ ১৭৯
হৃদয়বিদারক ঘটনা ১৮০
আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর পরোপকার ১৮০
মৃত্যু ১৮২
ইলম ও গুণাবলি ১৮২
সঠিক মতামত ১৮৩
স্বভাব ও চরিত্র ১৮৪
আল্লাহর ভয় ১৮৪

আল্লাহর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ১৮৪
সততা ও সচ্চরিত্র ১৮৫
আল্লাহর পথে ব্যয় ১৮৬
ধর্মীয় জীবন ১৮৮
জীবিকা উপার্জন ১৮৮
পোশাক ও পানাহার ১৮৯
দৈহিক গঠন ১৯০
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ১৯০
হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ১৯২
নাম ও বংশপরিচয় ১৯২
ইসলাম গ্রহণ ১৯২
দৃঢ়তা ও অবিচলতা ১৯৩
মক্কি জীবন ১৯৩
হিজরত ১৯৪
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১৯৬
উহুদের পাদদেশে ১৯৬
অন্যান্য যুদ্ধ ১৯৭
একটি সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৮
ইরাক অভিমুখে সৈন্যাভিযান ১৯৯
যুদ্ধ পরিচালনা ২০১
কাদিসিয়া যুদ্ধ ২০৪
ইরাকে ব্যাপক অভিযান ২০৭
নেতৃত্বদান ২১০
ঘরের সামনে চত্বর নির্মাণ ২১১
বিবিধ কর্ম ও অবদান ২১২
দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি ২১৩
উমর ফারুক রা.-এর সুপারিশ ২১৪
পুনরায় কুফার গভর্নর পদে নিয়োগ ২১৪
বিশৃঙ্খলার যুগ ও সাদ রা.-এর নির্জনবাস ২১৪
ইন্তেকাল ২১৫
জ্ঞান-গরিমা ও বৈশিষ্ট্যাবলি ২১৬
চারিত্রিক গুণাবলি ২১৬

উপার্জন ও জমিদারি ২১৮
দৈহিক গঠন ২১৯
স্ত্রী-পরিবার ২১৯
সন্তান-সন্ততি ২১৯
হজরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা. ২২১
নাম ও বংশপরিচয় ২২১
ইসলাম গ্রহণ ২২১
হিজরত ২২১
জিহাদি জীবন ২২২
বিভিন্ন কর্ম ও অবদান ২২৪
শামের নেতৃত্ব ২২৬
দামেশক বিজয় ২২৬
ফিহলের অভিযান ২২৭
হিমস বিজয় ২২৮
ইয়ারমুক প্রান্তরে চূড়ান্ত লড়াই ২২৮
বাইতুল মাকদিস ২৩১
রোমানদের শেষ চেষ্টা ২৩২
আবু উবাইদা রা.-এর নেতৃত্ব ২৩৩
আমওয়াস মহামারি ২৩৩
স্বভাব ও চরিত্রমাধুর্য ২৩৫
আল্লাহর ভয় ২৩৫
নবীজির আনুগত্য ২৩৬
দুনিয়াবিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতা ২৩৬
বিনয় ও নম্রতা ২৩৭
ইসলামি সমতা ২৩৭
দয়া ও নম্রতা ২৩৮
দৈহিক গঠন ২৩৮
স্ত্রী ও সন্তানাদি ২৩৮
হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ রা. ২৩৯
নাম ও বংশপরিচয় ২৩৯
ইসলাম গ্রহণ ২৪১
হিজরত ও জিহাদে অংশগ্রহণ ২৪১

মৃত্যু ২৪৩
ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ২৪৩
দৈহিক গঠন ২৪৫
পরিবার-পরিজন ২৪৫
হজরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. ২৪৮
নাম ও বংশপরিচয় ২৪৮
ইসলাম গ্রহণ ২৪৮
ভ্রাতৃত্ববন্ধন ২৫০
হিজরত ২৫০
জিহাদে অংশগ্রহণ ২৫০
বদর যুদ্ধ ২৫১
গাজওয়ায়ে বনু কায়নুকা ২৫২
উহুদের যুদ্ধ ২৫২
শাহাদাতবরণ ২৫৩
জানাজা ও দাফন ২৫৪
নবীজির দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্ট ২৫৫
হত্যাকারীর প্রতি রাসুলের অসন্তুষ্টি ২৫৫
উত্তম আখলাক ২৫৬
স্ত্রী-সন্তানাদি ২৫৭
হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. ২৫৮
নাম ও বংশপরিচয় ২৫৮
প্রাথমিক অবস্থা ২৫৮
বদর যুদ্ধ ২৫৯
ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব ও মক্কায় অবস্থানের কারণ ২৬১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ২৬৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৬৩
নবীজির ইন্তেকাল ২৬৩
নবীজির দরবারে আব্বাসের মর্যাদা ২৬৪
খুলাফায়ে রাশেদিনের কাছে আব্বাসের মর্যাদা ২৬৫
মৃত্যু ২৬৬
চরিত্র-মাধুর্য ২৬৬
ধন-সম্পদ ও উপার্জনের মাধ্যম ২৬৬

দৈহিক গঠন ২৬৭
স্ত্রী ও সন্তানাদি ২৬৭
বেলাল ইবনে রাবাহ রা. ২৬৮
নাম ও বংশপরিচয় ২৬৮
ইসলাম গ্রহণ ২৬৮
ঈমানি পরীক্ষা ও দৃঢ়তা ২৬৮
মুক্তি ২৬৯
হিজরত ২৬৯
আজান দেওয়ার দায়িত্ব ২৭০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৭১
শামকে বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ ২৭৩
মৃত্যু ২৭৪
চরিত্র-মাধুর্য ২৭৪
দৈহিক গঠন ২৭৬
পরিবার ২৭৬
হজরত জাফর তৈয়্যার রা. ২৭৭
নাম ও বংশপরিচয় ২৭৭
ইসলাম গ্রহণ ২৭৭
হাবশায় হিজরত ২৭৭
হাবশা থেকে মদিনায় ২৮০
মুতার যুদ্ধ ২৮০
শাহাদাত ২৮০
নবীজির দুঃখ ও শোক ২৮১
বৈশিষ্ট্য ২৮২
স্ত্রী ও সন্তানাদি ২৮৩
হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা রা. ২৮৪
নাম ও বংশপরিচয় ২৮৪
প্রাথমিক অবস্থা ২৮৪
ইসলাম গ্রহণ ২৮৮
বিবাহ ২৮৯
হিজরত ২৮৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৯০

বিভিন্ন অবদান ২৯০
ওয়াদিয়ে জি কুরার অভিযান ২৯২
মুতার যুদ্ধ ও শাহাদাত ২৯৩
প্রতিশোধ ২৯৪
চরিত্র-মাধুর্য ২৯৪
দৈহিক গঠন ও বয়স ২৯৫
স্ত্রী ও সন্তানাদি ২৯৫
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ২৯৬
নাম ও বংশপরিচয় ২৯৬
জন্ম ২৯৬
ইসলাম গ্রহণ ২৯৬
হিজরত ২৯৭
শৈশবকাল ও আল্লাহর রাসুলের সাহচর্য ২৯৮
খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগ ২৯৯
হাজিদের নেতৃত্বদান ৩০১
বসরার গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন ৩০২
জঙ্গে সিফফিন ৩০২
সালিশি ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার ফলাফল ৩০২
নিহরুওয়ানের যুদ্ধ ৩০৩
ইরান শাসন ৩০৩
বিদ্রোহ দমন ৩০৪
মক্কায় নির্জন জীবনযাপন ৩০৪
হুসাইন রা.-কে কুফা গমনে নিরুৎসাহিতকরণ ৩০৫
আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা.-এর হাতে বাইআত হতে অসম্মতি ৩০৬
তায়েফে স্থানান্তর ৩০৮
মৃত্যু ৩০৮
জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যাবলি ৩০৯
তাফসির ৩০৯
তাফসিরের ক্ষেত্রে ব্যাপক, সমৃদ্ধ ও যুক্তিসংগত দিক গ্রহণ ৩১২
শানে নুজুল ও নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ৩১৩
ইবনে আব্বাসের দূরদর্শিতা ৩১৬
তাফসিরের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রা.-এর সাহসিকতা ৩১৭

হাদিসশাস্ত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের অবদান ৩২০
ইবনে আব্বাসের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের স্বীকারোক্তি ৩২২
বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ৩২৪
ইবনে আব্বাসের হালাকাহ ৩২৪
দোভাষী নিযুক্তকরণ ৩২৬
শাগরিদ বা ছাত্রবৃন্দ ৩২৬
দীনের গভীর জ্ঞান ও ফারাইজ ৩৩০
এ সম্পর্কে একটি ঘটনা ৩৩১
অন্যান্য জ্ঞানে দক্ষতা ৩৩১
ইবনে আব্বাস রা.-এর বহুমুখী প্রতিভা ও পারদর্শিতা ৩৩৩
সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন ৩৩৩
সমকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৩৩৫
বিদআতের প্রতি ঘৃণা ৩৩৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ৩৩৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত ৩৩৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ৩৩৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৩৩৮
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ৩৪০
নাম ও বংশধারা ৩৪০
প্রাথমিক জীবন ৩৪০
ইসলাম গ্রহণ ৩৪০
ঈমানের চেতনা ৩৪২
হিজরত ৩৪৩
জিহাদে অংশগ্রহণ ৩৪৩
ইয়ারমুকের যুদ্ধ ৩৪৫
বিচারকের পদে সমাসীন ৩৪৫
বাইতুল মালের দেখাশোনার দায়িত্ব ৩৪৮
অব্যাহতি ৩৫০
আবু জর গিফারি রা.-এর জানাজা ও কাফন-দাফন ৩৫০
অসুস্থতা ৩৫১

মৃত্যু ৩৫৩
ইলম ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য ৩৫৩
ইলমের প্রতি আগ্রহ ৩৫৩
রাসুলের খেদমত ও সাহচর্যের প্রভাব ৩৫৪
আল-কুরআন ৩৫৪
তাফসির ৩৫৬
মনগড়া তাফসির বর্জন ৩৫৭
কুরআন তেলাওয়াত ৩৫৮
হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভয় ও সতর্কতা ৩৫৯
সাহচর্য গ্রহণকারীদেরকে সতর্কতার নির্দেশ ৩৬০
অধিক বর্ণনার কারণ ৩৬০
হাদিস সম্পর্কে আলোচনার আগ্রহ ৩৬০
হাদিস বর্ণনার আদব ৩৬১
দীনের গভীর পাণ্ডিত্য ৩৬১
উসুলে ফিকাহ বা ফিকাহশাস্ত্রের নীতিমালা ৩৬২
ইজমা ৩৬২
কিয়াস ৩৬৩
প্রথম দৃষ্টান্ত ৩৬৩
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ৩৬৪
ইজতিহাদ ৩৬৪
ইজতিহাদের দ্বিতীয় উদাহরণ ৩৬৫
তৃতীয় উদাহরণ ৩৬৬
সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি ৩৬৭
না-জানা মাসআলা সম্পর্কে মতপ্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন ৩৬৮
ঘোষণাকৃত ফতোয়া থেকে প্রত্যাবর্তন ৩৬৯
সমকালীন জ্ঞানীদের থেকে উপকৃত হওয়া ৩৭০
সমকালীন বিজ্ঞ আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৩৭০
ইসলামি খেলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৩৭১
দরস-পাঠদান ৩৭১
ভক্তবৃন্দের ভিড় ৩৭২
বাগ্মিতা এবং ওয়াজ ও নসিহতে পারদর্শিতা ৩৭৩
অতিরিক্ত ওয়াজ করা থেকে বিরত থাকতেন ৩৭৪

উত্তম চরিত্র-মাধুর্য ৩৭৫
জীবনাচার ৩৭৭
পারিবারিক জীবন ৩৮০
সরকারি ভাতা ৩৮১
দৈহিক গঠন ৩৮১
হজরত আবু মুসা আশআরি রা. **৩৮৩**
নাম ও বংশপরিচয় ৩৮৩
ইসলাম গ্রহণ ৩৮৩
হিজরত ৩৮৪
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৮৪
ইয়ামানের নেতৃত্ব ৩৮৬
বিদায় হজে অংশগ্রহণ ৩৮৮
ইয়ামানের বিশৃঙ্খলা ৩৮৯
নাসিবিন বিজয় ৩৯০
বসরার নেতৃত্ব দান ৩৯০
খোজস্তান নামক এলাকা বিজয় ৩৯০
নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ৩৯৪
শাসনাধীন এলাকার রদবদল ৩৯৪
অপবাদ ৩৯৫
ইসপাহান বিজয় ৩৯৬
আবু মুসা আশআরি রা.-এর নদী খনন ৩৯৬
অবসর গ্রহণ ৩৯৭
কুফার গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন ৩৯৮
গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থান ৩৯৮
সালিশরূপে মনোনয়ন ৩৯৯
শেষ ঘোষণা : মীমাংসা বৈঠকের পর উভয় দলের অবস্থা ৪০১
মৃত্যু ৪০২
দৈহিক গঠন ৪০৩
সন্তান-সন্ততি ৪০৩
উপার্জনের মাধ্যম ৪০৩
মানবীয় বৈশিষ্ট্য ৪০৩
ইলমের প্রচার-প্রসারে তার অবদান ৪০৫

পবিত্র কুরআন ৪০৭
হাদিস ৪০৮
উত্তম চরিত্র ও অনুপম জীবনাদর্শ ৪১০
সুন্নাতের অনুসরণ ৪১১
আল্লাহর ভয় ৪১৩
আল্লাহর উপর ভরসা ৪১৩
আল্লাহর রাসুলের খেদমত ৪১৩
লাজুকতা ৪১৪
সরলতা ৪১৪
মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামিতা ৪১৫
বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৪১৭
হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ৪১৯
নাম ও বংশপরিচয় ৪১৯
ইসলাম গ্রহণ ৪২০
হিজরত ৪২৩
মসজিদ নির্মাণ ৪২৩
যুদ্ধবিগ্রহ ৪২৪
কুফার শাসন পরিচালনা ৪২৪
তদন্তের কাজে নিয়োগ ৪২৬
কুফার সফর ৪২৬
জঙ্গে জামাল ৪২৭
জঙ্গে সিফফিন ৪২৮
শাহাদাত বরণ ৪২৮
কাফন-দাফন ৪২৯
উত্তম চরিত্র-মাধুর্য ৪৩০
ধর্মীয় জীবন ৪৩১
দৈহিক গঠন ৪৩২
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. ৪৩৩
নাম ও বংশপরিচয় ৪৩৩
ইসলাম গ্রহণ ৪৩৩
আল্লাহর রাসুলের সান্নিধ্য ৪৩৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৩৪

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ৪৩৫
জঙ্গে সিফফিন ৪৩৫
অপারগতা প্রকাশ ৪৩৬
মৃত্যু ৪৩৭
দৈহিক গঠন ৪৩৭
ইলম ও বৈশিষ্ট্য ৪৩৭
হাদিসের সর্বপ্রথম সংকলন ৪৩৮
বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৪৩৯
পাঠদান ৪৩৯
বিজ্ঞ আলেমদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ৪৪০
উপার্জনের মাধ্যম ৪৪০
উত্তম চরিত্র-মাধুর্য ৪৪০
হজরত সুহাইব ইবনে সিনান রা. ৪৪৩
নাম ও বংশপরিচয় ৪৪৩
প্রাথমিক জীবন ৪৪৩
ইসলাম গ্রহণ ৪৪৪
পরীক্ষা ও দৃঢ়তা ৪৪৫
হিজরত ৪৪৫
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৪৬
তিন দিনের খেলাফত ৪৪৭
উত্তম চরিত্র ৪৪৭
দৈহিক গঠন ৪৪৮
হজরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. ৪৪৯
নাম ও বংশপরিচয় ৪৪৯
প্রাথমিক অবস্থা ৪৪৯
ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ৪৪৯
হাবশায় হিজরত ৪৫০
ইসলামের শিক্ষাদান ও প্রচার-প্রসার ৪৫০
মদিনায় জুমা আদায় ৪৫৩
বাইআতে আকাবায়ে সানি ৪৫৪
মায়ের সঙ্গে মুসআবের হৃদয়বিদারক কথোপকথন ৪৫৪
মদিনায় হিজরত ৪৫৫

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৫৫
শাহাদাত ৪৫৬
কাফন-দাফন ৪৫৭
বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ৪৫৭
উত্তম চরিত্র ৪৫৮
দৈহিক গঠন ৪৫৯
পরিবার-পরিজন ৪৫৯
হজরত উসমান ইবনে মাজউন রা. ৪৬০
নাম ও বংশপরিচয় ৪৬০
ইসলামপূর্ব অবস্থা ৪৬০
ইসলাম গ্রহণ ৪৬০
হাবশার হিজরত ও প্রত্যাবর্তন ৪৬১
মদিনায় হিজরত ৪৬৩
ভ্রাতৃত্ববন্ধন ৪৬৩
বদর যুদ্ধ ও মৃত্যু ৪৬৪
নবীজির দুঃখ ও বেদনা ৪৬৪
কবর ৪৬৫
চরিত্র-মাধুর্য ৪৬৫
বৈরাগ্যের প্রতি স্বভাব-দুর্বলতা ৪৬৫
ইবাদত ৪৬৬
পরিবার-পরিজন ৪৬৭
হজরত আরকাম ইবনে আবুল আরকাম রা. ৪৬৮
নাম ও বংশপরিচয় ৪৬৮
ইসলাম গ্রহণ ৪৬৮
হিজরত ৪৬৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৬৯
রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ৪৬৯
মৃত্যু ৪৬৯
চরিত্র-মাধুর্য ৪৭০
উপার্জনের মাধ্যম ৪৭০
সন্তানাদি ৪৭১
হজরত মিকদাদ ইবনে আমর রা. ৪৭২

নাম ও বংশপরিচয় ৪৭২
ইসলাম গ্রহণ ৪৭২
হিজরত ৪৭৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৭৩
মিসর জয় ৪৭৪
মৃত্যু ৪৭৫
চরিত্র-মাধুর্য ৪৭৫
অর্থ-সম্পদ ও উপার্জনের মাধ্যম ৪৭৮
দৈহিক গঠন ৪৭৯
সন্তানাদি ৪৭৯
হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দিক রা. ৪৮০
নাম ও বংশপরিচয় ৪৮০
প্রাথমিক অবস্থা ৪৮০
ইসলাম গ্রহণ ৪৮০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৮১
ইয়ামামার যুদ্ধ ৪৮২
ইয়াজিদের বাইআত অস্বীকার ৪৮২
মৃত্যু ৪৮৩
হজরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ রা. ৪৮৪
নাম ও বংশপরিচয় ৪৮৪
ইসলামের পূর্বের অবস্থা ৪৮৪
ইসলাম গ্রহণ ৪৮৪
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৮৪
মিসরের বাদশাহর দরবারে ইসলামের দাওয়াত ৪৮৫
মক্কাবিজয়ের অভিযান ৪৮৭
মিসরের দূত ৪৮৯
মৃত্যু ৪৮৯
চরিত্র-মাধুর্য ৪৮৯
উপার্জন ৪৯০
দৈহিক গঠন ৪৯০
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রা. ৪৯১
নাম ও বংশপরিচয় ৪৯১

ইসলাম গ্রহণ ৪৯১
শাহাদাত ৪৯২
হজরত উতবা ইবনে গাজওয়ান রা. ৪৯৩
নাম ও বংশপরিচয় ৪৯৩
ইসলাম গ্রহণ ৪৯৩
হিজরত ৪৯৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৯৪
বসরা নগরীর গোড়াপত্তন ৪৯৫
নেতৃত্ব ও নগর পরিচালনা ৪৯৫
মৃত্যু ৪৯৬
চরিত্র-মাধুর্য ৪৯৬
দৈহিক গঠন ৪৯৭
হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা রা. ৪৯৮
নাম ও বংশপরিচয় ৪৯৮
ইসলাম গ্রহণ ৪৯৮
হিজরত ৪৯৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫০০
বিস্ময়কর শাহাদাত ৫০০
চরিত্র-মাধুর্য ৫০০
হজরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ রা. ৫০২
নাম ও বংশপরিচয় ৫০২
হিজরত ৫০২
ভ্রাতৃত্ববন্ধন ৫০৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫০৩
কুতুন যুদ্ধ ৫০৩
মৃত্যু ৫০৪
জানাজা ও কাফন-দাফন ৫০৪
মর্যাদা ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য ৫০৫
সন্তানাদি ৫০৫
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. ৫০৬
নাম ও বংশপরিচয় ৫০৬
ইসলাম গ্রহণ ৫০৬

হিজরত ৫০৬
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫০৭
শাহাদাত ৫০৯
চরিত্র-মাধুর্য ৫১০
দৈহিক গঠন ৫১০
সন্তানাদি ৫১০
হজরত উক্কাশাহ ইবনে মিহসান রা. ৫১১
নাম ও বংশপরিচয় ৫১১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৫১১
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫১১
শাহাদাত ৫১২
কাফন-দাফন ৫১২
গুণাবলি ৫১৩
হজরত আবু হুজাইফা রা. ৫১৪
নাম ও বংশপরিচয় ৫১৪
ইসলাম গ্রহণ ৫১৪
হিজরত ৫১৪
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫১৫
শাহাদাত ৫১৬
চরিত্রের মাধুর্য ৫১৬
দৈহিক গঠন ৫১৭
স্ত্রী-পরিবার ৫১৭
সালেম মাওলা আবু হুজাইফা রা. ৫১৮
নাম ও বংশপরিচয় ৫১৮
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৫১৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫১৯
শাহাদাত ৫২০
মানবীয় উত্তম গুণ ৫২১
চরিত্র-মাধুর্য ৫২২
হজরত উবাইদা ইবনে হারিস রা. ৫২৩
নাম ও বংশপরিচয় ৫২৩
ইসলাম গ্রহণ ৫২৩

হিজরত ৫২৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫২৪
বদর যুদ্ধ ৫২৪
গুণাবলি ৫২৫
দৈহিক গঠন ৫২৬
সন্তানাদি ৫২৬
হজরত শাম্মাস ইবনে উসমান রা. ৫২৭
নাম ও বংশপরিচয় ৫২৭
ইসলাম গ্রহণ ৫২৭
হিজরত ৫২৭
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫২৮
দৈহিক গঠন ৫২৯
সন্তানাদি ৫২৯
হজরত শুজা' ইবনে ওয়াহব রা. ৫৩০
নাম ও বংশপরিচয় ৫৩০
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৫৩০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৫৩০
বার্তাবাহক ৫৩১
শাহাদাত ৫৩২
দৈহিক গঠন ৫৩২
হজরত মুহরিজ ইবনে নাদলাহ রা. ৫৩৩
নাম ও বংশপরিচয় ৫৩৩
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৫৩৩
জিহাদি জীবন ৫৩৩
গুণাবলি ৫৩৫
দৈহিক গঠন ৫৩৫
হজরত শাকরান সালেহ রা. ৫৩৬
নাম ও বংশপরিচয় ৫৩৬
হজরত উমাইর ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ৫৩৮
নাম ও বংশপরিচয় ৫৩৮
ইসলাম গ্রহণ ৫৩৮
হিজরত ৫৩৮

বদর যুদ্ধ ৫৩৯
শাহাদাত ৫৩৯
হজরত আমের ইবনে রবিআ রা. ৫৪০
নাম ও বংশপরিচয় ৫৪০
ইসলাম গ্রহণ ৫৪১
হিজরত ৫৪১
জিহাদ ৫৪১
ফিতনা থেকে পৃথকতা ও মৃত্যু ৫৪২
চরিত্র-মাধুর্য ৫৪২

আরব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের ইতিহাস ও বংশবিদ্যায় পারদর্শী আলেমগণ আরব জাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে থাকেন : বায়েদাহ, আরেবাহ ও মুসতা'রেবাহ। কেউ কেউ শুধু দুভাগের কথা বলেন : আরেবাহ ও মুসতা'রেবাহ। নিম্নে প্রতিটির পরিচয় তুলে ধরা হলো।

বায়েদাহ

'বায়েদাহ আরব' বলে বোঝানো হয় প্রাচীন আরবের সেই সব গোত্র, যাদের অস্তিত্ব এত এত বছর আগে ছিল যে, ইতিহাসে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু আরব্য কবিতার কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে তাদের আলোচনা আসে। অথবা আসমানি কিতাবপত্রের কোথাও কোথাও তাদের অবস্থা পাওয়া যায়। যেমন : আদ, সামুদ, তিসাম, জাদিস ইত্যাদি।

আরেবাহ[১]

'আরেবাহ আরব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই সব কাহতানি গোত্র, যারা ইয়ামান ও তার আশপাশের এলাকায় বসবাস করত। এদের মধ্য থেকে হিময়ার, কাহলান, বনু আমর ইত্যাদি গোত্র প্রসিদ্ধ। ইতিহাসে এদের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা প্রায়ই পাওয়া যায়। আরব দেশে আজও এদের কিছু কিছু মহান স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে।

মুসতা'রেবাহ

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে 'মুসতা'রেবাহ আরব'। এই আরবরাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কেননা এদের থেকেই ইসমাইল আ.-এর বংশধারার সূচনা হয়েছিল। এদের সাথেই মিলিত হয়েছে অধিকাংশ মুহাজির সাহাবিদের বংশ পরম্পরা।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/১০০

ইবরাহিম আ. তার পুত্র ইসমাইল ও স্ত্রী হাজেরাকে তরুলতাবিহীন এক উপত্যকায় রেখে যাওয়ার পর সেখানে জুরহুমি গোত্রসমূহের বসবাস শুরু হয়। পরবর্তীকালে ইসমাইল আ. তাদের মধ্যে বিয়ে করেন। আর ইসমাইল আ.-এর ঔরস থেকে যে বংশধারা শুরু হয়েছিল, 'মুসতা'রেবাহ আরব' বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়।

মুহাজিরদের বংশের উৎস

ইসমাইল আ.-এর মোট ১১ জন সন্তান ছিল। তাদের একজনের নাম ছিল 'কিদার'। কিদারের বংশে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল 'আদনান'। আর এই আদনান পর্যন্ত এসেই কুরাইশের সমস্ত গোত্র ও মুহাজিরদের অধিকাংশ গোত্রের বংশধারা শেষ হয়ে যায়।

এভাবে ইসমাইল আ.-এর এই বংশধারা আরব জাতির ইতিহাসের তিনটি যুগ জুড়ে বিস্তৃত। একটি ইসমাইল আ. থেকে আদনান পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি আদনান থেকে ফেহের পর্যন্ত, এবং তৃতীয়টি ফেহের থেকে শেষ পর্যন্ত।

মুহাজিরদের বংশধারা জানার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের আলোচনা জরুরি নয়। শুধু কুরাইশদের অবস্থা লিখে দেওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু ইসমাইলের বংশধারার সকল শাখা-প্রশাখা যাতে পাঠকের সামনে এসে যায়, তাই আমরা এখানে প্রথম যুগের অবস্থা সংক্ষেপে, দ্বিতীয় যুগের অবস্থা কিছুটা দীর্ঘ করে এবং তৃতীয় যুগের অবস্থা অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সিয়ারুস সাহাবা

চতুর্থ খণ্ড

(মুহাজির সাহাবিদের জীবনকথা : দ্বিতীয় অংশ)

রচনা ও বিন্যাস

মাওলানা হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি রহ.

মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দিন আহমাদ নদভি রহ.

সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

অনূদিত

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ৩৩
নাম ও বংশ ৩৩
জন্ম ৩৩
ইসলাম গ্রহণ ৩৩
হিজরত ৩৪
বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ ৩৪
সিদ্দিকে আকবর রা.-এর যুগে ৩৭
ফারুকে আজম রা.-এর শাসনামলে ৩৭
উসমান রা.-এর শাসনামলে ৩৯
ইয়াজিদের শাসনামল ৪২
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ, মারওয়ান ইবনে হাকাম এবং
আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা.-এর শাসনামলে ৪৩
আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ৪৪
অসুস্থতা ও মৃত্যু ৪৪
কাফন-দাফন ৪৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪৭
তেলাওয়াত ও তাফসিরুল কুরআন ৪৭
হাদিস ৫১
হাদিস অন্বেষণ ৫১
হাদিসের প্রচার-প্রসার ও তার পাঠদান ৫২
হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ৫৫
শিষ্য ৫৮
ফিকহ ৫৮
ফাতাওয়া প্রদানে সতর্কতা ৫৯
কিয়াস ও ইজতিহাদ ৬১
কিছু ফাতাওয়া ৬২

অনুপম চরিত্র ৬৫
আল্লাহর ভয় ৬৬
ইবাদত-সাধনা ৬৭
সুন্নাতের প্রতি যত্নশীলতা ৬৯
তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা ৭০
সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ৭৪
দান-সদকা ৭৬
দরিদ্র-মিসকিনদের সাহায্য ৭৭
দান-সদকা ৭৯
অমুখাপেক্ষিতা ৮০
নবীজির ভালোবাসা ৮০
উম্মাহর মতানৈক্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন ৮২
অকপটে ও নির্ভয়ে হক কথা বলা ৮৪
সাম্য ৮৬
বিনয় ও নম্রতা ৮৭
জনপ্রিয়তা ৮৮
সরলতা ৮৮
জীবিকানির্বাহের মাধ্যম ৮৯
পোশাক-আশাক ৯০
দেহাবয়ব ৯০
স্ত্রী ও সন্তানাদি ৯০
হজরত আবু হুরাইরা রা. **৯১**
নাম ও বংশ ৯১
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ৯১
ইসলাম গ্রহণ ৯২
যুদ্ধ-জিহাদ ৯২
তার মায়ের ইসলাম গ্রহণ ৯৩
খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে ৯৩
অসুস্থতা ৯৫
ওসিয়ত ৯৫
মৃত্যু এবং কাফন-দাফন ৯৫
রেখে যাওয়া সম্পদ ৯৬

গঠন-আকৃতি ৯৬
পোশাক ৯৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৯৬
ইলমের আগ্রহ ৯৭
হাদিসশাস্ত্রে অবস্থান ৯৮
অধিক বর্ণনার কারণ ৯৯
হাদিস লিপিবদ্ধকরণ ১০১
পরীক্ষা ১০২
হাদিসের প্রচার-প্রসার ১০৩
একটি আপত্তি এবং তার জবাব ১০৬
সাধারণ শিক্ষা ১০৭
আচার-ব্যবহার ১০৭
কেয়ামতের ভয় ১০৭
ইবাদত-বন্দেগি ১০৯
নবী-পরিবারের ভালোবাসা ১১১
মায়ের সেবা ১১১
হককথনে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ১১১
দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা ১১২
সরলতা ১১৩
দানশীলতা ১১৪
হজরত আবু জর গিফারি রা. ১১৫
নাম ও বংশ ১১৫
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ১১৫
ইসলাম তালাশের প্রথম পরীক্ষা ১১৬
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ১১৯
হিজরত ও ভ্রাতৃত্ব ১১৯
মদিনায় অবস্থান ১২০
আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর শাসনামলে ১২১
উসমান রা.-এর শাসনামলে ১২২
রাবজায় অবস্থান ১২৪
মৃত্যু ১২৪
গঠন-আকৃতি ১২৬

পরিত্যক্ত সম্পদ ১২৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১২৬
হাদিস ১২৭
ফাতাওয়া প্রদান ১২৭
আখলাক-চরিত্র ১২৮
সরলতা ১৩০
দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহর ভয় ১৩১
নবীজির নির্দেশনার প্রতি যত্নবান থাকা ১৩২
নববি দরবারে গ্রহণযোগ্যতা ১৩৫
খলিফার আনুগত্য ১৩৬
সত্যকথন ১৩৭
দানশীলতা ১৩৭
মেহমানদের আপ্যায়ন এবং প্রতিবেশীর হক ১৩৮
উত্তম চরিত্র ১৩৮
হজরত সালমান ফারসি রা. ১৩৯
নাম ও বংশ ১৩৯
ইসলামের পূর্বে ১৩৯
অগ্নিপূজার প্রতি ঘৃণা এবং খ্রিষ্টবাদের প্রতি ঝোঁক ১৩৯
ধর্ম পরিবর্তন ১৪০
মুসেলের উদ্দেশে যাত্রা ১৪১
নাসিবাইনের পথে ১৪২
আমুরিয়ার উদ্দেশে ১৪২
পাদরির সুসংবাদ এবং আরবের পথে যাত্রা ১৪৩
দাসত্বের জীবন ১৪৩
মদিনার পথে ১৪৩
ইসলাম গ্রহণ ১৪৪
স্বাধীনতা ১৪৫
ভ্রাতৃত্ব ১৪৫
জিহাদে অংশগ্রহণ ১৪৬
আবু বকর রা.-এর শাসনামল এবং ইরাক ১৪৭
ফারুকি শাসনামলে ১৪৭
গভর্নর ১৪৮

অসুস্থতা ১৪৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৪৯
সাধারণ অবস্থা এবং নববি দরবারের নৈকট্য ১৫২
আচার-ব্যবহার ১৫৩
দুনিয়াবিমুখতা ও খোদাভীরুতা ১৫৩
সন্ন্যাসী জীবন পরিহার ১৫৪
সরলতা ১৫৫
দানশীলতা ১৫৬
সদকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ১৫৬
গঠন-আকৃতি ১৫৭
হজরত উসামা ইবনে জায়েদ রা. ১৫৮
নাম ও বংশ ১৫৮
জন্ম, ইসলাম ও হিজরত ১৫৮
যুদ্ধ-জিহাদ ১৫৯
মক্কাবিজয় ১৬০
অভিযানের নেতৃত্ব ১৬০
ফারুকে আজমের শাসনামলে ১৬৪
উসমান রা.-এর শাসনামলে ১৬৪
আলি রা. ও মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে ১৬৫
মৃত্যু ১৬৫
পরিবার-পরিজন ১৬৫
জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ১৬৬
অনুপম চরিত্র ১৬৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৭০
আখলাক ১৭১
নবীজির খেদমত ১৭২
সুন্নাতের প্রতি যত্নশীলতা ১৭২
পিতামাতার আনুগত্য ১৭২
হজরত আমর ইবনুল আস রা. ১৭৩
নাম ও বংশ ১৭৩
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ১৭৩
ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়া ১৭৪

ইসলাম গ্রহণ ১৭৫
হিজরত ১৭৭
যুদ্ধ-জিহাদ ১৭৭
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ ১৭৮
সিবা অভিযান ১৭৯
দূতিয়ালি ১৭৯
ইরতিদাদের ফেতনা ১৮০
শাম বিজয় ১৮০
আজনাদাইন ১৮১
দামেশক ১৮২
ফিহিল ১৮২
ইয়ারমুক ১৮২
ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশ ১৮৩
বাইতুল মাকদিস ১৮৪
আমওয়াস প্লেগ ১৮৪
মিসর বিজয় ১৮৫
বাবুল ইউন ১৮৫
আরিশ ১৮৬
ফুসতাত বা আইনে শামস ১৮৬
আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ১৮৭
পশ্চিম বারকা বিজয় ১৯৩
জাবিলা ১৯৩
পশ্চিম তারাবলুস ১৯৪
সাবরা ১৯৪
মিসরের গভর্নর পদ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ ১৯৫
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ১৯৬
আলি রা. ও মুয়াবিয়া রা.-এর যুগে ১৯৬
মিসরে হামলা ১৯৮
প্রাণনাশী আক্রমণ ১৯৮
মিসরের গভর্নর পদে ১৯৯
মৃত্যু ১৯৯
সন্তান-সন্ততি ২০২

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২০২
কুরআন পাঠ ২০৩
হাদিসশাস্ত্র এবং তার প্রচার-প্রসার ২০৩
শিক্ষাদান ও দীক্ষাপ্রদান ২০৩
ইজতিহাদের যোগ্যতা ২০৪
সাহিত্যের রুচিবোধ ২০৪
গঠন-আকৃতি ২০৫
ঈমানি শক্তি ২০৫
প্রজ্ঞা ও রাজনীতি ২০৭
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ২০৭
দান-সদকা ২০৮
হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ২০৯
নাম ও বংশ ২০৯
বংশীয় অবস্থা ২০৯
ইসলাম গ্রহণ ২০৯
হিজরত ২১০
যুদ্ধ ২১০
মুতাযুদ্ধ ২১০
মক্কাবিজয় ২১১
হুনাইনযুদ্ধ ২১২
তায়েফ ২১২
তাবুক ২১২
বনু জাজিমা অভিযান ২১৩
নাজরান অভিযান ২১৪
ইয়ামান অভিযান ২১৪
উজ্জা অভিযান ২১৫
নবুওয়াত দাবিদারদের মূলোৎপাটন ২১৫
মুরতাদদের দমন ২১৬
ইরাকে সেনা অভিযান পরিচালনা এবং তার কারণ ২১৬
ইরাকে সেনা-অভিযান ২১৮
মাযার বা সান্নির যুদ্ধ ২১৯
কিসকার যুদ্ধ ২১৯

জঙ্গে উলাইস ২২০
আমগিশিয়ার যুদ্ধ ২২০
হিরা চুক্তি ২২১
হিরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ২২১
আনবারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ২২২
আইনে তামার ২২৩
দাওমাতুল জানদালে ২২৪
হাসিদ ও খানাফিসের যুদ্ধ ২২৫
সান্নি ও বিশরের যুদ্ধ ২২৬
ফিরাজের যুদ্ধ ২২৬
শাম বিজয় ২২৭
বুসরা ২২৮
আজনাদাইন ২২৮
দামেশক ২২৮
ফিহিল ২২৯
দামেশকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ২২৯
হিমস ২৩০
ইয়ারমুক ২৩০
হাদির ২৩১
কিন্নাসিরিন ২৩২
বাইতুল মাকদিস ২৩২
হিমসের বিদ্রোহ ২৩২
বিচ্যুতি ২৩৩
গভর্নরের দায়িত্ব পালন ২৩৪
মৃত্যু ২৩৪
সন্তান-সন্ততি ২৩৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৩৫
নবীজির সন্তুষ্টি ২৩৬
নবীজির সম্মান ২৩৭
নবীজির ব্যবহৃত বস্তু থেকে বরকত গ্রহণ ২৩৭
যুদ্ধ-জিহাদ ২৩৭
নবীজির জবানে তার প্রশংসা ২৩৯

উত্তম আখলাক ২৪০
সত্যপ্রিয়তা ২৪০
ইসলাম প্রচার ২৪০
হজরত মুগিরা ইবনে শোবা রা. ২৪১
নাম ও বংশ ২৪১
ইসলাম ২৪১
জিহাদ ২৪১
পরম সৌভাগ্য ২৪২
সিদ্দিকি যুগে ২৪২
ফারুকি যুগে ২৪৩
দূতালি ২৪৩
ইরাক অভিযান ২৪৪
দ্বিতীয় দূতালি ২৪৪
মুয়াবিয়া রা.-এর যুগে ২৪৬
মৃত্যু ২৪৬
গঠন-আকৃতি ২৪৬
সন্তানসন্ততি ২৪৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৪৭
হজরত খালেদ ইবনে সাইদ ইবনে আস রা. ২৪৮
নাম ও বংশ ২৪৮
ইসলাম ২৪৮
বিপদ-আপদ এবং দৃঢ়তা ২৪৯
আবিসিনিয়ার হিজরত ২৫০
মদিনায় হিজরত এবং যুদ্ধ ২৫০
মদিনায় অবস্থান ২৫০
গভর্নর হিসেবে ইয়ামানের ২৫০
শাহাদাতবরণ ২৫২
সন্তান-সন্ততি ২৫৩
আংটি ২৫৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৫৩
হজরত শুরাহবিল ইবনে হাসানা রা. ২৫৪
নাম ও বংশ ২৫৪

ইসলাম ও হিজরত ২৫৪
বুসরার রণাঙ্গনে ২৫৫
আজনাদাইন ২৫৫
দামেশক ২৫৫
ফিহিল ২৫৫
বাইসান ২৫৬
জর্দান এবং তার আশপাশের বসতি ২৫৬
ইয়ারমুক ২৫৬
মৃত্যু ২৫৭
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৫৭
হজরত খাব্বাব ইবনে আরাত রা. ২৫৮
নাম ও বংশ ২৫৮
ইসলাম গ্রহণ ২৫৮
বিপদ-আপদ এবং পরীক্ষা ২৫৮
হিজরত ও ভ্রাতৃত্ব ২৬০
যুদ্ধ ২৬০
ফারুকি যুগে ২৬০
অসুস্থতা ও মৃত্যু ২৬১
ওসিয়ত ও মৃত্যু ২৬১
জীবিকানির্বাহ ২৬২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৬২
হজরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. ২৬৪
নাম ও বংশ ২৬৪
ইসলাম ও হিজরত ২৬৪
যুদ্ধ ২৬৪
জু কারাদ অভিযান ২৬৬
খাইবার ২৬৭
সাকিফ ও হাওয়াজিনের যুদ্ধ ২৬৭
বনু কিলাবের অভিযান ২৬৮
জিহাদে অংশগ্রহণ ২৬৮
মৃত্যু ২৬৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৬৯

দান-সদকা ২৬৯
দান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ২৬৯
বীরত্ব ২৭০
ইলমি খেদমত ২৭০
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. ২৭১
নাম ও বংশ ২৭১
ইসলাম গ্রহণ ২৭১
হিজরত ২৭৩
যুদ্ধ ২৭৩
মৃত্যু ২৭৫
নামাজের প্রতি আগ্রহ ২৭৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৫
হজরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব রা. ২৭৬
নাম ও বংশ ২৭৬
ইসলাম গ্রহণ ২৭৬
হিজরত ও যুদ্ধ ২৭৬
মৃত্যু ২৭৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৯
অন্যান্য অবস্থা ২৮০
হককথন ২৮০
নবীজির নির্দেশনার উপর আমল ২৮০
হজরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসি রা. ২৮২
নাম ও বংশ ২৮২
মক্কা সফর ২৮২
ইসলাম ২৮৩
গোত্রে প্রত্যাবর্তন ২৮৪
নবীজিকে নিজ দুর্গে আমন্ত্রণ ২৮৫
হিজরত ২৮৫
যুদ্ধ-জিহাদ ২৮৬
জুল কাফফাইন অভিযান ২৮৬
তায়েফ অভিযান ২৮৬
সন্তান-সন্ততি ২৮৭

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৮৭
হজরত উকবা ইবনে আমের জুহানি রা. ২৮৮
নাম ও বংশ ২৮৮
খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ২৮৮
মৃত্যু ২৮৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৮৯
হাদিস ২৯০
কবিতা ও কাব্য ২৯০
আখলাক-চরিত্র ২৯০
নবীজির খেদমত ২৯১
নবীজির সম্মান ২৯১
দোষ গোপন করা ২৯২
সমরশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ ২৯২
সরলতা ২৯৩
হজরত উমায়ের ইবনে ওয়াহাব রা. ২৯৪
নাম ও বংশ ২৯৪
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ২৯৪
নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা ২৯৫
ইসলাম গ্রহণ ২৯৬
মক্কায় প্রত্যাবর্তন এবং ইসলাম প্রচার ২৯৭
হিজরত ও জিহাদ ২৯৭
খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ২৯৭
মৃত্যু ২৯৮
হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রা. ২৯৯
নাম ও বংশ ২৯৯
ইসলাম ও হিজরত ২৯৯
যুদ্ধ ২৯৯
ইরতিদাদের ফেতনা ও শাহাদাত ৩০০
উমর রা.-এর বেদনা ৩০১
দেহাবয়ব ৩০২
স্ত্রী-সন্তান ৩০২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩০২

হজরত আবু রাফে রা. ৩০৩
নাম ও বংশ ৩০৩
গোলামি ও আজাদি ৩০৩
ইসলাম ৩০৩
বিপদাপদ এবং পরীক্ষা ৩০৪
হিজরত ৩০৫
যুদ্ধ ৩০৫
মৃত্যু ৩০৫
সন্তান-সন্ততি ৩০৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩০৫
ছাত্র ৩০৬
অন্যান্য অবস্থা ৩০৬
হজরত সাইদ ইবনে আমের ইবনে হুজাইম রা. ৩০৭
নাম ও বংশ ৩০৭
ইসলাম ও হিজরত ৩০৭
যুদ্ধ-জিহাদ ৩০৭
ইয়ারমুকযুদ্ধ ৩০৭
হিমসের গভর্নর ৩০৮
মৃত্যু ৩০৮
দারিদ্র্য এবং দুনিয়াবিমুখতা ৩০৮
মানুষের প্রতি সমবেদনা ৩০৯
হজরত আকিল ইবনে আবু তালেব রা. ৩১১
নাম ও বংশ ৩১১
বদরযুদ্ধে বন্দি হওয়া ৩১১
ইসলাম, হিজরত ও যুদ্ধ ৩১২
আলি মুরতাজা রা.-এর শাসনামলে ৩১২
মৃত্যু ৩১২
পরিবার-পরিজন ৩১২
জীবিকানির্বাহের মাধ্যম ৩১৩
ইলমি যোগ্যতা ৩১৩
নবীজির ভালোবাসা ৩১৪
সুন্নাহর প্রতি যত্নশীলতা ৩১৪

হজরত নওফাল ইবনে হারেস রা. ৩১৫
নাম ও বংশ ৩১৫
বদর ৩১৫
ইসলাম ৩১৬
জিহাদ ৩১৭
মৃত্যু ৩১৭
সন্তান-সন্ততি ৩১৮
অন্যান্য অবস্থা ৩১৮
হজরত ফজল ইবনে আব্বাস রা. ৩১৯
নাম ও বংশ ৩১৯
ইসলাম গ্রহণ ৩১৯
হিজরত ৩১৯
যুদ্ধ-জিহাদ ৩১৯
পরম সৌভাগ্য ৩২০
মৃত্যু ৩২১
দেহাবয়ব ৩২১
সন্তান-সন্ততি ৩২১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩২১
হজরত তুলাইব ইবনে উমায়ের রা. ৩২২
নাম ও বংশ ৩২২
ইসলাম গ্রহণ ৩২২
মায়ের ইসলাম গ্রহণ ৩২৩
নবীজির সাহায্য ৩২৩
হিজরত এবং ভ্রাতৃত্ব ৩২৪
বদর ৩২৪
মৃত্যু ৩২৪
হজরত আবু আবদুল্লাহ সাওবান রা. ৩২৫
নাম ও বংশ ৩২৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩২৫
আচার-ব্যবহার ৩২৬
নবীজির নির্দেশের প্রতি যত্নশীলতা ৩২৭
হজরত আমর ইবনে আবাসা রা. ৩২৮

নাম ও বংশ ৩২৮
ইসলাম ৩২৮
মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন ৩২৯
হিজরত ৩২৯
যুদ্ধ-জিহাদ ৩২৯
মৃত্যু ৩৩০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩১
হজরত ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ৩৩২
নাম ও বংশ ৩৩২
বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বন্দিত্ব ৩৩২
বন্দিত্বের পরীক্ষা ৩৩৩
বন্দিদশা থেকে পলায়ন ৩৩৩
কীর্তি ৩৩৩
উমরাতুল কাজা এবং খালেদ রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ৩৩৪
মৃত্যু ৩৩৪
উম্মে সালামা রা.-এর বেদনা ৩৩৫
হজরত সালামা ইবনে হিশাম রা. ৩৩৬
নাম ও বংশ ৩৩৬
ইসলাম গ্রহণ, হিজরত এবং বিপদ-মুসিবত ৩৩৬
বন্দিদশা থেকে মুক্তি এবং হিজরত ৩৩৭
যুদ্ধ-জিহাদ ৩৩৭
মৃত্যু ৩৩৭
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রা. ৩৩৮
নাম ও বংশ ৩৩৮
ইসলাম ও হিজরত ৩৩৮
মক্কায় প্রত্যাবর্তন ৩৩৮
যুদ্ধ-জিহাদ ৩৩৮
ইয়ামামার যুদ্ধ এবং শাহাদাত ৩৩৯
হজরত মুয়াইকিব ইবনে আবু ফাতেমা দাউসি রা. ৩৪১
নাম ও বংশ ৩৪১
ইসলাম ও হিজরত ৩৪১
যুদ্ধ-জিহাদ ৩৪১

সিদ্দিকি ও ফারুকি যুগে ৩৪১
উসমানি যুগ এবং মৃত্যু ৩৪২
সন্তান-সন্ততি ৩৪২
ইলমি হালাত ৩৪২
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমি রা. ৩৪৩
নাম ও বংশ ৩৪৩
ইসলাম ও হিজরত ৩৪৩
দূতালি ৩৪৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৪৪
সেনাপতি হিসেবে ৩৪৪
খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে ৩৪৪
মৃত্যু ৩৪৬
বংশ যাচাই ৩৪৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৪৬
হজরত হাজ্জাজ ইবনে ইলাত রা. ৩৪৭
নাম ও বংশ ৩৪৭
ইসলাম ৩৪৭
হিজরত ৩৪৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৪৯
মসজিদ এবং বাড়ি নির্মাণ ৩৪৯
মৃত্যু ৩৫০
অর্থ-সম্পদ ৩৫০
সন্তান-সন্ততি ৩৫০
হজরত আবু বারজা সুলামি রা. ৩৫১
নাম ও বংশ ৩৫১
ইসলাম গ্রহণ ও জিহাদে অংশগ্রহণ ৩৫১
মৃত্যু ৩৫২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৫২
দুনিয়াবিমুখতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ৩৫৩
দরিদ্রদের প্রতি দয়া ৩৫৩
নবীজির প্রতি সম্মান ৩৫৪
হজরত হিশাম ইবনুল আস রা. ৩৫৫

নাম ও বংশ ৩৫৫
ইসলাম ও হিজরত ৩৫৫
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৫৫
খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে ৩৫৬
শ্রেষ্ঠত্ব ৩৫৭
হজরত কুদামা ইবনে মাজউন রা. ৩৫৮
নাম ও বংশ ৩৫৮
ইসলাম ও হিজরত ৩৫৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৫৮
বাহরাইনের গভর্নরের দায়িত্ব পালন ৩৫৮
মৃত্যু ৩৬০
পরিবার-পরিজন ৩৬১
হজরত আবু আহমদ ইবনে জাহাশ রা. ৩৬২
নাম ও বংশ ৩৬২
ইসলাম ও হিজরত ৩৬২
আবু সুফিয়ানের শত্রুতা ৩৬২
মৃত্যু ৩৬৩
স্ত্রী-সন্তান ৩৬৩
হজরত আমর ইবনে সাইদ ইবনে আস আকবর রা. ৩৬৪
নাম ও বংশ ৩৬৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৩৬৪
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৬৫
গভর্নর ৩৬৫
শাম বিজয় এবং মৃত্যু ৩৬৬
হজরত মিসতাহ ইবনে উসাসা রা. ৩৬৭
নাম ও বংশ ৩৬৭
ইসলাম গ্রহণ এবং জিহাদ ৩৬৭
মৃত্যু ৩৬৯
হজরত মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ গনাবি রা. ৩৭০
নাম ও বংশ ৩৭০
ইসলাম ও হিজরত ৩৭০
বদরযুদ্ধ ৩৭০

আয়াত অবতরণ ৩৭০
শাহাদাত ৩৭১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৭২
গঠনাকৃতি ৩৭২
হজরত আবু রুহম গিফারি রা. ৩৭৩
নাম ও বংশ ৩৭৩
উহুদ যুদ্ধ ৩৭৩
মৃত্যু ৩৭৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৭৫
হজরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি রা. ৩৭৬
নাম ও বংশ ৩৭৬
ইসলাম ৩৭৬
বিরে মাউনা ৩৭৬
আমর রা.-এর দূতালি এবং নাজাশির ইসলাম গ্রহণ ৩৭৭
একটি অভিযান ৩৭৮
মৃত্যু ৩৭৯
সন্তান-সন্ততি ৩৭৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৭৯
অন্যান্য বিষয় ৩৭৯
হজরত আবান ইবনে সাইদ ইবনে আস রা. ৩৮০
নাম ও বংশ ৩৮০
জাহেলি যুগে ৩৮০
এক পাদরির সাথে কথোপকথন ৩৮১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৩৮১
যুদ্ধ-জিহাদ ৩৮২
বাহরাইনের গভর্নরপদে ৩৮২
সিদ্দিকি খেলাফত যুগে ৩৮২
মৃত্যু ৩৮৩
হজরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রা. ৩৮৪
নাম ও বংশ ৩৮৪
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ৩৮৪
হিজরত ৩৮৬

জিহাদ ৩৮৬
মৃত্যু ৩৮৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৮৬
হজরত ওয়াকেদ ইবনে আবদুল্লাহ রা. ৩৮৭
নাম ও বংশ ৩৮৭
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৩৮৭
যুদ্ধ-জিহাদ ৩৮৭
মৃত্যু ৩৮৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৮৮
হজরত আইয়াশ ইবনে আবু রবিয়া রা. ৩৮৯
নাম ও বংশ ৩৮৯
ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত ৩৮৯
পরীক্ষা ও বিপদ-মুসিবত ৩৮৯
মৃত্যু ৩৯০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৯০
হজরত আবু ফাকিহা রা. ৩৯১
নাম ও বংশ ৩৯১
ইসলাম গ্রহণ এবং বিপদ-মুসিবত ৩৯১
হিজরত ও মৃত্যু ৩৯২
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা রা. ৩৯৩
নাম ও বংশ ৩৯৩
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৩৯৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৯৩
শাহাদাতবরণ ৩৯৪
পরিবার-পরিজন ৩৯৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৯৪
হজরত নাইম আন-নাহহাম রা. ৩৯৫
নাম ও বংশ ৩৯৫
ইসলাম গ্রহণ ৩৯৫
হিজরত ৩৯৬
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৯৬
মৃত্যু ৩৯৬

সন্তান-সন্ততি ৩৯৬
অন্যান্য অবস্থা ৩৯৭
হজরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ রা. ৩৯৮
নাম ও বংশ ৩৯৮
ইসলাম ও হিজরত ৩৯৮
বিদায় হজ ৩৯৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৯৯
সতর্কতা ৩৯৯
হজরত আমর ইবনে আউফ রা. ৪০০
নাম ও বংশ ৪০০
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪০০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪০০
তাবুকযুদ্ধ ৪০০
মৃত্যু ৪০১
হজরত উসমান ইবনে তালহা ইবনে আবু তালহা রা. ৪০২
নাম ও বংশ ৪০২
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪০২
মক্কাবিজয় অভিযান ৪০২
মৃত্যু ৪০৩
হজরত সাহাল ইবনে বাইদা রা. ৪০৪
নাম ও বংশ ৪০৪
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ৪০৪
ইসলাম গ্রহণ ৪০৫
বদর ৪০৫
হিজরত ও জিহাদ ৪০৫
মৃত্যু ৪০৫
হজরত সুহাইল ইবনে বাইদা রা. ৪০৬
নাম ও বংশ ৪০৬
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪০৬
যুদ্ধ-জিহাদ ৪০৬
মৃত্যু ৪০৭
হজরত আবু কায়েস ইবনে হারেস রা. ৪০৮

নাম ও বংশ ৪০৮
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪০৮
যুদ্ধ-জিহাদ ৪০৯
শাহাদাত ৪০৯
হজরত আবু কাবশা রা. ৪১০
নাম ও বংশ ৪১০
ইসলাম ৪১০
হিজরত ৪১০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪১০
মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ৪১১
মৃত্যু ৪১১
হজরত সুলাইত ইবনে আমর রা. ৪১২
নাম ও বংশ ৪১২
ইসলাম গ্রহণ ৪১২
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪১২
দূতালি ৪১২
শাহাদাত ৪১৩
হজরত আবু মারসাদ গনাবি রা. ৪১৪
নাম ও বংশ ৪১৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪১৪
যুদ্ধ ৪১৪
মৃত্যু ৪১৫
হজরত জুশ-শিমালাইন রা. ৪১৬
নাম ও বংশ ৪১৬
ইসলাম ও হিজরত ৪১৭
শাহাদাত ৪১৭
হজরত আবু সাবরা ইবনে আবু রুহুম রা. ৪১৮
নাম ও বংশ ৪১৮
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪১৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪১৯
মৃত্যু ৪১৯
হজরত খুনাইস ইবনে হুজাফা রা. ৪২০

নাম ও বংশ ৪২০
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪২০
যুদ্ধ ও শাহাদাত ৪২০
হজরত উতবা ইবনে মাসউদ রা. ৪২২
নাম ও বংশ ৪২২
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪২২
যুদ্ধ-জিহাদ ৪২২
মৃত্যু ৪২২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪২৩
হজরত সাফওয়ান ইবনে বাইদা রা. ৪২৪
নাম ও বংশ ৪২৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪২৪
যুদ্ধ-জিহাদ ৪২৪
হজরত সিনান ইবনে আবু সিনান রা. ৪২৫
নাম ও বংশ ৪২৫
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪২৫
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪২৫
মৃত্যু ৪২৫
হজরত আনিসা রা. ৪২৬
নাম ও বংশ ৪২৬
ইসলাম ও হিজরত ৪২৬
যুদ্ধ ও মৃত্যু ৪২৬
হজরত তোফায়েল ইবনে হারেস রা. ৪২৭
নাম ও বংশ ৪২৭
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪২৭
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪২৭
মৃত্যু ৪২৭
সন্তান-সন্ততি ৪২৭
হজরত সায়েব ইবনে উসমান রা. ৪২৮
নাম ও বংশ ৪২৮
আবিসিনিয়া হিজরত এবং প্রত্যাবর্তন ৪২৮
মদিনায় হিজরত ৪২৮

নবীজির প্রতিনিধি হিসেবে ৪২৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪২৯
মৃত্যু ৪২৯
হজরত আমের ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ৪৩০
নাম ও বংশ ৪৩০
ইসলাম গ্রহণ ৪৩০
হিজরত ও জিহাদ ৪৩১
মৃত্যু ৪৩১
হজরত ওয়াহাব ইবনে সাদ রা. ৪৩২
নাম ও বংশ ৪৩২
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৩২
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৩২
শাহাদাত ৪৩২
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস রা. ৪৩৩
নাম ও বংশ ৪৩৩
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৩৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৩৩
মৃত্যু ৪৩৩
হজরত আমর ইবনে সুরাকা রা. ৪৩৪
নাম ও বংশ ৪৩৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৩৪
যুদ্ধ-জিহাদ ৪৩৪
মৃত্যু ৪৩৫
সন্তান ৪৩৫
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সুরাকা রা. ৪৩৬
নাম ও বংশ ৪৩৬
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৩৬
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৩৬
মৃত্যু ৪৩৬
হজরত আসওয়াদ ইবনে নওফাল রা. ৪৩৭
নাম ও বংশ ৪৩৭
ইসলাম গ্রহণ ৪৩৭

হিজরত ৪৩৭
হজরত সুমামা ইবনে আদি রা. ৪৩৮
নাম ও বংশ ৪৩৮
ইসলাম গ্রহণ ৪৩৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৩৮
হজরত সাদ ইবনে খাওলা রা. ৪৩৯
নাম ও বংশ ৪৩৯
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৩৯
যুদ্ধ-জিহাদ ৪৩৯
মৃত্যু ৪৩৯
সন্তান-সন্ততি ৪৪০
হজরত মা'মার ইবনে আবু সারাহ রা. ৪৪১
নাম ও বংশ ৪৪১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৪১
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৪১
মৃত্যু ৪৪১
স্ত্রী-সন্তান ৪৪২
হজরত মাহমিয়া ইবনে জায রা. ৪৪৩
নাম ও বংশ ৪৪৩
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৪৩
যুদ্ধ-জিহাদ ৪৪৩
হজরত আদি ইবনে নাদলা রা. ৪৪৪
নাম ও বংশ ৪৪৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৪৪
মৃত্যু ৪৪৪
সন্তান-সন্ততি ৪৪৪
হজরত ইয়াজিদ ইবনে জামআ রা. ৪৪৬
নাম ও বংশ ৪৪৬
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৪৬
যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং শাহাদাত ৪৪৬
হজরত সাকরান ইবনে আমর রা. ৪৪৭
নাম ও বংশ ৪৪৭

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৪৭
মৃত্যু ৪৪৭
হজরত আবু সিনান ইবনে মিহসান রা. ৪৪৮
নাম ও বংশ ৪৪৮
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৪৮
যুদ্ধ ৪৪৮
মৃত্যু ৪৪৮
হজরত ফিরাস ইবনে নজর রা. ৪৫০
নাম ও বংশ ৪৫০
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫০
শাহাদাতবরণ ৪৫০
হজরত হাতেব ইবনে হারেস রা. ৪৫১
নাম ও বংশ ৪৫১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫১
মৃত্যু ৪৫১
হজরত মা'মার ইবনে হারিস রা. ৪৫২
নাম ও বংশ ৪৫২
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫২
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৫২
মৃত্যু ৪৫২
হজরত আবু রুহুম আশআরি রা. ৪৫৩
নাম ও বংশ ৪৫৩
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫৩
হজরত আবু বুরদা রা. ৪৫৪
নাম ও বংশ ৪৫৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫৪
হজরত হারেস ইবনে খালেদ রা. ৪৫৫
নাম ও বংশ ৪৫৫
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫৫
মৃত্যু ৪৫৫
হজরত ইয়াজ ইবনে জুহাইর রা. ৪৫৬
নাম ও বংশ ৪৫৬

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫৬
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৫৭
মৃত্যু ৪৫৭
হজরত খাব্বাব রা. ৪৫৮
নাম ও বংশ ৪৫৮
ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত ৪৫৮
যুদ্ধ-জিহাদ ৪৫৮
মৃত্যু ৪৫৮
হজরত মাসউদ ইবনে রবি রা. ৪৫৯
নাম ও বংশ ৪৫৯
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৫৯
যুদ্ধ-জিহাদ ৪৫৯
মৃত্যু ৪৫৯
হজরত রবিয়া ইবনে আকসাম রা. ৪৬০
নাম ও বংশ ৪৬০
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৬০
শাহাদাত ৪৬০
হজরত উমায়ের ইবনে রিয়াব রা. ৪৬১
নাম ও বংশ ৪৬১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৬১
শাহাদাত ৪৬১
হজরত আমর ইবনে উসমান রা. ৪৬২
নাম ও বংশ ৪৬২
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৬২
মৃত্যু ৪৬২
হজরত খাত্তাব ইবনে হারেস রা. ৪৬৩
নাম ও বংশ ৪৬৩
ইসলাম গ্রহণ ৪৬৩
মৃত্যু ৪৬৩
হজরত আকিল ইবনে আবু বুকাইর রা. ৪৬৪
নাম ও বংশ ৪৬৪
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৬৪

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৬৫
হজরত আবদুল্লাহ আল-আসগর রা. ৪৬৬
নাম ও বংশ ৪৬৬
হিজরত ৪৬৬
মৃত্যু ৪৬৬
হজরত কায়েস ইবনে আবদুল্লাহ রা. ৪৬৭
নাম ও বংশ ৪৬৭
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৬৭
হজরত মালেক ইবনে জামআ রা. ৪৬৮
নাম ও বংশ ৪৬৮
ইসলাম ও হিজরত ৪৬৮
হজরত হাতেব ইবনে আমর রা. ৪৬৯
নাম ও বংশ ৪৬৯
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৬৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৬৯
হজরত আরবাদ ইবনে হুমাইয়ার রা. ৪৭০
নাম ও বংশ ৪৭০
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৭০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৭০
হজরত জাহাম ইবনে কায়েস রা. ৪৭১
নাম ও বংশ ৪৭১
ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ৪৭১
হজরত হাশেম ইবনে আবু হুজাইফা রা. ৪৭২
নাম ও বংশ ৪৭২
হিজরত ৪৭২
মৃত্যু ৪৭২
গ্রন্থপঞ্জি ৪৭৩
হাদিস ও তাখরিজের কিতাব ৪৭৩
ইতিহাস, তারাজিম ও তাবাকাতের কিতাব ৪৭৫

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.

(১০ হিজরিপূর্ব-৭৩ হিজরি : ৬১৩-৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)[১]

নাম ও বংশ

নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু আবদুর রহমান। পিতার দিক থেকে বংশধারা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে রবাহ ইবনে কুরাত ইবনে রজাহ ইবনে আদি ইবনে কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহির।

মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা হলো, জাইনাব বিনতে মাজউন ইবনে হাবিব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুজাফা ইবনে জুমাহ ইবনে আমর ইবনে হাসিস।

জন্ম

সহিহ বর্ণনার[২] আলোকে প্রমাণিত, তৃতীয় হিজরি উহুদযুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এই হিসেবে অনুমান করা যায়, তার জন্ম হয়েছিল নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর যখন উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন সম্ভবত ইবনে উমর রা.-এর বয়স ছিল আনুমানিক পাঁচ বছর।

ইসলাম গ্রহণ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর যখন কিছুটা বুঝার বয়স হয়ে ওঠে, তখন থেকেই তিনি ঘরের পরিবেশ ইসলামি রঙে রঙিন দেখতে পান। ইসলামের ছায়ায় তিনি বেড়ে ওঠেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি তার সম্মানিত পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, তিনি পিতার সাথে সেইভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন,

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৩/২০৩) গ্রন্থকার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর নাম এভাবে লেখেন, عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بنِ نُفَيْلٍ العَدَوِيُّ

[২] সহিহ বুখারি : ৩৯৫৫; তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৪/১০৬

যেভাবে বংশের কোনো বড় ব্যক্তি কোনো নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে ওই পরিবারের ছোট সদস্যরা নিজের অজান্তে ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলে।

যারা বর্ণনা করেছে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন উমর রা.-এর পূর্বে, প্রকৃতপক্ষে তাদের নিকট বিষয়টি বাইয়াতে রিদওয়ানের ঘটনার সঙ্গে উলট-পালট হয়ে গেছে। সহিহ বুখারিতে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্য বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আমি ছোট্ট বালক ছিলাম।[৩] আসলে তিনি তখন এতই ছোট ছিলেন যে, কোন ধর্ম সঠিক আর কোন ধর্ম বাতিল, তা নির্ণয়ের বোধবুদ্ধিও হয়ে ওঠেনি তার। এই অবস্থায় তিনি কী করে পিতামাতার পূর্বেই ইসলাম কবুল করতে পারেন!

হিজরত

একদিকে ইসলামের প্রদীপ যেভাবে চারদিক আলো ছড়াচ্ছিল, তেমনিভাবে কাফের-মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারের সীমাও সমান মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পরিবারের লোকেরাও সেই জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিলেন না। এজন্য উমর রা. একসময় পরিবার-পরিজন নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন।

বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ

বদর : হিজরতের পর হক ও বাতিলের মাঝে প্রথম যেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তা বদরযুদ্ধ নামে পরিচিত। সেসময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। তা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ পেশ করেন; কিন্তু বয়স-স্বল্পতার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি।[৪]

উহুদ : বদরের এক বছর পর উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যও আবেদন করেন; কিন্তু যেহেতু তখনও তার বয়স চৌদ্দ বছর অতিক্রম করেনি, তাই এবারও তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।[৫]

---

[৩] সহিহ বুখারি : ৩৮৬৫

[৪] সহিহ বুখারি : ৩৯৫৫; তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৪/১০৬

[৫] সহিহ বুখারি : ৪০৯৭; সহিহ মুসলিম : ১৮৬৮

খন্দক : উহুদ যুদ্ধের দুই বছর পর পঞ্চম হিজরিতে খন্দকযুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।[৬]

বাইয়াতে রিদওয়ান : ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে যেই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবানদের তালিকায় শামিল থাকার সুযোগ হয়েছিল তার। এমনকি ঘটনাক্রমে তিনি তার পিতা উমর ফারুক রা.-এর আগেই বাইয়াত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। ঘটনা হচ্ছে, উমর ফারুক রা. ঘোড়া আনার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে পাঠিয়েছিলেন এক আনসারি সাহাবির নিকট। ঘোড়ায় চড়ে জিহাদ করা ছিল তার উদ্দেশ্য। ঘোড়া আনার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যখন বের হন, তখন জানতে পারেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মুহূর্তে সাহাবিদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছেন। তিনি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বাইয়াত হয়ে যান। ঘোড়া নিয়ে উমর রা.-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে বাইয়াতের ব্যাপারে অবহিত করেন। ছেলের মুখে এ সংবাদ পেয়ে উমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং বাইয়াতের মর্যাদা লাভ করেন।

খাইবার : এরপর খাইবারের যুদ্ধ হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সেই যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। এ অভিযানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল-হারামের বিশেষ কিছু বিধান জারি করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তা সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।[৭]

মক্কাবিজয় : মুসলমানদের সাথে কুরাইশদের সর্বশেষ অভিযানটি মক্কাবিজয় বলে পরিচিত। ওই সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বয়স ছিল বিশ বছর। তিনি তখন যুবক। একজন সাহসী মুজাহিদ হিসেবে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে তার যুদ্ধ-সামগ্রীর মধ্যে ছিল একটি দ্রুতগামী ঘোড়া। একটি ভারী বর্শা। দেহে ছিল ছোট্ট একটি চাদর। এ অবস্থায় তিনি ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটা শুরু করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি পড়ে আবদুল্লাহর উপর। রাসুল তার প্রশংসা করে বলেন, 'আবদুল্লাহই আবদুল্লাহ।'

---

[৬] সহিহ বুখারি : ৪০৯৭

[৭] সহিহ বুখারি : ৪২১৫, ৪২১৭, ৪২১৮, ৪২২৮

সিয়ারুস সাহাবা

পঞ্চম খণ্ড

(আনসার সাহাবিদের জীবনকথা : প্রথম অংশ)

রচনা ও বিন্যাস
মাওলানা সাঈদ আনসারি রহ.
সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

মাওলানা ফখরুল হাসান
অনূদিত

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৬
আনসারদের বংশপরিক্রমা ২৭
১. সামাজিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরা ৩৪
২. ভাষা ৩৪
৩. ধর্ম ৩৬
৪. নাম ৩৭
৫. আত্মীয়তা ৩৮
৬. গঠন ও রূপ ৪০
আনসারদের ইতিহাস ৪২
আরব ইতিহাসবিদদের বর্ণনা ৪২
আমাদের অভিমত ৪৪
আনসার বংশের শাখাপ্রশাখা ৫৪
আনসারদের বসতি ৫৮
আনসারদের গৃহযুদ্ধ ৬২
সামির যুদ্ধ ৬৩
কাব ইবনে আমর যুদ্ধ ৬৪
সারারা যুদ্ধ ৬৪
হাসিন ইবনে আসলাত যুদ্ধ ৬৫
রাবি যুদ্ধ ৬৫
ফারে' যুদ্ধ ৬৫
হাতেব যুদ্ধ ৬৫
রাবি যুদ্ধ ৬৬
বাকি যুদ্ধ ৬৭
ফিজারের প্রথম যুদ্ধ ৬৭
মাবাস ও মাজরাস যুদ্ধ ৬৭

ফিজারের দ্বিতীয় যুদ্ধ ৬৮
বুআস যুদ্ধ ৬৯
আনসারদের ধর্ম ৭৪
আনসারদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ৮২
সামাজিক শৃঙ্খলা ৮২
সৈন্য পরিচালনা ৮৪
দুর্গের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৮৬
ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ৯২
উপকারী ব্যবস্থাপনা ৯৩
বিবিধ ৯৪
কৃষি ব্যবস্থাপনা ৯৬
ব্যবসা ৯৮
শিল্প ও প্রযুক্তি ১০১
শিক্ষা ১০১
ইসলামের যুগ ১০২
আনসার সমাজে ইসলামের আগমন ১০২
প্রথম আকাবার বাইয়াত ১০৪
দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত ১০৭
সাদ ইবনে মুআজ ও উসাইদ ইবনে হুজাইরের ইসলাম গ্রহণ ১০৯
আকাবার বৃহত্তম বাইয়াত ১১১
আউস গোত্র ১১৬
খাজরাজ গোত্র ১১৬
মুহাজিরদের হিজরত ১২০
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ১২২
মসজিদে নববি নির্মাণ ১২৪
ইহুদিদের সাথে চুক্তি ১২৫
ভ্রাতৃবন্ধন ১২৬
আজান ১২৯
হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. ১৩০
নাম ও বংশ ১৩০
বংশপরম্পরা ১৩০
ইসলাম ১৩০

নবীজিকে মেহমানদারি ১৩০
ভ্রাতৃত্ববন্ধন ১৩৩
জিহাদ ও অন্যান্য অবস্থাবলি ১৩৩
পরিবার ও সন্তান ১৩৪
মিসর সফর ১৩৪
রোমের যুদ্ধ ১৩৫
ইন্তেকাল ১৩৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৩৬
উত্তম গুণাবলি ১৩৮
হজরত আনাস ইবনে নজর রা. **১৪০**
নাম ও বংশ ১৪০
বংশপরম্পরা ১৪০
ইসলামগ্রহণ ১৪০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও ইন্তেকাল ১৪০
চরিত্র ১৪১
হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. **১৪৩**
নাম ও বংশ ১৪৩
বংশপরম্পরা ১৪৩
ইসলাম গ্রহণ ১৪৪
রাসুলের খেদমত ১৪৪
সাদাসিধে জীবনাচার ১৪৭
ইন্তেকাল ১৫০
সন্তান-পরিবার ও গার্হস্থ্য জীবন ১৫১
জীবনধারা, গঠন ও পোশাক ১৫২
ফিকহ ১৫৫
চরিত্র ১৫৯
হজরত উবাই ইবনে কাব রা. **১৬৫**
নাম, বংশ এবং প্রাথমিক জীবন ১৬৫
বংশপরম্পরা ১৬৫
ইসলাম ১৬৫
ভ্রাতৃবন্ধন ১৬৬
গাজওয়া ও সাধারণ জীবনধারা ১৬৬

মৃত্যু ১৬৮
পরিবার ও সন্তান ১৬৮
শারীরিক গঠন ১৬৮
চরিত্র ও অভ্যাস ১৬৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৭১
কুরআন মাজিদ ১৭২
অধ্যাপনা ১৭৬
মুসহাফে উবাই ইবনে কাব ১৭৮
তাফসির ১৭৮
শানে নুজুল ১৭৯
হাদিস ১৭৯
ফিকহ ১৮০
কিতাবুস সালাত ১৮২
কিতাবুল হাদিদ ১৮৩
আশরিবা অধ্যায় ১৮৩
তিনি লিখতে জানতেন ১৮৪
নবীজির প্রতি ভালোবাসা ১৮৪
হজরত আবু তালহা আনসারি রা. **১৮৬**
নাম ও বংশ ১৮৬
বংশপরম্পরা ১৮৬
ইসলাম গ্রহণ ১৮৬
ভ্রাতৃবন্ধন ১৮৭
জিহাদি জীবন ১৮৭
সাধারণ জীবনযাপন ১৮৮
অবয়ব ১৯১
ইন্তেকাল ১৯১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৯২
চরিত্র ১৯৪
হজরত আবু দারদা রা. **১৯৭**
নাম ও বংশ ১৯৭
বংশপরম্পরা ১৯৭
ইসলাম গ্রহণ ১৯৭

যুদ্ধ ও জীবনধারা ১৯৮
পরিবার-পরিজন ২০০
শারিরিক গঠন ২০০
মৃত্যু ২০০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২০১
কুরআনের পাঠশালা ২০২
তাফসির ২০৩
হাদিস ২০৪
ফিকহ ২০৬
চরিত্রমাধুর্য ২০৬
হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. ২১২
নাম ও বংশ ২১২
বংশপরম্পরা ২১২
ইসলাম ২১২
যুদ্ধ ও বিভিন্ন ঘটনা ২১৩
মৃত্যু ২১৬
সন্তান ২১৭
শারীরিক গঠন ২১৭
ইলম ও মর্যাদা ২১৭
চরিত্র ও স্বভাব ২১৮
হজরত আবু মাসউদ বদরি রা. ২২২
নাম ও বংশ ২২২
বংশপরম্পরা ২২২
ইসলাম ২২২
যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং জীবনধারা ২২২
ইন্তেকাল ২২৩
সন্তান ২২৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২২৩
চরিত্র ২২৩
হজরত আবু কাতাদা রা. ২২৫
নাম ও বংশ ২২৫
বংশপরম্পরা ২২৫

ইসলাম ২২৫
ইসলামের জন্য যুদ্ধ ২২৫
সাধারণ জীবন ২২৮
মৃত্যু ২২৮
শারীরিক গঠন ২২৯
সন্তান ২২৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২২৯
আচরণ ও অভ্যাস ২৩০
হজরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. ২৩৩
নাম ও বংশ ২৩৩
বংশপরম্পরা ২৩৩
ইসলাম গ্রহণ ২৩৩
জিহাদ এবং অন্যান্য ঘটনা ২৩৪
ইন্তেকাল ২৩৬
পরিবার ও পরিজন ২৩৭
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৩৭
উত্তম গুণাবলি ২৩৭
হজরত আবু দুজানা রা. ২৩৯
নাম ও বংশ ২৩৯
বংশপরম্পরা ২৩৯
ইসলাম ২৩৯
গাজওয়া ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি ২৩৯
শাহাদাত ২৪১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৪১
চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ২৪১
হজরত আবুল ইউস্‌র কাব ইবনে আমর রা. ২৪২
নাম ও বংশ ২৪২
বংশপরম্পরা ২৪২
ইসলাম গ্রহণ ২৪২
যুদ্ধজীবন ২৪২
ইন্তেকাল ২৪৩
সন্তান ২৪৩

শারীরিক গঠন ২৪৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৪৩
তার শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন ২৪৪
চরিত্র ও আচার-আচরণ ২৪৪
হজরত আবু লুবাবা রা. ২৪৫
নাম ও বংশ ২৪৫
বংশপরম্পরা ২৪৫
ইসলাম গ্রহণ ২৪৫
জিহাদ ২৪৫
ইন্তেকাল ২৪৮
সন্তান-সন্ততি ২৪৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৪৮
ব্যবহার ২৪৮
হজরত আবুল হায়সাম ইবনে তাইহান রা. ২৪৯
নাম ও বংশ ২৪৯
বংশপরম্পরা ২৪৯
ইসলাম গ্রহণ ২৪৯
জিহাদ ২৫০
ইন্তেকাল ২৫০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৫১
চরিত্র ২৫১
হজরত আসআদ ইবনে জুরারা রা. ২৫৩
নাম ও বংশ ২৫৩
বংশপরম্পরা ২৫৩
ইসলাম গ্রহণ ২৫৩
ইন্তেকাল ২৫৫
সন্তানাদি ২৫৬
হজরত আবু কায়েস সিরমা রা. ২৫৭
নাম ও বংশ ২৫৭
বংশপরম্পরা ২৫৭
ইসলাম গ্রহণ ২৫৮
ইন্তেকাল ২৫৮

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৫৯
চরিত্র ২৬০
হজরত আবু হুমাইদ সায়েদি রা. ২৬২
নাম ও বংশ ২৬২
বংশপরম্পরা ২৬২
ইসলাম গ্রহণ ২৬২
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৬২
ইন্তেকাল ২৬২
সন্তান-সন্ততি ২৬৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৬৩
ব্যবহার ২৬৪
হজরত উসাইরাম রা. ২৬৫
নাম ও বংশ ২৬৫
বংশপরম্পরা ২৬৫
ইসলাম গ্রহণ ২৬৫
উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাত ২৬৬
হজরত আবু জায়েদ আমর ইবনে আখতাব রা. ২৬৭
নাম ও বংশ ২৬৭
বংশপরম্পরা ২৬৭
ইসলাম গ্রহণ ২৬৭
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৬৭
সন্তান ২৬৭
শারীরিক গঠন ২৬৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৬৮
চরিত্র ২৬৮
হজরত আবু আমারা রা. ২৬৯
নাম ও বংশ ২৬৯
বংশপরম্পরা ২৬৯
ইসলাম গ্রহণ ২৬৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৬৯
ইন্তেকাল ২৭০
সন্তান ২৭০

হজরত আউস ইবনে খাওয়ালি রা. ২৭১
নাম ও বংশ ২৭১
বংশপরম্পরা ২৭১
ইসলাম গ্রহণ ২৭১
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৭১
ইন্তেকাল ২৭২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭২
হজরত আবু আবস ইবনে জবর রা. ২৭৩
নাম ও বংশ ২৭৩
বংশপরম্পরা ২৭৩
ইসলাম গ্রহণ ২৭৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৭৩
ইন্তেকাল ২৭৪
সন্তান-সন্ততি ২৭৪
শারীরিক গঠন ২৭৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৪
হজরত আবু জায়েদ রা. ২৭৫
নাম ও বংশ ২৭৫
বংশপরম্পরা ২৭৫
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৭৫
ইন্তেকাল ২৭৫
সন্তান-সন্ততি ২৭৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৬
হজরত আবু উসাইদ সায়েদি রা. ২৭৭
নাম ও বংশ ২৭৭
বংশপরম্পরা ২৭৭
ইসলাম গ্রহণ ২৭৭
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৭৭
ইন্তেকাল ২৭৭
সন্তান-সন্ততি ২৭৮
শারীরিক গঠন ২৭৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৮

হজরত বারা ইবনে মালেক রা. ২৭৯
নাম ও বংশ ২৭৯
ইসলাম গ্রহণ ২৭৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৭৯
ইন্তেকাল ২৮১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৮২
চরিত্র ও উত্তম গুণাবলি ২৮২
হজরত বারা ইবনে আজেব রা. ২৮৩
নামও বংশ ২৮৩
বংশপরম্পরা ২৮৩
ইসলাম গ্রহণ ২৮৩
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ২৮৪
ইন্তেকাল ২৮৫
সন্তান-সন্ততি ২৮৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৮৬
আচার-ব্যবহার ২৮৭
হজরত বারা ইবনে মারুর রা. ২৮৯
নাম ও বংশ ২৮৯
বংশপরম্পরা ২৮৯
ইসলাম গ্রহণ ২৮৯
ইন্তেকাল ২৯০
সন্তান-সন্ততি ২৯১
হজরত সাবেত ইবনে কায়েস রা. ২৯২
নাম ও বংশ ২৯২
বংশপরম্পরা ২৯২
ইসলাম গ্রহণ ২৯২
জিহাদ এবং সাধারণ জীবন ২৯২
ইন্তেকাল ২৯৪
পরিবার ও পরিজন ২৯৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৯৫
চরিত্র ২৯৫
হজরত সাবেত ইবনে জাহহাক রা. ২৯৭

নাম ও বংশ ২৯৭
বংশপরম্পরা ২৯৭
জিহাদ ২৯৭
ইন্তেকাল ২৯৯
সন্তান-সন্ততি ২৯৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৯৯
হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. ৩০০
নাম ও বংশ ৩০০
বংশপরম্পরা ৩০০
ইসলাম গ্রহণ ৩০১
জিহাদ এবং সাধারণ জীবন ৩০১
ইন্তেকাল ৩০৫
পরিবার-পরিজন ৩০৫
সন্তান-সন্ততি ৩০৬
শারীরিক গঠন ৩০৬
বাসস্থান ৩০৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩০৬
চরিত্র ও অভ্যাস ৩০৮
হজরত জাব্বার ইবনে সখর রা. ৩১৬
নাম ও বংশ ৩১৬
বংশপরম্পরা ৩১৬
ইসলাম গ্রহণ ৩১৬
জিহাদ এবং সাধারণ অবস্থা ৩১৬
ইন্তেকাল ৩১৭
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩১৭
চরিত্র ৩১৭
হজরত জুলাইবিব রা. ৩১৮
নাম ও বংশ ৩১৮
শাহাদাত ৩১৯
হজরত হুবাব ইবনে মুনজির ইবনে জামুহ রা. ৩২০
নাম ও বংশ ৩২০
বংশপরম্পরা ৩২০

ইসলাম গ্রহণ ৩২০
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ৩২০
ইন্তেকাল ৩২১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩২১
হজরত হারাম ইবনে মিলহান রা. ৩২৩
নাম ও বংশ ৩২৩
বংশপরম্পরা ৩২৩
ইসলাম গ্রহণ ৩২৩
জিহাদি জীবন ও ইন্তেকাল ৩২৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩২৪
চরিত্রমাধুর্য ৩২৫
হজরত হাসসান ইবনে সাবেত রা. ৩২৬
নাম ও বংশ ৩২৬
বংশপরম্পরা ৩২৬
ইসলাম ৩২৭
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩২৭
ইন্তেকাল ৩৩২
পরিবার-পরিজন ৩৩২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩২
কাব্যচর্চা ৩৩৩
কাব্যকলার বৈশিষ্ট্য ৩৩৪
প্রতিবাদী কবিতা ৩৩৮
স্তুতিকাব্য ৩৪২
গর্বগাথা ৩৪৪
শোকগাথা ৩৪৪
চরিত্রগঠনমূলক কবিতা ৩৪৫
শিষ্টাচার সম্পর্কে ৩৪৫
মেজাজের নম্রতা-ক্ষিপ্ততা সম্পর্কে ৩৪৫
অত্যাচারের পরিণাম হয় ভয়াবহ ৩৪৫
মৃত্যুকে ডাকা ৩৪৬
বড়দের দোষচর্চা আর সমালোচনা ৩৪৬
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ৩৪৬

শপথ ভঙ্গ করা ও খেয়ানত করার অনিষ্টতা ৩৪৬
মন্দ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া ৩৪৭
লাঞ্ছনার জীবনযাপন ৩৪৭
বিক্ষিপ্ত কথামালা ৩৪৭
কবিতাসমগ্র ৩৪৮
চরিত্র ও জীবনাচার ৩৪৯
হজরত হারেসা ইবনে সুরাকা রা. ৩৫১
নাম ও বংশ ৩৫১
বংশপরম্পরা ৩৫১
ইসলাম গ্রহণ ৩৫১
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাত ৩৫১
চরিত্র ৩৫২
হজরত হারেস ইবনে সামমা রা. ৩৫৪
নাম ও বংশ ৩৫৪
বংশপরম্পরা ৩৫৪
ইসলাম গ্রহণ ৩৫৪
জিহাদ এবং অন্যান্য অবস্থাবলি ৩৫৪
ইন্তেকাল ৩৫৫
সন্তান-সন্ততি ৩৫৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৫৬
হজরত হানজালা ইবনে আবু আমের রা. ৩৫৭
নাম ও বংশ ৩৫৭
বংশপরম্পরা ৩৫৭
শাহাদাত ৩৫৮
সন্তান-সন্ততি ৩৫৯
চরিত্র ৩৬০
হজরত খুবাইব ইবনে আদি রা. ৩৬১
নাম ও বংশ ৩৬১
বংশপরম্পরা ৩৬১
ইসলাম ৩৬১
জিহাদে অংশগ্রহণ ৩৬১
শাহাদাত ৩৬৩

হজরত খারেজা ইবনে জায়েদ আবু জুহায়ের রা. **৩৬৫**
নাম ও বংশ ৩৬৫
বংশপরম্পরা ৩৬৫
ইসলাম ৩৬৫
জিহাদ এবং সাধারণ জীবনধারা ৩৬৫
শাহাদাত ৩৬৫
সন্তান-সন্ততি ৩৬৬

আনসারদের বংশপরিক্রমা

আরবরা তিনটি বড় গোত্রে বিভক্ত। বায়েদা, আরেবা ও মুসতারেবা। যেই গোত্রগুলো নুহ আ.-এর মহাপ্লাবনের পর আরবে এসে শাসনকার্য পরিচালনা করে পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তারা বায়েদা গোত্রের। আদ, সামুদ, আমালিকা, তাসাম ও জাদিস প্রভৃতি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আরেবাগণও বায়েদার সমকালের। বায়েদার পর আরেবারা আরব শাসন করে। কাহতান, সাবা, হিমইয়ার ও মায়িন আরেবার কয়েকটি শাখাগোত্র। মুসতারেবা বলতে ইসমাইল আ.-এর বংশধর উদ্দেশ্য। তাদের বসবাস ছিল আরবের উত্তরে।

আনসারদের ব্যাপারে প্রবল ধারণা হচ্ছে, তারা আরেবাদের বংশধর। কারণ আরবের সকল বংশ-বিশারদগণকে তাদের বংশধারা কাহতান ইবনে আবির পর্যন্ত পৌঁছতে দেখা যায়। এরাই ছিল আরবে আরেবাদের উত্তরসূরি। কিন্তু কাহতান পর্যন্ত পৌঁছে কুলপঞ্জি বিশেষজ্ঞগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন।

একদল বলেন, কাহতান নিজেই পৃথক গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা। তার বংশধারা তালিকা হচ্ছে—কাহতান ইবনে আবির ইবনে শালিখ ইবনে আরকাহশাদ ইবনে সাম ইবনে নুহ আ.। তাদের মতে কাহতান আর বাইবেলে উল্লেখিত ইয়াকতান মূলত একই ব্যক্তি।[১]

দ্বিতীয়দল বলেন, কাহতান পৃথক কোনো গোত্রের নয়; বরং এরা নাবেত ইবনে ইসমাইল আ.-এর বংশধর। কালবি নিজ পিতা থেকে এভাবে বর্ণনা করেন,

انه ادرك اهل النسب والعلم ينسبون قحطان كذلك

‘তিনি শাস্ত্রীয় প্রাজ্ঞদের এবং বংশ-নিরূপণকারীদের এভাবেই বর্ণনা করতে দেখেন।’[২]

---

[১] বাইবেলে ইয়াকতানের আলোচনা দেখুন : (পয়দায়েশ ১০ : ২৫)/(১ খান্দাননামা : ১৯-২৩); পদটি হলো : এবরের দুই পুত্র; একজনের নাম পেলগ (ভাগ), কেননা সেই সময় দুনিয়া বিভক্ত হলো; তাঁর ভাইয়ের নাম ইয়াকতান। আল-আনসাব : ১/৪

[২] তারিখে তাবারি : ১১/৫৭১, আলোচনা : (ذكر اسامى من روى عن رسول الله ص ممن آمن به واتبعه في حياته وعاش بعده من قبائل اليمن), দারুত তুরাস, ১৩৮৭ হিজরি।

কালবি ছাড়া ইয়ামানির দাবিও অনুরূপ মনে হয়।[৩]

তবে অভিমতটি আমাদের কাছে নিতান্তই দুর্বল মনে হয়। এর বিপরীতে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইয়ামানিরা এর বিরোধী। ইতিহাসবিদ মাসউদি লেখেন,

و سائر اليمانية تابى ذالك و تذهب الى انه قحطان بن عابر

'পুরো ইয়ামানবাসী এ দাবি অস্বীকার করে। তারা কাহতানকে আবিরের ছেলে মনে করে থাকে।[৪]

অন্যত্র বলেন,

و القوم اعرف بانسابهم ينقله الباقي عن الماضي قولا و عملا موزونا انهم من ولد قحطان بن عابر لا يعرفون غير ذالك

'ইয়ামানিরা তাদের বংশধারা ভালোই জানে এবং তা ধারাবাহিক বর্ণনাও করে থাকে। তাদের বর্ণনায় দেখা যায়—তারা কাহতান ইবনে আবিরের বংশধর। এ ছাড়া তাদের ভিন্ন কোনো মত নেই।'[৫]

প্রথম অভিমত সম্পর্কে আমরাও একমত, কাহতান একটি স্বতন্ত্র বংশের এবং একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইয়ামানে তার সন্তানরা বিদ্যমান ছিল এবং শত শত বছর যাবৎ সেখানে তাদের শাসনক্ষমতা ছিল। এটি এমন এক প্রবল ধারণা; যা অস্বীকার করা খুবই দুরূহ।

বংশ-বিশারদদের মধ্য থেকে যারা আনসারদেরকে কাহতানের সন্তান বলে থাকেন, তাদের কাছে ঐতিহাসিক কোনো দলিল না থাকলেও তারা দলিল হিসেবে কতিপয় কাব্যপঙ্‌ক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। তাই আমরা তাদের দাবির দৃঢ়তায় আরবের কিছু কবিতা উল্লেখ করছি। কবি হাসসান ইবনে সাবেত রা.-এর কবিতা,[৬]

تعلمتمُ من منطق الشيخ يعرب ☆ ابينا فصرتم معربين ذوي نفر

'আমাদের বাবা ই'রাবের কথা থেকে তোমরা আরবি শিখেছ। এই সূত্রেই তোমাদের একদল আরবি।'

---

[৩] সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/১১৪, ১১৬

[৪] কিতাবুত তানবিহ ওয়াল ইশরাফ : ৭১, দারুস সাবি, কায়রো।

[৫] আল-আরাবু ওয়া আতওয়ারুহুম : ৩১

[৬] আল-আরাবু ওয়া আতওয়ারুহুম : ৩১

উক্ত কবিতায় কাহতানের নাম না থাকলেও যেহেতু এদেরকে আদনানি তথা ইসমাইলিদের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এটা প্রমাণ করে, তারা হবেন ইয়ারাব ইবনে কাহতানের বংশধর। আর আবদুর রহমান ইবনে হাসসান অথবা নোমান ইবনে বশিরের কবিতা,[৭]

لنا من بني قحطان سبعون تبعا ☆ اطاعت لها بالخرج منها الاعاجم

'বনি কাহতানের আমাদের সত্তরজন অনুসারী রয়েছে; অনারবরা তাদেরকেও অনুসরণ করছে।'

কিন্তু পঙ্‌ক্তি দুটি বিশুদ্ধতার প্রশ্নে তীব্র সন্দেহপূর্ণ। প্রথম পঙ্‌ক্তি হাসসান রা.-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হলেও তার দিওয়ানে পাওয়া যায় না। আর হাসসান রা.-এর কবিতার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে,

تنسب اليه اشياء لا تصح عنه

'তার কবিতা বলে পরিচিত এমন অনেক কবিতা মূলত তার নয়।'[৮]

দ্বিতীয় কবিতার অবস্থা হচ্ছে—এর রচয়িতার কোনো পাত্তা নেই। তদুপরি বিষয়বস্তু নিতান্তই হাস্যকর। আবদুর রহমান বা নোমান—কেউই এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারেন না।

আমাদের ধারণা, আনসাররা কাহতানি নয়; বরং তারা নাবেত ইবনে ইসমাইলের বংশধর। অর্থাৎ তারা আরবে আরেবা নয়; বরং তারা মুসতারেবা। যেহেতু ধারণাটি ইতিহাসবিদ ও বংশ-বিশারদদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। তবে মূল উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে আমাদের দলিল উপস্থাপনের পন্থা কেমন হবে, তা জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করছি।

আরব ইতিহাসবিদগণ কোনো গোত্রের বংশপরম্পরা প্রমাণ করতে সাধারণত দুটি উপায় অবলম্বন করে থাকেন।

১. বংশ-বিশারদদের বর্ণনা।

২. গোত্র-কবিদের কবিতা।

তবে দুটি বিষয় এককভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কুলপঞ্জি বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা এতই নিষ্ফল হয়ে থাকে যে, তাতে জোর খাটিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়।

---

[৭] কিতাবুত তানবিহ ওয়াল ইশরাফ : ১৫৭

[৮] আল-ইসতিআব : ১/৩৪৬ (৫০৭)

প্রাচীন বংশতালিকা খুলে দেখুন, দেখবেন পুরো বিশ্ববাসী যেন তাওরাতের পূর্বসূরিদের উত্তরবংশ। উদাহরণত, মনুচেহেরকে বলা হয়েছে ইসহাক আ.-এর দৌহিত্র।[৯] সানহাজা ও কাতামারা সাবার সন্তান। হিন্দ, গ্রিক ও তুর্ক এরা অতি প্রাচীন জাতি হলেও এদেরকে সাম, হাম ও ইয়াফেসের সন্তান বলা হয়েছে। ইহুদিদের কাছে কাহতান ইবনে আবির হচ্ছেন হামের বংশধর। ইয়ামানের তুব্বা, আল-হারিস ও আর-রায়িশদের বংশ-বর্ণনায় এত অসংগতি বিদ্যমান যে, তাদের ব্যাপারে দুজন ইতিহাসবিদের ঐকমত্য পাওয়া খুবই দুষ্কর। ইমাম তাবারি রহ. এক জায়গায় তাদের সাবায়ে আসগারের সন্তান দাবি করলেও একটু পর দেখা যায়, তিনি তার পূর্বের দাবিতে স্থির নন।

কবিতার উপর আস্থা রাখা যেত, তবে কবিতাগুলোর শুদ্ধতা নির্ণয়ের কোনো উপায় নেই। আরবরা ছিল নিরক্ষর জাতি। তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই লেখাপড়া জানত। এমতাবস্থায় তাদের কাছে পূর্বসূরিদের তথ্যভান্ডার কীভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে? এজন্যই জাহেলি যুগের ঘটনাবলি আমরা যেটুকু জানি, তা অতি স্বল্প এবং তা এক-দুই শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়।

তা ছাড়া আরবে এমন কিছু বংশধারা ছিল, যাদের বংশপরিচিতিতে বিদ্যমান ছিল প্রচুর অসামঞ্জস্য। যেমন, হিরার বাদশাহ নোমান ইবনে মুনজির সম্পর্কে বলা হয়—তিনি ছিলেন লাখম বংশের সদস্য। কিন্তু জুবায়ের রা. উমর রা.-এর সামনে তাকে উজম ইবনে কাবাসের সন্তান বলেছেন।[১০] কুজায়া, আনমার, বাজিলা গোত্র তিনটি ইসমাইলি এবং নাজারি ছিল। এরা মক্কা থেকে ইয়ামানে গিয়েছিল। কিন্তু কালপরিক্রমা আর অজ্ঞতায় কাহতানিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নতুন বংশতালিকা প্রণয়ন করে।[১১] এ ছাড়া গাসসান, খুজাআ ও আনসারগণও একই পরিণতি বরণ করে। এমতাবস্থায় এসব গোত্রের কবিরা তাদের কবিতায় নিজেদের বংশপরম্পরা অন্য কোনো বংশের সঙ্গে যোগ করলে এর ওপর কতটুকু আর নির্ভর করা যায়?

মূলত আনসারদের বংশতালিকা আবিষ্কার একটি জটিল বিষয়। এ থেকে উত্তরণের উপায় একটাই—আমরা পুরোনো প্রামাণিক ধারা ছেড়ে যাচাই-বাছাই ও গবেষণার স্বচ্ছ ও সহজ একটি নতুন ধারা বেছে নেব।

---

[৯] ইবনে আসির : ১/১৪৫-১৪৬

[১০] তারিখে তাবারি : ১/১৬১ (আলোচনা : نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف)।

[১১] সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/১৯৮-১৯৯

সিয়ারুস সাহাবা

ষষ্ঠ খণ্ড

(আনসার সাহাবিদের জীবনকথা : দ্বিতীয় অংশ)

রচনা ও বিন্যাস
মাওলানা সাঈদ আনসারি রহ.
সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

মাওলানা ফখরুল হাসান
অনূদিত

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত রা. **২৭**
নাম ও বংশ ২৭
বংশপরম্পরা ২৭
ইসলাম গ্রহণ ২৭
গাজওয়া ও শাহাদাত ২৭
সন্তান-সন্ততি ২৮
সম্মান ও মর্যাদা ২৮
হজরত খাওয়াত ইবনে জুবায়ের রা. **৩০**
নাম ও বংশ ৩০
বংশপরম্পরা ৩০
ইসলাম গ্রহণ ৩০
ইন্তেকাল ৩০
শারীরিক গঠন ৩০
সন্তান-সন্ততি ৩১
সম্মান ও মর্যাদা ৩১
হজরত খাল্লাদ ইবনে সুওয়াইদ রা. **৩২**
নাম ও বংশ ৩২
বংশপরম্পরা ৩২
ইসলাম গ্রহণ ৩২
গাজওয়া ও শাহাদাত ৩২
সন্তান-সন্ততি ৩৩
হজরত রাফে ইবনে মালেক ইবনে আজলান রা. **৩৪**
নাম ও বংশ ৩৪
বংশপরম্পরা ৩৪
ইসলাম গ্রহণ ৩৪
জিহাদি জীবন ৩৫

শাহাদাত ৩৫
দীনি খেদমত ৩৬
হজরত রিফায়া ইবনে রাফে জুরাকি রা. ৩৭
নাম ও বংশ ৩৭
বংশপরম্পরা ৩৭
ইসলাম গ্রহণ ৩৭
জিহাদ ৩৮
জীবরে বিভিন্ন অবস্থা ৩৮
ইন্তেকাল ৩৯
সন্তান ৩৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৯
হজরত রাফে ইবনে খাদিজ রা. ৪০
নাম ও বংশ ৪০
বংশপরম্পরা ৪০
ইসলাম গ্রহণ ৪০
জিহাদ ৪১
ইন্তেকাল ৪১
শারীরিক গঠন ৪২
পরিবার-পরিজন ৪২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪২
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪২
হজরত রুআইফি ইবনে সাবেত রা. ৪৪
নাম ও বংশ ৪৪
বংশপরম্পরা ৪৪
জিহাদ ৪৪
ত্রিপোলির শাসক ৪৪
ইন্তেকাল ৪৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪৫
চরিত্র ৪৫
হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম রা. ৪৭
নাম ও বংশ ৪৭
বংশপরম্পরা ৪৭

ইসলাম গ্রহণ ৪৭
জিহাদ ও বিভিন্ন অবস্থা ৪৭
ইন্তেকাল ৪৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪৮
চরিত্র ৪৯
হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. ৫২
নাম, বংশ ও প্রাথমিক জীবনধারা ৫২
বংশপরম্পরা ৫২
ইসলাম গ্রহণ ৫২
গাজওয়া ও সাধারণ জীবন ৫৩
ইবাদত-বন্দেগি ৫৪
উম্মাহর সংশোধন ৫৬
বিচারকার্য ৫৮
বাইতুল মালের কর্মকর্তা ৫৯
শুরা পরিষদের সদস্য ৫৯
মদিনার আমির ৬০
গনিমতের সম্পদ বণ্টন ৬০
রাজনৈতিক অবদান ৬১
ঘরোয়া জীবন ও পরিবার-পরিজন ৬১
পুত্রগণ ৬১
দৌহিত্রগণ ৬২
ইন্তেকাল ৬২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৬২
ইলমে কেরাত ৬৩
হাদিস ৬৪
ফারায়েজ ৬৫
ফারায়েজ বিদ্যার গোড়াপত্তন ৬৭
ফিকহ ৭১
ফারসি, রুমি, গ্রিক, সিরিয়াক, কিবতি ও হাবশি ভাষা ৭৪
গণিত বিদ্যা ৭৪
চিঠি ও লেখালিখি ৭৫
উত্তম গুণাবলি ৭৫

হজরত জিয়াদ ইবনে লাবিদ রা. ৮০
নাম ও বংশ ৮০
বংশপরম্পরা ৮০
ইসলাম গ্রহণ ৮০
জিহাদ ৮০
ইন্তেকাল ৮১
হজরত জায়েদ ইবনে দাসিনা রা. ৮৩
নাম ও বংশ ৮৩
বংশপরম্পরা ৮৩
শাহাদাত ৮৩
হজরত সাদ ইবনে রাবি রা. ৮৫
নাম ও বংশ ৮৫
বংশপরম্পরা ৮৫
ইসলাম গ্রহণ ৮৫
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ৮৫
ইন্তেকাল ৮৬
পরিবার-পরিজন ৮৭
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৮৭
চরিত্র-মাধুর্য ৮৭
হজরত সাহাল ইবনে সাদ রা. ৮৮
নাম ও বংশ ৮৮
বংশপরম্পরা ৮৮
ইসলামগ্রহণ ৮৮
জিহাদ এবং সাধারণ জীবন ৮৮
ইন্তেকাল ৮৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৮৯
চরিত্র ৯০
হজরত সাহাল ইবনে হুনাইফ রা. ৯১
নাম ও বংশ ৯১
বংশপরম্পরা ৯১
ইসলাম গ্রহণ ৯১
জিহাদ এবং সাধারণ জীবন ৯১

ইন্তেকাল ৯২
সন্তান ৯২
দৈহিক গঠন ৯২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৯২
চরিত্র ও আচার-আচরণ ৯৩
হজরত সাদ ইবনে মুআজ রা. ৯৪
নাম ও বংশ ৯৪
বংশপরম্পরা ৯৪
ইসলাম গ্রহণ ৯৪
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ৯৫
ইন্তেকাল ৯৮
দৈহিক গঠন ৯৯
সন্তানসন্ততি ১০০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১০০
চরিত্র ও মর্যাদাময় অবস্থান ১০০
হজরত সাদ ইবনে উবাদা রা. ১০১
নাম, বংশ এবং প্রথমিক জীবন ১০১
বংশপরম্পরা ১০১
শিক্ষা ও প্রতিপালন ১০১
ইসলাম গ্রহণ ১০২
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ১০৩
সাকিফায়ে বনি সায়েদা ১০৭
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন ১১৩
ইন্তেকাল ১১৪
সন্তানসন্ততি ১১৫
স্থাবর সম্পত্তি ১১৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১১৫
চরিত্র-মাধুর্য ১১৬
হজরত সাদ ইবনে খায়সামা রা. ১১৯
নাম ও বংশ ১১৯
বংশপরম্পরা ১১৯
ইসলাম গ্রহণ ১১৯

জিহাদ ও সাধারণ জীবন ১১৯
শাহাদাত ১২০
সন্তান ১২০
হজরত সাদ ইবনে জায়েদ আশহালি রা. **১২১**
নাম ও বংশ ১২১
বংশতালিকা ১২১
ইন্তেকাল ১২২
হজরত সালামা ইবনে সালামা রা. **১২৩**
নাম ও বংশ ১২৩
বংশপরম্পরা ১২৩
ইসলাম গ্রহণ ১২৩
জিহাদ ১২৩
ইন্তেকাল ১২৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১২৪
হজরত সাহাল ইবনে হানজালিয়া রা. **১২৫**
নাম ও বংশ ১২৫
বংশধারা ১২৫
জিহাদ ১২৫
ইন্তেকাল ১২৬
সন্তানসন্ততি ১২৬
শারীরিক গঠন ১২৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১২৬
চরিত্র ১২৭
হজরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ রা. **১২৮**
নাম ও বংশ ১২৮
বংশপরম্পরা ১২৮
জিহাদ ১২৮
ইন্তেকাল ১২৮
সন্তানসন্ততি ১২৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১২৯
হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. **১৩০**
নাম ও বংশ ১৩০

বংশপরম্পরা ১৩০
ইসলাম গ্রহণ ১৩০
জিহাদ এবং সাধারণ জীবনধারা ১৩০
ইন্তেকাল ১৩১
সন্তানসন্ততি ১৩১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৩১
চরিত্র ১৩২
হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. **১৩৫**
নাম ও বংশ ১৩৫
বংশপরম্পরা ১৩৫
ইসলাম গ্রহণ ১৩৫
জিহাদ ও সাধারণ জীবনধারা ১৩৬
প্রশাসনিক দায়িত্ব ১৩৭
ইন্তেকাল ১৩৮
শারীরিক গঠন ১৩৯
সন্তানসন্ততি ১৩৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৩৯
চরিত্র-মাধুর্য ১৪১
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. **১৪৩**
নাম ও বংশ ১৪৩
বংশপরম্পরা ১৪৩
ইসলাম গ্রহণ ১৪৩
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ১৪৪
মুতার যুদ্ধ এবং শাহাদাত ১৪৫
সন্তানসন্ততি ১৪৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৫০
চরিত্র-মাধুর্য ১৫০
হজরত আসেম ইবনে সাবেত ইবনে আবু আকলাহ রা. **১৫৩**
নাম ও বংশ ১৫৩
বংশতালিকা ১৫৩
ইসলাম গ্রহণ ১৫৩
জিহাদ ১৫৩

শাহাদাত ১৫৪
সন্তানসন্ততি ১৫৫
চরিত্র ১৫৫
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রা. **১৫৬**
নাম ও বংশ ১৫৬
বংশপরম্পরা ১৫৬
ইসলাম গ্রহণ ১৫৬
জিহাদ ১৫৭
ইন্তেকাল ১৫৭
সন্তানসন্ততি ১৫৮
ঋণ ১৫৮
মর্যাদা ১৫৮
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রা. **১৬০**
নাম ও বংশ ১৬০
বংশপরম্পরা ১৬০
ইসলাম গ্রহণ ১৬১
জিহাদ ১৬১
ইন্তেকাল ১৬৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৬৩
হজরত ইতবান ইবনে মালেক রা. **১৬৪**
নাম ও বংশ ১৬৪
বংশপরম্পরা ১৬৪
ইসলাম গ্রহণ ১৬৪
জিহাদ ও সধারণ জীবন ১৬৪
ইন্তেকাল ১৬৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৬৫
চরিত্র ১৬৬
হজরত আব্বাদ ইবনে বিশর রা. **১৬৭**
নাম ও বংশ ১৬৭
বংশপরম্পরা ১৬৭
ইসলাম গ্রহণ ১৬৭
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ১৬৭

ইন্তেকাল ১৬৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৬৯
চরিত্র ১৬৯
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রা. ১৭০
নাম ও বংশ ১৭০
বংশপরম্পরা ১৭০
ইসলাম গ্রহণ ১৭০
জিহাদ ১৭০
ইন্তেকাল ১৭২
সন্তানসন্ততি ১৭২
হজরত আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নজলা রা. ১৭৩
নাম ও বংশ ১৭৩
বংশধারা ১৭৩
ইসলাম গ্রহণ ১৭৩
জিহাদ ও জীবন ১৭৪
ইন্তেকাল ১৭৪
চরিত্র ১৭৪
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ রা. ১৭৫
নাম ও বংশ ১৭৫
বংশপরম্পরা ১৭৫
ইসলাম গ্রহণ ১৭৫
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ১৭৫
ইন্তেকাল ১৭৮
সন্তানসন্ততি ১৭৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৭৮
চরিত্র ১৭৮
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ ইবনে আসেম রা. ১৭৯
নাম ও বংশ ১৭৯
বংশপরম্পরা ১৭৯
ইসলাম গ্রহণ ১৭৯
জিহাদ ১৭৯
ইন্তেকাল ১৮০

সন্তানসন্ততি ১৮০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৮০
চরিত্র ১৮০
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ খাতমি রা. ১৮২
নাম ও বংশ ১৮২
বংশপরম্পরা ১৮২
ইসলাম গ্রহণ ১৮২
জিহাদ ১৮২
ইন্তেকাল ১৮৩
সন্তানসন্ততি ১৮৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৮৩
চরিত্র ১৮৩
হজরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল রা. ১৮৪
নাম ও বংশ ১৮৪
বংশপরম্পরা ১৮৪
জীবনধারা ১৮৪
ইন্তেকাল ১৮৪
সন্তানসন্ততি ১৮৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৮৫
হজরত উসমান ইবনে হুনাইফ রা. ১৮৬
নাম ও বংশ ১৮৬
বংশপরম্পরা ১৮৬
ইসলাম গ্রহণ ১৮৬
জিহাদ ১৮৬
সাধারণ জীবন ১৮৬
ইন্তেকাল ১৯২
সন্তানসন্ততি ১৯২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৯২
চরিত্র-মাধুর্য ১৯২
হজরত উমারা বিনতে হাজম রা. ১৯৩
নাম ও বংশ ১৯৩
বংশপরম্পরা ১৯৩

ইসলাম গ্রহণ ১৯৩
হজরত আমর ইবনে জামুহ রা. ১৯৪
নাম ও বংশ ১৯৪
বংশপরম্পরা ১৯৪
জিহাদ ১৯৫
শাহাদাত ১৯৬
সন্তানসন্ততি ১৯৬
শারীরিক গঠন ১৯৭
চরিত্র ১৯৭
হজরত আমর ইবনে হাজম রা. ১৯৮
নাম ও বংশ ১৯৮
বংশপরম্পরা ১৯৮
ইসলাম গ্রহণ ১৯৮
জিহাদ ১৯৮
ইন্তেকাল ১৯৯
পরিবার-পরিজন ১৯৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২০০
চরিত্র ২০০
হজরত উমাইর ইবনে সাদ রা. ২০১
নাম ও বংশ ২০১
বংশপরম্পরা ২০১
ইসলাম গ্রহণ ২০১
জিহাদ ২০২
ইন্তেকাল ২০২
সন্তানসন্ততি ২০২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২০২
চরিত্র ২০২
হজরত উয়াইম ইবনে সায়েদা রা. ২০৪
নাম ও বংশ ২০৪
বংশপরম্পরা ২০৪
ইসলামগ্রহণ ২০৪
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ২০৪

ইন্তেকাল ২০৫
সন্তানসন্ততি ২০৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২০৫
চরিত্র ২০৫
হজরত ফাজালা ইবনে উবাইদ রা. ২০৭
নাম ও বংশ ২০৭
বংশপরম্পরা ২০৭
ইসলাম গ্রহণ ২০৭
জিহাদ ২০৭
ইন্তেকাল ২০৮
সন্তানসন্ততি ২০৯
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২০৯
চরিত্র ২০৯
হজরত কাতাদা ইবনে নোমান রা. ২১১
নাম ও বংশ ২১১
বংশপরম্পরা ২১১
ইসলাম গ্রহণ ২১১
জিহাদ ২১১
ইন্তেকাল ২১২
পরিবার-পরিজন ২১২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২১৩
চরিত্র ২১৩
হজরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা রা. ২১৪
নাম ও বংশ ২১৪
বংশপরম্পরা ২১৪
ইসলাম ২১৪
জিহাদ ২১৪
ইন্তেকাল ২১৭
পরিবার ২১৭
শারীরিক গঠন ২১৭
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২১৭
চরিত্র ২১৮

হজরত কুরজা ইবনে কা'ব রা. ২২২
নাম ও বংশ ২২২
বংশপরম্পরা ২২২
ইসলাম গ্রহণ ২২২
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ২২২
ইন্তেকাল ২২৩
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২২৪
চরিত্র ২২৪
হজরত কুতবা ইবনে আমের রা. ২২৬
নাম ও বংশ ২২৬
বংশপরম্পরা ২২৬
ইসলাম গ্রহণ ২২৬
জিহাদ ২২৬
ইন্তেকাল ২২৬
চরিত্র ২২৬
হজরত কা'ব ইবনে মালেক রা. ২২৮
নাম ও বংশ ২২৮
বংশপরম্পরা ২২৮
ইসলাম গ্রহণ ২২৮
জিহাদ ২২৮
ইন্তেকাল ২৩৩
সন্তানসন্ততি ২৩৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৩৪
চরিত্র ২৩৫
হজরত কুলসুম ইবনে হিদম রা. ২৩৬
নাম ও বংশ ২৩৬
বংশপরম্পরা ২৩৬
নবীজির হিজরত ২৩৬
ইন্তেকাল ২৩৬
হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. ২৩৮
নাম, বংশ ও প্রাথমিক জীবন ২৩৮
বংশপরম্পরা ২৩৮

ইসলাম গ্রহণ ২৩৯
শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা ২৩৯
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ২৪২
মসজিদে ইমামতি ২৪২
ইয়ামেনের ইমামতি ও ইসলাম প্রচার ২৪৩
ইয়ামান থেকে বিদায় ২৪৭
শামে গমন ২৪৭
দূতিয়ালি ২৪৮
সৈনিক হিসেবে তার অবদান ২৪৯
মজলিসে শুরার সদস্য ২৫০
শাম বাহিনীর সেনাপ্রধান ২৫০
শারীরিক গঠন ২৫২
সন্তানসন্ততি ২৫২
জ্ঞান ও মর্যাদা ২৫২
হাদিস ২৫৩
ফিকাহ ২৫৪
জ্ঞান অন্বেষণ ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ২৫৪
শিক্ষকতার আসন ২৫৬
তিনি খেলাফতের যোগ্য ছিলেন ২৫৯
চরিত্র ও অভ্যাস ২৬০
নবীজির প্রতি ভালোবাসা ২৬০
নবীজির প্রতি শ্রদ্ধা ২৬০
সৎ কাজের আদেশ ২৬১
দানশীলতা ২৬২
সততা ২৬২
হজরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ রা. ২৬৩
নাম ও বংশ ২৬৩
বংশপরম্পরা ২৬৩
আফ্রিকা ও মিসরের নেতৃত্ব ২৬৪
ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ২৬৬
ইন্তেকাল ২৬৬
সন্তানসন্ততি ২৬৭

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৬৭
হজরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. ২৬৮
নাম ও বংশ ২৬৮
বংশপরম্পরা ২৬৮
ইসলাম গ্রহণ ২৬৮
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ২৬৮
ইন্তেকাল ২৭৪
পরিবার-পরিজন ২৭৪
শারীরিক গঠন ২৭৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৪
চরিত্র ২৭৫
হজরত মুআজ ইবনে আফরা রা. ২৭৬
নাম ও বংশ ২৭৬
বংশপরম্পরা ২৭৬
ইসলাম গ্রহণ ২৭৬
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ২৭৬
জিহাদ ২৭৬
ইন্তেকাল ২৭৭
চরিত্র ২৭৭
হজরত মুজামমা ইবনে জারিয়া রা. ২৭৮
নাম ও বংশ ২৭৮
বংশপরম্পরা ২৭৮
ইসলামগ্রহণ ২৭৮
জিহাদ ২৭৮
ইন্তেকাল ২৭৮
সন্তানসন্ততি ২৭৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৯
চরিত্র ২৭৯
হজরত মুহাইয়িসা ইবনে মাসউদ রা. ২৮০
নাম ও বংশ ২৮০
বংশপরম্পরা ২৮০
ইসলাম গ্রহণ ২৮০

জিহাদ ২৮০
ইন্তেকাল ২৮১
সন্তানসন্ততি ২৮২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৮২
চরিত্র ২৮২
হজরত মুনজির ইবনে আমর রা. **২৮৩**
নাম ও বংশ ২৮৩
বংশপরম্পরা ২৮৩
ইসলাম গ্রহণ ২৮৩
জিহাদ, জীবনধারা ও মৃত্যু ২৮৩
সন্তানসন্ততি ২৮৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৮৪
চরিত্র ২৮৪
হজরত নোমান ইবনে বশির রা. **২৮৫**
নাম ও বংশ ২৮৫
বংশপরম্পরা ২৮৫
সাধারণ জীবন ২৮৬
ইন্তেকাল ২৮৯
পরিবার-পরিজন ২৮৯
সন্তানসন্ততি ২৯০
মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব ২৯০
চরিত্র ২৯২
হজরত নোমান ইবনে আজলান রা. **২৯৪**
নাম ও বংশ ২৯৪
বংশপরম্পরা ২৯৪
সাধারণ জীবন ২৯৪
ইন্তেকাল ২৯৪
পরিবার-পরিজন ২৯৪
শারীরিক গঠন ২৯৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৯৫
হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রা. **২৯৬**
নাম ও বংশ ২৯৬

বংশপরম্পরা ২৯৬
ইসলাম গ্রহণ ২৯৬
জিহাদ ও সাধারণ জীবন ২৯৬
ইন্তেকাল ২৯৮
চরিত্র ২৯৮

আনসারদের হালিফগণ

হজরত আবু বুরদা ইবনে নিয়ার রা. ৩০০
নাম ও বংশ ৩০০
বংশপরম্পরা ৩০০
ইসলাম গ্রহণ ৩০০
জিহাদ ৩০০
ইন্তেকাল ৩০০
সন্তানসন্ততি ৩০০
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩০১
হজরত সাবেত ইবনে দাহদাহ রা. ৩০২
নাম ও বংশ ৩০২
বংশপরম্পরা ৩০২
ইসলাম গ্রহণ ৩০২
জিহাদ ৩০২
ইন্তেকাল ৩০৩
পরিবার-পরিজন ৩০৩
চরিত্র ৩০৩
হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান রা. ৩০৫
নাম ও বংশ ৩০৫
বংশপরম্পরা ৩০৫
ইসলাম গ্রহণ ৩০৫
জিহাদ ৩০৬
সাধারণ জীবন ৩০৭
ইন্তেকাল ৩১১
সন্তানসন্ততি ৩১২
শারীরিক গঠন ৩১২

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩১২
চরিত্র ও অভ্যাস ৩১৬
হজরত জায়েদ ইবনে সা'না (অথবা সা'ইয়া) রা. ৩২১
নাম ও বংশ ৩২১
জিহাদ ৩২২
ইন্তেকাল ৩২২
হজরত সাদ ইবনে হাবতা রা. ৩২৩
নাম ও বংশ ৩২৩
বংশপরম্পরা ৩২৩
ইসলাম গ্রহণ ৩২৩
জিহাদ ৩২৩
মৃত্যু ৩২৫
সন্তানসন্ততি ৩২৫
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩২৫
হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. ৩২৬
নাম ও বংশ ৩২৬
বংশপরম্পরা ৩২৬
ইসলাম গ্রহণ ৩২৬
জিহাদ ৩২৬
ইন্তেকাল ৩২৮
সন্তানসন্ততি ৩২৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩২৮
চরিত্র ৩৩০
হজরত তালহা ইবনে বারা রা. ৩৩১
নাম ও বংশ ৩৩১
বংশপরম্পরা ৩৩১
ইন্তেকাল ৩৩১
চরিত্র ৩৩২
হজরত আসেম ইবনে আদি রা. ৩৩৩
নাম ও বংশ ৩৩৩
বংশপরম্পরা ৩৩৩
ইসলাম গ্রহণ ৩৩৩

জিহাদ ৩৩৩
ইন্তেকাল ৩৩৪
সন্তানসন্ততি ৩৩৪
শারীরিক গঠন ৩৩৪
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩৪
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস জুহানি রা. ৩৩৫
নাম ও বংশ ৩৩৫
বংশপরম্পরা ৩৩৫
ইসলাম গ্রহণ ৩৩৫
জিহাদ ৩৩৫
ইন্তেকাল ৩৩৬
সন্তানসন্ততি ৩৩৬
মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩৬
চরিত্র ৩৩৭
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামা রা. ৩৩৮
নাম ও বংশ ৩৩৮
বংশপরম্পরা ৩৩৮
ইসলাম গ্রহণ ৩৩৮
জিহাদ ৩৩৮
শাহাদাত ৩৩৮
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩৯
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ৩৪০
নাম ও বংশ ৩৪০
বংশপরম্পরা ৩৪০
ইসলাম গ্রহণ ৩৪০
জিহাদ ৩৪১
ইন্তেকাল ৩৪২
সন্তানসন্ততি ৩৪২
শারীরিক গঠন ৩৪২
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৪৩
চরিত্র ৩৪৪
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক রা. ৩৪৬

নাম ও বংশ ৩৪৬
বংশপরম্পরা ৩৪৬
ইসলামগ্রহণ ৩৪৬
জিহাদ ৩৪৬
ইন্তেকাল ৩৪৬
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৪৭
হজরত আদি ইবনে আবুজ জাগবা রা. ৩৪৮
নাম ও বংশ ৩৪৮
বংশপরম্পরা ৩৪৮
ইসলামগ্রহণ ৩৪৮
জিহাদ ৩৪৮
ইন্তেকাল ৩৪৮
হজরত উকবা ইবনে ওয়াহব রা. ৩৪৯
নাম ও বংশ ৩৪৯
বংশপরম্পরা ৩৪৯
ইসলাম গ্রহণ ৩৪৯
জিহাদ ৩৪৯
হজরত কা'ব ইবনে উজরা রা. ৩৫০
নাম ও বংশ ৩৫০
বংশপরম্পরা ৩৫০
ইসলাম গ্রহণ ৩৫০
জিহাদ ৩৫০
জীবনধারা ৩৫১
ইন্তেকাল ৩৫১
সন্তানসন্ততি ৩৫১
শারীরিক গঠন ৩৫১
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৫১
চরিত্র ৩৫১
হজরত মুজাজজার ইবনে জিয়াদ রা. ৩৫৩
নাম ও বংশ ৩৫৩
বংশপরম্পরা ৩৫৩
ইসলাম গ্রহণ ৩৫৩

জিহাদ ৩৫৩
ইন্তেকাল ৩৫৪
হজরত মাআন ইবনে আদি রা. ৩৫৫
নাম ও বংশ ৩৫৫
বংশপরম্পরা ৩৫৫
ইসলামগ্রহণ ৩৫৫
জিহাদ ৩৫৫
ইন্তেকাল ৩৫৬
সন্তানাদি ৩৫৬
গ্রন্থপঞ্জি ৩৫৭
হাদিসের কিতাব ৩৫৭
তারাজিম বা জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ ৩৬১
আসমাউর রিজালের কিতাব ৩৬২
ইতিহাস-সংক্রান্ত কিতাব ৩৬৩
বিবিধ ৩৬৭

হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত রা.

(অজ্ঞাত-৩৭ হিজরি : অজ্ঞাত-৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)[১]

নাম ও বংশ

নাম খুজাইমা। উপনাম আবু উমারা। উপাধি যুশ-শাহাদাতাইন।[২]

বংশপরম্পরা

খুজাইমা ইবনে সাবেত ইবনে ফাকা ইবনে সালাবা ইবনে সায়িদা ইবনে আমের ইবনে আয়ান ইবনে আমের ইবনে খাতমা (আবদুল্লাহ) ইবনে জুশাম ইবনে মালেক ইবনে আউস। মাতার নাম ছিল কাবাশা বিনতে আউস। খাজরাজের সাইয়েদা বংশের মেয়ে।[৩]

ইসলাম গ্রহণ

তিনি হিজরতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমাইর ইবনে আদি ইবনে খারাশকে নিয়ে নিজ গোত্রের (খাতমা) মূর্তি ভাঙেন।[৪]

গাজওয়া ও শাহাদাত

বদরসহ সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়কালে বনু খাতমার ঝান্ডা তার হাতে ছিল। আলি রা.-এর দুই যুদ্ধেই তিনি তার দলে ছিলেন। জামাল যুদ্ধে তিনি শুধু সঙ্গ দেন। আর সিফফিন যুদ্ধে প্রথমে চুপ থাকলেও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. শামিদের হাতে শহিদ হলে, তিনি তরবারি কোষমুক্ত করেন। এবং নিম্নোক্ত কবিতা বলতে বলতে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন।

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৪৮৫ (১০০) গ্রন্থকার হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত রা.-এর নাম এভাবে লেখেন, خُزَيْمَةُ بنُ ثَابِتِ بنِ الفَاكِهِ الأَنْصَارِيُّ

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৪/২৭৯ (৫৮৪)

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৪/২৭৯ (৫৮৪)

[৪] আল-ইসাবাহ : ২/২৩৯ (২২৫৬)

إذا نحن بايعنا عليّا فحسبنا ☆ أبو حسن ممّا نخاف من الفتن

আলির হাতে আমাদের বাইয়াতই যথেষ্ট, এখন আমাদের কোনো ভয় নেই।

وفيه الّذي فيهم من الخير كلّه ☆ وما فيهم بعض الّذي فيه من حسن

আলির মধ্যে শামের সকল গুণ পাই। কিন্তু শামিদের মধ্যে আলির কিছুই নেই।[৫]

আরও বলছিলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আম্মারকে বিদ্রোহী দল শহিদ করে দেবে। তিনি এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে শাহাদাতবরণ করেন। এ ছিল হিজরি ৩৭ সনের কথা।[৬]

সন্তান-সন্ততি

উমারা, আমর ও উমরা নামে তিন সন্তান রেখে যান।

সম্মান ও মর্যাদা

তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৩৮টি। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উমারা ইবনে উসমান ইবনে হানিফ, আমর ইবনে মাইমুন আদাবি, ইবরাহিম ইবনে সাদ আবু ওয়াক্কাস, আবু আবদুল্লাহ জাদালি, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, আতা ইবনে ইয়াসার প্রমুখ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ঈমানি চেতনা আর নবীপ্রেম ছিল তার বিশেষ গুণ। নিচের ঘটনা তার ঈমানি চেতনার নিদর্শন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইন থেকে ঘোড়া ক্রয় করে মূল্য চূড়ান্ত করে চলে আসেন। কেউ তা জানত না। তাই তারা দরদাম করে মূল্য বাড়িয়ে তোলে। বিক্রেতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, নিলে নিয়ে নেন; অন্যথায় অন্যদের দিয়ে দিচ্ছি। নবীজি বলেন, এটা তো আমার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। সে বলে, আল্লাহর কসম! আমি বিক্রি করিনি। সত্য বললে সাক্ষী আনুন। মুসলমানগণ কথা কাটাকাটি শুনে জড়ো হয়ে বলতে থাকেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলছেন। ইতিমধ্যে খুজাইমা রা. এসে বলেন, আমি সাক্ষী। তার এ দুঃসাহসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হন। বলেন, তুমি কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বলেন, আপনার কথার সত্যায়ন করছি। সেদিন থেকে নবীজি

[৫] আল-ইসাবাহ : ২/২৩৯ (২২৫৬)
[৬] আল-ইসাবাহ : ২/২৩৯ (২২৫৬)

খুজাইমার একার সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন।[৭] তখন থেকে তার উপাধি হয় জুশ-শাহাদাতাইন।

সহিহ বুখারিতে প্রসঙ্গক্রমে ঘটনাটি এসেছে। জায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত, আমরা কুরআন-সংকলনকালে নবীজির কাছ থেকে শোনা সুরা আহজাবের একটি আয়াত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খুজাইমার তা জানা ছিল। যার সাক্ষ্যকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন সাক্ষ্যদাতার মর্যাদা দিয়েছেন। আয়াতটি হচ্ছে,

مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

'মুমিনদের মাঝে এমন বৈশিষ্ট্যধারীরা আছেন, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।'[৮]

আউস ও খাজরাজের পারস্পরিক তর্কবিতর্কে আউসিরা গর্ব ভরে খুজাইমা রা.-এর নাম উল্লেখ করেন।[৯]

তার মর্যাদার আরেকটি ঘটনা হচ্ছে; 'একবার স্বপ্নে দেখেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালে চুমু খাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের কথা বললে নবীজি বলেন, তুমি চাইলে স্বপ্নপূরণ করতে পারো। খুজাইমা রা. উঠে গিয়ে নবীজির পবিত্র কপালে চুমু খান।'[১০]

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি সেজদা করতে দেখেছিলেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কপাল তার কপালে স্পর্শ করছেন[১১] এভাবেই তার স্বপ্নটি বাস্তবায়ন হয়।

[৭] মুসনাদে আহমাদ : ৫/২১৫ (২১৮৮৩)
[৮] সহিহ বুখারি : ২৮০৭
[৯] আল-ইসাবাহ : ২/২৪০ (২২৫৭)
[১০] মুসনাদে আহমাদ : ৫/২১৪ (২১৮৬৩)
[১১] মুসনাদে আহমাদ : ৫/২১৫ (২১৮৭৮)

হজরত খাওয়াত ইবনে জুবায়ের রা.

(৩৪ হিজরিপূর্ব-৪০ হিজরি : ৫৮৮-৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ)[১২]

নাম ও বংশ

নাম খাওয়াত। উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং আবু সালেহ, বংশে আউসি।[১৩]

বংশপরম্পরা

খাওয়াত ইবনে জুবায়ের ইবনে নোমান ইবনে উমাইয়া ইবনে ইমরুল কায়েস (বারক) ইবনে সালাবা ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে মালেক ইবনে আউস।[১৪]

ইসলাম গ্রহণ

হিজরতের আগে মুসলমান হন। বদর যুদ্ধে শরিক ছিলেন। সাফরায় পৌঁছে পায়ে পাথরের আঘাত পেলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। তবে মুজাহিদদের সঙ্গে গনিমতের অংশ দেন। উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৫] আলি রা.-এর সঙ্গে সিফফিন যুদ্ধে অংশ নেন।

ইন্তেকাল

৪০ হিজরিতে মদিনায় ওফাত হয়। তখন বয়স ছিল ৭৪ বছর।[১৬]

শারীরিক গঠন

গঠন ছিল মাঝারি আকৃতির। মেহদির খেজাব ব্যবহার করতেন। শেষজীবনে দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।

---

[১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৩২৯ (৬৪) গ্রন্থকার হজরত খাওয়াত ইবনে জুবায়ের রা.-এর নাম এভাবে লেখেন, خَوَّاتُ بنُ جُبَيْرِ بنِ النُّعْمَانِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ البُرَكِ الأَنْصَارِيُّ

[১৩] উসদুল গাবাহ : ২/১৮৯ (১৪৮৯)

[১৪] উসদুল গাবাহ : ২/১৮৯ (১৪৮৯)

[১৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/৩৬৪ (১৩৮)

[১৬] আল-ইসাবাহ : ২/২৯৯ (২৩০৩)

হজরত খাওয়াত ইবনে জুবায়ের রা.

(৩৪ হিজরিপূর্ব-৪০ হিজরি : ৫৮৮-৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ)[১২]

নাম ও বংশ

নাম খাওয়াত। উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং আবু সালেহ, বংশে আউসি।[১৩]

বংশপরম্পরা

খাওয়াত ইবনে জুবায়ের ইবনে নোমান ইবনে উমাইয়া ইবনে ইমরুল কায়েস (বারক) ইবনে সালাবা ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে মালেক ইবনে আউস।[১৪]

ইসলাম গ্রহণ

হিজরতের আগে মুসলমান হন। বদর যুদ্ধে শরিক ছিলেন। সাফরায় পৌঁছে পায়ে পাথরের আঘাত পেলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। তবে মুজাহিদদের সঙ্গে গনিমতের অংশ দেন। উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৫] আলি রা.-এর সঙ্গে সিফফিন যুদ্ধে অংশ নেন।

ইন্তেকাল

৪০ হিজরিতে মদিনায় ওফাত হয়। তখন বয়স ছিল ৭৪ বছর।[১৬]

শারীরিক গঠন

গঠন ছিল মাঝারি আকৃতির। মেহদির খেজাব ব্যবহার করতেন। শেষজীবনে দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।

---

[১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৩২৯ (৬৪) গ্রন্থকার হজরত খাওয়াত ইবনে জুবায়ের রা.-এর নাম এভাবে লেখেন, خَوَّاتُ بنُ جُبَيْرِ بنِ النُّعْمَانِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ البُرَكِ الأَنْصَارِيُّ

[১৩] উসদুল গাবাহ : ২/১৮৯ (১৪৮৯)

[১৪] উসদুল গাবাহ : ২/১৮৯ (১৪৮৯)

[১৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/৩৬৪ (১৩৮)

[১৬] আল-ইসাবাহ : ২/২৯৯ (২৩০৩)

সিয়ারুস সাহাবা

সপ্তম খণ্ড

(মহান চার সাহাবির জীবনকথা)

রচনা ও বিন্যাস
মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দিন আহমাদ নদভি রহ.
সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

আবু শিফা আবদুল কুদ্দুস
অনূদিত

ইত্তিহাদ

অনুবাদকের কথা

সিয়ারুস সাহাবা। সতেরো ভলিয়মের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। তবে সপ্তম খণ্ডটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মুশাজারাত অধ্যায়ে আলোচিত সাহাবিদের জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে উঠে এসেছে এখানে। শুরু হয়েছে সাইয়েদুনা হজরত হাসান রা.-এর পবিত্র জীবন-কর্ম দিয়ে। নবীদৌহিত্র মহান এই সাহাবির প্রতিটি কথা-কাজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার। বিশেষ করে তার দান-দক্ষিণার বিরল কাজ যারপরনাই প্রাণিত হবার মতো। তার একাধিক বিবাহ নিয়ে রয়েছে মজার ঘটনা। শেষটা চূড়ান্ত বিষাদের। বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয় তাকে। তারপরেই প্রিয়নবীজির তিন সাহাবির জীবন-সংগ্রাম। এই তিন সাহাবির জীবনের বাঁকে-বাঁকে রয়ে গেছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিজয়গাথা, রাজ্যবিস্তার, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর আপসহীনতার রাশি রাশি গল্প। হজরত হুসাইন রা.-এর গোটা জীবনই ত্যাগ ও কুরবানির মহিমায় উদ্ভাসিত। শত্রুর হাতে তার নির্মম শাহাদাতের ঘটনা ছিল লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো। অনুবাদ করার উপযুক্ত শব্দ হয়তো খুঁজে পাইনি। কিন্তু হৃদয়ের গভীর দিয়ে অনুভব করেছি আর বারবার অশ্রুসিক্ত হয়েছি। দেশবিজয়, রাজ্যবিস্তার আর বিজয়গাথার সব ইতিহাস জমা হয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রিয় সাহাবি সাইয়েদুনা হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ঝুলিতে। বলা হয়, তার যুগেই সবচেয়ে বেশি ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে জীবন বাজি রেখে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন নবীজির আরেকজন প্রিয় সাহাবি সাইয়েদুনা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা.। উন্মুক্ত কাবাচত্বরে শত্রুর বিপক্ষে সেই প্রমাণ রেখেছিলেন সরোবরে। এই মহান সাহাবির মহীয়সী মায়ের উপাখ্যান আরও বিরল, আরও প্রেরণাময়। সিয়ারুস সাহাবায় সেই ঘটনার নানা ধরন আপনাদের সামনে আসবে। তবে এই তিনজন সাহাবির যুগে কিছু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যা মূলত অতিশয় স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু ঐতিহাসিকগণ নানাভাবে হোঁচট খেয়েছে। দাগ বসিয়েছে তাদের মহামহিম

সূচিপত্র

হজরত হাসান ইবনে আলি রা. **২১**
নাম ও বংশ ২১
জন্ম ২১
নববি যুগ ২২
সিদ্দিকি যুগ ২২
ফারুকি যুগ ২২
উসমানি যুগ ২২
সাইয়েদুনা আলি রা.-কে হাসান রা.-এর পরামর্শ ২৩
সাইয়েদুনা আলি রা.-কে জঙ্গে জামালে অংশ নিতে বাধা ২৪
জঙ্গে জামাল ২৪
সাইয়েদুনা আলি রা.-এর শাহাদাত ২৫
সাইয়েদুনা হাসান রা.-এর খেলাফতের বাইয়াত ২৬
সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর অবস্থান ২৬
হজরত হাসান কি ভীত হয়ে সন্ধি করেছিলেন? ২৬
হজরত হাসান রা.-এর পক্ষ থেকে সন্ধির ঘোষণা এবং দাঙ্গাবাজদের বিরোধিতা ২৮
ইরাকিদের উদ্দেশে হজরত হাসানের ভাষণ এবং দাঙ্গাবাজদের ধৃষ্টতা ২৮
হজরত হাসানের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ ২৯
হজরত হাসান কেন বাহিনী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? ৩০
সহিহ বুখারিতে সন্ধির ঘটনা ৩২
সন্ধিচুক্তির ঘোষণায় হজরত ইবনে উমর রা. এর অংশগ্রহণ ৩৪
ইন্তেকাল ৩৭
জানাজা নিয়ে বিতর্ক ৩৮
মদিনায় শোকের ছায়া ৩৯
হুলিয়া ৪০
বহু বিবাহ ৪০

স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ ৪০
সন্তান-সন্ততি ৪১
জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ৪১
ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য ৪২
হাদিস বর্ণনা ৪২
বক্তৃতা ৪২
কবিতা আবৃত্তি ৪৪
প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ৪৪
স্বভাব-চরিত্র ৪৫
নিঃস্বার্থতা ও নির্মোহতা ৪৬
পদত্যাগ করার প্রকৃত কারণ ৪৬
আকিদা সংশোধন করা ৫০
ইবাদত-বন্দেগি ৫০
দান-সদকা ৫১
প্রফুল্লচিত্ততা ৫২
ধৈর্য ও সহনশীলতা ৫৩
ফজিলত ও মানাকিব ৫৪
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ৫৭
হজরত মুয়াবিয়া রা. ৫৮
নাম ও বংশ ৫৮
বংশীয় অবস্থান ও ইসলাম গ্রহণ ৫৮
যুদ্ধ-জিহাদ ৫৯
শাম-বিজয়ে মুয়াবিয়া রা-এর অবদান ৫৯
সাইয়েদুনা উসমান রা.-এর খেলাফতকাল ৬১
ত্রিপোলি বিজয় ৬১
আমোরাইট অভিযান এবং কিছু বিজয়গাথা ৬২
শিমশাত বিজয় ৬২
মাল্টা বিজয় ৬৩
সাইপ্রাস জয় ৬৩
আফ্রিকা যুদ্ধ ৬৪
ফেতনার সূচনা ৬৫
শামবাসীর সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য ৬৬

শামবাসীর অবস্থান ৬৮
শামবাসীর সংশয় দূরীকরণে হজরত আলির পদক্ষেপ ৭০
সন্ধি ও সমঝোতায় আগ্রহী সাহাবিগণ ৭০
সমস্যা আরো জটিল করেছে যারা ৭১
আবু মুসলিম খাওলানি রহ.-এর মধ্যস্থতা ৭১
শাসনক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার ৭২
শামের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহ এবং সেনাবাহিনীর বিন্যাস ৭৩
শামের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ৭৩
খারেজিদের আত্মপ্রকাশ ৭৪
সাইয়েদুনা আলি রা.-এর প্রত্যাবর্তন ও শিয়ানে আলি থেকে পিছু হটা ৭৪
সাইয়েদুনা আলি রা.-এর একটি রাজনৈতিক ভুল ৭৫
মিসরে সাইয়েদুনা আলি রা.-এর বিরোধিতা ৭৬
মিসরে সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর হস্তক্ষেপ ৭৭
সাইয়েদুনা আলি রা.-এর অধিকৃত অঞ্চলের দিকে সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর অগ্রসরতা ৭৮
হত্যার উদ্দেশ্যে সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর উপর হামলা ৮১
সাইয়েদুনা হাসান রা.-এর ভিন্নমত ৮২
হিরাত ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহ ৮২
কাবুল বিদ্রোহ ৮২
জারান ও গজনি বিজয় ৮৩
গুর বিদ্রোহ ৮৩
পার্বত্য খোরাসানের বিজয় ৮৩
তুর্কিস্তানের বিজয় ৮৪
সিন্ধু বিজয় ৮৪
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান ৮৫
সামুদ্রিক অভিযান ৮৬
কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণ ৮৬
গ্রিস বিজয় ৮৮
আরওয়াদ বিজয় ৮৮
ইয়াজিদের মনোনয়ন ৮৮
ইয়াজিদের মনোনয়নের ব্যাপারে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের সংযম ও সাবধানতা ৯২

ইয়াজিদের বাইয়াতে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের অনীহা ৯৩
হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর দোয়া ও ইসতিখারা ৯৪
ইয়াজিদের মনোনয়ন, একটি সমীক্ষা ৯৫
আমির মুয়াবিয়া রা.-এর শেষ বক্তব্য ও অসুস্থতা ৯৭
ইয়াজিদের প্রতি ওসিয়ত ৯৭
পরিবারের লোকদের জন্য ওসিয়ত ৯৯
ওফাত ৯৯
হুলিয়ানামা ৯৯
জীবনের অর্জন ১০০
সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর উপদেষ্টা ১০১
দেশ কয়েক প্রদেশে বিভক্ত করা ১০১
যোগ্যতার বিচারে কর্মকর্তা নির্বাচন ১০১
কর্মকর্তাদের তদারকি ও সতর্কতা ১০২
সামরিক বাহিনী ১০২
দুর্গ নির্মাণ ১০৩
নৌবাহিনীতে উন্নতি ১০৩
জাহাজ নির্মাণ করার কারখানা ১০৩
নৌবাহিনীর প্রধান ১০৪
পুলিশ বিভাগ ও নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ১০৪
সন্দেহভাজন লোকদের নজরদারি ১০৫
খবর সরবরাহ ও সংবাদমাধ্যম ১০৫
সরকারি সিল-ছাপ্পর ১০৬
সাধারণ ত্রাণকার্যক্রম ১০৬
খাল খনন ১০৭
শহর আবাদ করা ১০৮
উপনিবেশ ১০৯
শিশুদের জন্য ভাতা ১০৯
ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা ১০৯
অমুসলিমদের দায়িত্ব প্রদান ১১০
অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে ১১০
জিম্মির সম্পদের নিরাপত্তা ১১০
প্রজাদের হালপুরসি করা ১১১

ধর্মীয় সেবা ১১১
ইসলাম প্রচার ১১২
হারাম শরিফের সেবা ১১২
মসজিদ নির্মাণ ১১২
দীন প্রতিষ্ঠা ১১৩
শিগার বিবাহ বন্ধ করা ১১৩
গর্হিত কাজ বন্ধ করা ১১৩
ফরজ ও সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য ১১৪
সুন্নত তরিকার তালিম ১১৪
সুন্নতের খেলাফ কাজে বাধা ১১৪
খুতবায় তালিম ও ইরশাদ ১১৫
সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর স্খলনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও তার কারণ ১১৫
এসব ঘটনা প্রসিদ্ধ হওয়ার দুটি কারণ ১১৫
সাইয়েদুনা হাসান রা.-এর বিষপ্রয়োগ ১১৬
ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য ১৪২
স্বভাব-চরিত্র ১৪৮
উপদেশ গ্রহণ ও কেয়ামতের ভয় ১৪৮
পার্থিব পরীক্ষার উপর আফসোস ১৫০
সত্য গ্রহণ করা ১৫১
ধৈর্য ও সহনশীলতা ১৫১
উদারতা ১৫৩
উম্মুল মুমিনিনের সেবা-যত্ন ১৫৪
নববি স্মৃতি থেকে বরকত হাসিল করা ১৫৪
সমতা ১৫৫
সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর চারিত্রিক নীতি ১৫৫
হজরত হুসাইন ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব রা. ১৫৬
নাম ও বংশ ১৫৬
জন্ম ১৫৬
নববি যুগ ১৫৭
সিদ্দিকি যুগ ১৫৮
ফারুকি যুগ ১৫৮
উসমানি যুগ ১৫৯

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন ১৬০
সাইয়েদুনা আলি রা.-এর শাহাদাত ১৬০
সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা.-এর যুগে ১৬০
সাইয়েদুনা হাসান রা.-এর ইন্তেকাল ১৬১
সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া রা. ও সাইয়েদুনা হুসাইন রা. ১৬১
হজরত হুসাইন রা. ইয়াজিদের বাইয়াত কেন গ্রহণ করলেন না? ১৬৪
মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া রহ.-এর পরামর্শ ১৬৪
মক্কা সফর এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুতির পরামর্শ ১৬৫
মুসলিম ইবনে আকিলের কুফা গমন ও পথে পথে প্রতিবন্ধকতা ১৬৬
ইয়াজিদের অবগতি ও হুসাইন রা.-এর বসরীয় দূত হত্যা ১৬৭
ইবনে জিয়াদের কুফায় আগমন এবং প্রথম ভাষণ ১৬৮
কুফায় মুসলিমের গোপন বাইয়াত ১৬৮
হানি মুজহাজির হত্যাকাণ্ড ১৬৯
কুফাবাসীর গাদ্দারি এবং মুসলিমের আত্মগোপন ১৭১
মুসলিমের গ্রেফতার ১৭২
জিয়াদের সাথে কথোপকথন এবং উমর ইবনে সাদের প্রতি ওসিয়ত ১৭৫
মুসলিমের শেষকথা ও শাহাদাত ১৭৬
সাইয়েদুনা হুসাইন রা.-এর কুফা সফরের প্রস্তুতি ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ ১৭৮
মক্কা থেকে রওনা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের চূড়ান্ত চেষ্টা ১৮১
পথে-পথে ইবনে জিয়াদের সৈন্যসমাবেশ ও হুসাইন রা.-এর দূত-হত্যা ১৮৩
সাইয়েদুনা হুসাইন রা.-এর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মুতির সাক্ষাৎ ১৮৩
একজন জানবাজ মুজাহিদের আত্মত্যাগ ১৮৪
মুসলিম-হত্যার সংবাদ পাওয়া ১৮৪
আবদুল্লাহ ইবনে বুকতুর হত্যার খবর এবং মুসলিমের ওসিয়ত ১৮৫
সাইয়েদুনা হুসাইন রা.-এর প্রথম বক্তব্য; লোকদের ছত্রভঙ্গ হওয়া ১৮৫
৬০ হিজরির মহররম– রক্তস্নাত বছরের সূচনা ও হুরের আগমন ১৮৬
সাইয়েদুনা হুসাইন রা. ও হুরের মাঝে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ১৮৭
ভাষণ ১৮৮
কায়েস ইবনে মুসহিরের শাহাদাতের সংবাদ ১৮৯
কসরে বানি মুকাতিলে যাত্রাবিরতি ও স্বপ্ন ১৯১
হুরকে ইয়াজিদের ফরমান ও আকারে আহলে বাইতের অবস্থান ১৯২

হুসাইন-হত্যা ও রায় শহরের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ ও তার দোদুল্যমানতা ১৯২
উমর ইবনে সাদের আগমন ১৯৪
পানি বন্ধ করা এবং পানি নিয়ে সংঘাত ১৯৫
সাইয়েদুনা হুসাইন রা. এবং উমর ইবনে সাদের মধ্যে গোপনালাপ ১৯৬
ইবনে জিয়াদের কঠোর হুমকি ১৯৭
ইবনে সাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯৮
এক রাতের জন্য অনুমতি ১৯৮
জীবন-উৎসর্গকারী সঙ্গীদের বক্তব্য ২০০
আশুরার রাত ২০১
মহাপ্রলয় ২০২
আল্লাহর নিকট দোয়া ২০২
চূড়ান্ত দাবি ২০৩
জুহাইর ইবনে কায়েসের বক্তব্য ২০৫
হুর-এর আগমন ২০৭
যুদ্ধের সূচনা ২০৮
সম্মিলিত যুদ্ধ এবং মুসলিম ইবনে আওসাজার শাহাদাত ২১০
দ্বিতীয় আক্রমণ এবং তির-বৃষ্টি ২১১
আহলে বাইতের তাঁবুতে আগুন ২১১
জানবাজ মুজাহিদদের শাহাদাত ২১২
জানবাজদের শেষ দলটির আত্মদান ২১৩
আলি আকবরের শাহাদাত ২১৫
বনু হাশেম খান্দানের শিশু-কিশোরদের শাহাদাত ২১৬
হে জ্ঞানীরা, উপদেশ গ্রহণ করুন ২১৭
খেলাফতের শেষপ্রদীপের শাহাদাত ২২০
বনু হাশেমের শহিদদের সংখ্যা ও তাদের দাফন-কাফন ২২৬
দাফন-কাফন ২২৭
আহলে বাইতের কুফা সফর ২২৮
সিরিয়া সফর ২৩০
সাইয়েদুনা হুসাইন রা.-এর শাহাদাতে ইয়াজিদের উদ্বেগ ২৩০
আহলে বাইতকে গাল-মন্দকারীর প্রতি সতর্কতা ও সাইয়েদুনা হুসাইন রা.-এর মস্তককে সম্বোধন ২৩১

আহলে বাইত সদস্যদের পর্যবেক্ষণ এবং তাদের প্রতি সৌজন্যবোধ ২৩২
ইয়াজিদ-গৃহে হুসাইন রা.-এর জন্য শোক ও যাইনুল আবেদিনের সঙ্গে সৌহার্দ্য ২৩৩
মালের ক্ষতিপূরণ ও সাকিনার কৃতজ্ঞতা ২৩৩
সান্ত্বনা-বাণী এবং সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ২৩৩
আহলে বাইতের মদিনা গমন এবং তার ব্যবস্থাপনা ২৩৪
কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনার অপনোদন ২৩৪
শাহাদাতের ঘটনার উপর একটি পর্যবেক্ষণ ২৩৬
ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য ২৪২
ফিকহ ও ফাতাওয়া ২৪৩
বক্তৃতায় পারদর্শিতা ২৪৪
কবিতা আবৃত্তি ২৪৪
তার জ্ঞানগর্ভ কথামালা ২৪৪
চারিত্রিক উৎকর্ষ ২৪৫
ইবাদত ২৪৫
দান-খয়রাত ২৪৬
শান্ত ও গাম্ভীর্য ২৪৭
বিনয় ও নম্রতা ২৪৭
অটলতা-অবিচলতা ২৪৭
ব্যক্তিগত জীবন ও জীবিকানির্বাহ ২৪৮
হুলিয়া ২৪৮
স্ত্রী ও সন্তান ২৪৮
সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. ২৪৯
নাম ও বংশ ২৪৯
জন্ম ২৫০
বাইয়াত ২৫০
শৈশবেই বড় হওয়ার নিদর্শন ২৫০
খলিফাদের যুগে ২৫১
তারাবলুসের (ত্রিপোলি) যুদ্ধ ২৫২
তাবারিস্তান অভিযান ২৫৪
সাইয়েদুনা উসমান রা.-এর নিরাপত্তা ২৫৪
সাইয়েদুনা উসমান রা.-এর শাহাদাত ও জঙ্গে জামাল ২৫৫

ইয়াজিদের 'অলিয়ে আহদি' ও ইবনে জুবাইর রা.-এর অস্বীকৃতি ২৫৬
মুয়াবিয়া রা.-এর ইন্তেকাল, হুসাইন রা.-এর কুফা সফর ও ইবনে জুবাইর রা.-এর পরামর্শ ২৫৮
ইয়াজিদ ও ইবনে জুবাইর রা.-এর মধ্যে মতবিরোধ ২৫৯
ইবনে জুবাইর রা.-এর খেলাফত দাবি ও সিরিয়ান সৈন্যদের মদিনায় লুটপাট ২৬০
মক্কা অবরোধ ও ইয়াজিদের মৃত্যু ২৬১
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের দায়িত্ব গ্রহণ ও অব্যাহতি ২৬২
জাবিয়ায় পরামর্শসভা ২৬৪
ইবনে জুবাইর-সমর্থকদের বহিষ্কার এবং মারওয়ানের ক্ষমতা দখল ২৬৬
মিসর দখল ২৬৭
মারওয়ানের মৃত্যু ও আবদুল মালেকের সিংহাসন লাভ ২৬৮
মুখতার সাকাফির বহিষ্কার ২৬৮
আবদুল্লাহ ইবনে মুতির বহিষ্কার এবং ইরাকের উপর মুখতারের কর্তৃত্ব ২৭১
মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া রহ.-এর কারাবন্দি ও মুক্তি ২৭১
হুসাইন রা.-এর হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড ২৭১
কুফায় অবস্থানরত আরব ও মুখতারের মধ্যে বিরোধ ২৭২
মুসআবের পক্ষ থেকে কুফি-আরবদের প্রতি সহায়তা ২৭৩
মুসআব-মুখতারের লড়াই এবং মুখতারের হত্যা ২৭৩
মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া রহ.-এর নির্বাসন ২৭৫
ইবনে জুবাইর রা.-এর বিজয় এবং আবদুল মালেকের প্রস্তুতি ২৭৬
মুসআবের মোকাবেলার প্রস্তুতি ২৭৬
বীরের বেশে নিহত হন ঈসা ইবনে মুসআব ২৭৯
মুসআব হত্যা ২৭৯
সাইয়েদুনা ইবনে জুবাইর রা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি ২৮০
রসদপত্র ফুরিয়ে যাওয়া ও সাথি-সঙ্গীদের বিশ্বাসঘাতকতা করা ২৮১
আসমা রা.-এর পরামর্শ ও বীরত্বপূর্ণ জবাব ২৮১
শাহাদাত ২৮৩
হাজ্জাজের ধৃষ্টতা, লাশের বেইজ্জতি এবং আসমা রা.-এর বীরত্ব ২৮৪
দাফন-কাফন ২৮৫
মহান কর্মযজ্ঞ ২৮৮
বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক ২৮৮

গভর্নরদের দুঃশাসন তদারকি ২৮৯
জনসাধারণের খোঁজখবর ২৮৯
সামরিক ব্যবস্থা ২৮৯
রসদসামগ্রী ২৯০
প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা ২৯০
কাবার সংস্কার ২৯০
কাবার গিলাফ ২৯২
ফজিলত ও কামালিয়াত ২৯২
কুরআন তেলাওয়াত ২৯৩
হাদিস বর্ণনা ২৯৩
তালিম ও ইরশাদ ২৯৩
ইলমি ফায়দা প্রদান ও গ্রহণ ২৯৩
বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন ২৯৪
বক্তৃতা ২৯৪
স্বভাব-চরিত্র ২৯৫
ইবাদত ২৯৬
দীন-দুনিয়ার সমন্বয় ২৯৭
উম্মুল মুমিনিনদের সেবা ২৯৭
আহকামে নববির পাবন্দি ২৯৯
পিতামাতার হক ২৯৯
বীরত্ব ও বাহাদুরি ৩০০
নির্ভীকতা ও সাহসিকতা ৩০১
জীবিকার উৎস ৩০২
মিতব্যয়িতা ৩০৩
স্ত্রী ও সন্তান ৩০৩
গ্রন্থপঞ্জি **৩০৪**
হাদিসের কিতাব ৩০৪
তারাজিম বা জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ ৩০৭
ইতিহাস-সংক্রান্ত কিতাব ৩০৯
ফিকহ বিষয়ক কিতাব ৩১২

হজরত হাসান ইবনে আলি রা.

(৩-৫০ হিজরি : ৬২৪-৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ)[১]

নাম ও বংশ

নাম হাসান। আবু মুহাম্মাদ উপনাম। সাইয়েদ রায়হানাতুন নাবী ইত্যাদি উপাধি। শাবিহে রাসুল (রাসুল-সদৃশ) তার লকব। পিতার দিক থেকে বংশধারা হলো, আবু মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব ইবনে আবদুল মুত্তালিব কুরাশি মুত্তালাবি। তার মা ফাতেমা জাহরা রা.। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা। তার পিতা আলি মুরতাজা রা., যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ছিলেন। ফলে তিনি দুই দিক থেকেই সম্মানিত।

জন্ম

হিজরির তৃতীয় সনের রমজান মাসে নবুওয়াতের এই অমূল্য রত্ন, রাতের প্রদীপ, অমুখাপেক্ষিতা ও নিঃস্বার্থতার রাজ্যের মুকুট, সন্ধি ও শান্তির বাতাস বয়ে-যাওয়া মুলুকের সম্রাট, খেলাফতের সিংহাসন অলংকৃতকারী, নববি স্কন্ধের আরোহী, ফেতনা-ফাসাদ নির্মূলকারী, নবীজির সুসংবাদ পূর্ণতাদানকারী, মুসলিম উম্মাহর পরম অনুগ্রহকারী এবং পৃথিবী-উদ্দীপ্তকারী এ আলোক-দূত দুনিয়াতে পা রাখেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর পান, সঙ্গে-সঙ্গে ফাতেমার ঘরে যান। গিয়ে বলেন, আমার সন্তানকে দেখাও, আর কী নাম রেখেছো, বলো। বললেন, 'হারব'। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—না। তার নাম হাসান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিন পর আকিকা প্রদান করলেন। দুটি দুম্বা জবাই করলেন। চাঁছলেন মাথার চুলও। এবং সেই চুল-সমপরিমাণ রুপা সদকা দিলেন।[২]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/২৪৫ (৪৭) গ্রন্থকার হযরত হাসান রা.-এর নাম এভাবে লিখেছেন,
الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

[২] আল-ইসতিআব : ১/৩৮৩ (৫৫৫)

নববি যুগ

সাইয়েদুনা হাসান রা.-এর সঙ্গে নবীজির যেরূপ ভালোবাসা ছিল, তা খুব কম মানুষের কপালেই জুটেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরম আদর-আহ্লাদে লালনপালন করেছেন। কখনো তাকে নিয়ে ঘুরতে বেরুতেন। কখনো আবার তুলে নিতেন কাঁধে। তার সামান্য বেদনায় অস্থির হয়ে পড়তেন। হাসান রা.-কে না-দেখে থাকতে পারতেন না। তাকে দেখার জন্য প্রতিদিন সাইয়েদা ফাতেমা রা.-এর ঘরে যেতেন। হাসান-হুসাইনেরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশেষ খাতির জমে যায়। মাঝেমধ্যে নামাজের মধ্যে পিঠে চড়ে বসতেন। কখনো রুকুর সময় দুই পায়ের মাঝে ঢুকে যেতেন। কখনো দাড়ি নিয়ে খেলা করতেন। মোটকথা, নানা রকম আনন্দে মেতে উঠতেন। প্রিয় নানা অত্যন্ত আদর ও মহব্বত দ্বারা তাদের শিশুসুলভ বিনোদন সাদরে গ্রহণ করতেন। শাসনের সুরেও ধমক দিতেন না; বরং হেসে উড়িয়ে দিতেন। হাসান রা.-এর বয়স সবে আট। ঠিক তখনই এই বরকতি ছায়া তার মাথার উপর থেকে সরে যায়।

সিদ্দিকি যুগ

এরপর খেলাফতের মসনদে বসেন আবু বকর সিদ্দিক রা.। তিনিও নবীজির ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সাইয়েদুনা হাসান রা.-কে খুব ভালোবাসতেন। একবার সাইয়েদুনা আবু বকর রা. আসর নামাজ পড়ে বের হলেন। সঙ্গে ছিলেন সাইয়েদুনা আলি রা.। হাসান রা. রাস্তায় খেলাধুলা করছিলেন। আবু বকর রা. তাকে কাঁধে তুলে নিলেন; এবং বললেন, আল্লাহর কসম! 'এ দেখতে হুবহু নবীজির মতো; আলির মতো না।' এ কথা শুনে আলি রা. হাসতে লাগলেন।[৩]

ফারুকি যুগ

উমর রা.-ও এই দুই ভাইকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তিনি যখন বড় বড় সাহাবির জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন, হাসান রা. সেই কাতারে ছিলেন না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার জন্য মাসিক পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ করলেন।[৪]

উসমানি যুগ

সাইয়েদুনা উসমান গনি রা.-ও মহব্বতের এই সিলসিলা জারি রেখেছিলেন। সিদ্দিকি ও ফারুকি যুগে হাসান রা. কিশোর হওয়ায় কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে

[৩] সহিহ বুখারি : ৩৫৪২

[৪] ফুতুহুল বুলদান : ৬৩৭

অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। উসমান রা.-এর যুগে তিনি পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। তখন থেকেই তার কর্মজীবন শুরু হয়। ফলে সেই বছরই সর্বপ্রথম তাবারিস্তানের সামরিক অভিযানে সৈনিক হিসাবে শরিক হন। এই অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল সাইয়েদুনা সাঈদ ইবনুল আস রা.-এর নেতৃত্বে।[৫]

এরপর যখন সাইয়েদুনা উসমান রা.-এর খেলাফতকালে ফেতনার সূত্রপাত হয় এবং বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর সরকারি বাসভবন ঘেরাও করে, তখন সাইয়েদুনা হাসান রা. তার বাবাকে পরামর্শ দিলেন, অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি মদিনার বাইরে থাকুন। কেননা, যদি আপনার উপস্থিতিতে উসমান রা.-কে শহিদ করে দেওয়া হয়, তাহলে বিদ্রোহীরা আপনাকে দোষী করবে এবং আপনার উপর হত্যার দায় চাপাবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা আলি রা.-এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা আরম্ভ করল। ফলে আলি রা. এই পরামর্শ মানতে পারলেন না।[৬]

উপরন্তু সাইয়েদুনা আলি রা. হাসান রা.-কে উসমান রা.-এর নিরাপত্তায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তিনি এবং তার অন্যান্য সাথি-সঙ্গী সেই উত্তেজনাকর বিপজ্জনক মুহূর্তে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সাথে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। বিদ্রোহীদের ভবনের ভেতরে ঢুকতে বারণ করেন। সেখানে তিনি মারাত্মক আহত হন। সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এত কিছুর পরও নিরাপত্তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহীরা তার বাসভবনে প্রবেশ করে। এবং উসমান রা.-কে শহিদ করে দেয়। শাহাদাতের খবর আলি রা.-এর নিকট গেলে তিনি রাগের মাথায় হাসান রা.-এর গালে চড় বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'তুমি কেমন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা কায়েম করলে যে, বিদ্রোহীরা ভেতরে প্রবেশ করে উসমানকে শহিদ করে দিল?'[৭]

সাইয়েদুনা আলি রা.-কে হাসান রা.-এর পরামর্শ

উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর যখন খেলাফতের চেয়ার খালি হয়, সবার দৃষ্টি যখন আলি রা.-এর উপর এবং সাধারণ মানুষও তার হাতে বাইয়াত হতে চাইল, তখন হাসান রা. চূড়ান্ত শঙ্কা থেকে এই পরামর্শ দিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত সকল ইসলামি মুলুকের জনগণ আপনার নিকট খেলাফত হস্তান্তর না

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ : ৩/৮৪, আল-কামিল ফিত তারিখ : ২/৪৮০; সাঈদ ইবনে আসের তাবারিস্তান বিজয়।

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ : ৩/১৮১

[৭] তারিখুল খুলাফা : ২৭৪-২৭৫, উসমান রা.-এর ওফাতের ঘটনা।

করবে, আপনি কবুল করবেন না; কিন্তু আলি রা. বললেন, খলিফা নির্বাচন করার অধিকার একমাত্র মুহাজির ও আনসারদের জন্য নির্ধারিত। তারা যখন কাউকে খলিফা মেনে নেবে, পৃথিবীর সব ইসলামি রাষ্ট্রের উপর তার আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। বাইয়াতের জন্য দুনিয়ার সব মুসলমানের পরামর্শ নেওয়া শর্ত না। বিষয়টি খোলাসা করে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।[৮]

সাইয়েদুনা আলি রা.-কে জঙ্গে জামালে অংশ নিতে বাধা

সাইয়েদুনা আলি রা.-এর বাইয়াত সম্পাদন হওয়ার পর যখন আয়েশা রা., তালহা রা. ও জুবাইর রা. উসমান-হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার ডাক দিলেন, তখন হাসান রা. আলি রা.-কে পরামর্শ দিলেন, আপনি মদিনায় ফিরে যান। কিছুদিন সেখানে থাকুন। কিন্তু আলি রা.-এর মতে, সেসময় তার মদিনায় যাওয়া এবং গৃহবন্দি হওয়া ছিল উম্মতের সাথে বিশাল প্রতারণা। এমনটি হলে উম্মাহর মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও ক্ষোভের সূত্রপাত হবে। এজন্য তিনি আর মদিনায় যাননি।[৯]

জঙ্গে জামাল

এটা সেই সময়কার কথা, যখন তালহা রা., জুবাইর রা. প্রমুখ সাহাবি উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নিতে মাঠে নেমেছিলেন। এজন্য আলি রা.-ও মোকাবেলার প্রস্তুতি নিলেন। তিনি যখন প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন, তখন হাসান রা.-কে বাধ্য হয়ে পিতার সাহায্যে ময়দানে নামতে হয়। সুতরাং সম্মানিত পিতার নির্দেশ মোতাবেক সাইয়েদুনা আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে নিয়ে তিনি কুফায় যান, সেখানকার লোকদের তার পক্ষাবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। ঠিক সেসময় আবার সাইয়েদুনা আবু মুসা আশআরি রা. মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ ও হাঙ্গামা থেকে বিরত রাখার জন্য কুফায় অবস্থান করছিলেন। এবং এ মর্মে কুফার জামে মসজিদে বয়ান করছিলেন। তিনি বলছিলেন :

'তোমরা আরবদের সাহায্যকারী হয়ে যাও, যাতে নির্যাতিত ও ভীতসন্ত্রস্ত লোকেরা তোমাদের নিকট আশ্রয় নিতে পারে। হে লোকসকল! আবির্ভাবকালে ফিতনা চেনা যায় না। সংশয়পূর্ণ থাকে। কিন্তু ডালপালা বিস্তার করলে তার কদর্যতা অনুমিত হয়। এই ফেতনার উৎপত্তি কোথা

[৮] আখবারুত তিওয়াল : ১৪৩
[৯] আখবারুত তিওয়াল : ১৪৪

থেকে হয়েছে, আর কে বা কারা এর সূত্রপাত করেছে—জানা নেই। এজন্য তোমরা তরবারিগুলো যথাস্থানে রেখে দাও। বর্শাগুলোর ধার ভেঙে দাও। ধনুকগুলো অকেজো করে ফেল। যার যার ঘরে অবস্থান করো। হে লোকসকল! ফেতনার সময় শুয়ে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তি থেকে উত্তম।'

আবু মুসা আশআরি রা.-এর বয়ানের পর হাসান রা. মিম্বারে ওঠেন। এবং কুফাবাসীকে আলি রা.-এর সঙ্গ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তার আহ্বান ও হুজর ইবনে আদি আল-কিনদির বক্তব্যে নয় হাজার ছয়শত পঞ্চাশজন লোক আলির পক্ষে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হাসান রা. সেসকল লোক নিয়ে জিকার নামক স্থানে আলি রা.-এর সঙ্গে মিলিত হন। যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গেই ছিলেন।[১০]

জঙ্গে জামালের পর সিফফিন যুদ্ধ সংঘটিত হলো ঠিক কেয়ামত-আঙ্গিকে। সেখানেও হাসান রা. আলি রা.-এর সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধ মুলতবির যে অঙ্গীকারনামা হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার একজন সাক্ষী।[১১]

সাইয়েদুনা আলি রা.-এর শাহাদাত

খেলাফতের পঞ্চম বছর ইবনে মুলজিম আলি রা.-এর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। তিনি নড়াচড়া করতেও অক্ষম ছিলেন। ফলে হাসান রা.-কে জুমআর ইমামতির দায়িত্ব দেন। সেই জুমআয় তিনি নিম্নোক্ত খুতবা প্রদান করেন : 'আল্লাহ যেই নবীকে পাঠিয়েছেন, তাকে একটা ব্যক্তিত্ব, একটা বংশ ও একটি পরিবার দিয়েছেন। সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেছেন, যে ব্যক্তি আহলে বাইতের কোনো হক নষ্ট করবে, আল্লাহ তার সেই পরিমাণ হক নষ্ট করে দেবেন।'[১২]

সাইয়েদুনা আলি রা.-এর আঘাত ছিল মারাত্মক। যখন বাঁচার কোনো আশা ছিল না, তখন কিছু ভক্ত হাসান রা.-কে ভবিষ্যৎ কান্ডারি ও খেলাফতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি বাইয়াত করতেও বলি না, আবার নিষেধও করি না।'

[১০] আখবারুত তিওয়াল : ১৪৫
[১১] আখবারুত তিওয়াল : ১৯৫
[১২] মুরুজুয জাহাব : ৩/৯